Year 11 | Issue 02
26 JAN.-01 FEB. 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ০২
১২ মাঘ ১৪৩০
১৩ রজব ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

যুক্তরাজ্যে ঋণ ও করের চাপ

অর্ধলাখ ব্যবসায় ধস

- ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সুদহার ৫.২৫ পার্সেন্ট
- সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নির্মাণ ও আবাসন খাত

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : যুক্তরাজ্যে ঋণের উচ্চ সুদহার ও করের চাপে বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে প্রায় অর্ধলাখ (৫০ হাজার) প্রতিষ্ঠান। একটি শীর্ষস্থানীয় করপোরেট পুনর্গঠনবিষয়ক সংস্থা জানায়, সুদহার বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোক্তা চাহিদা কমে যাওয়ায় ব্যবসা খাত দ্বিগুণ চাপে পড়েছে। খবর দ্য টেলিগ্রাফ। বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, করপোরেট ট্যাক্স ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যবসায়িক ঋণকে প্রভাবিত করেছে।

করপোরেট পুনর্গঠন খাত বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান বেগবিস ট্রাইনর সম্প্রতি এক সতর্ক বার্তায় জানিয়েছে, গত বছরের শেষ দিকে ৪৭ হাজার ৪৭৭টি প্রতিষ্ঠান গুরুতর আর্থিক সংকটে ছিল। শুধু সেপ্টেম্বর থেকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ১০ হাজার। ধারণা করা হচ্ছে, তালিকায় থাকা অনেক কোম্পানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে এবং তারা ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতাও হারাবে।

বেগবিস ট্রাইনরের অংশীদার জুলি পামার বলেন, ভোক্তাদের জীবনযাত্রা যে কঠিন সংকটের সম্মুখীন, তা কোম্পানিগুলোর ওপর প্রভাব ফেলেছে। সস্তা ঋণের দিন শেষ হয়ে গেছে। ভোক্তাদের আস্থা খুবই কমে গেছে এবং ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের আরো বেশি অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। এটি একটি কঠিন বছর হতে

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

একা ঘরে ৬০ বছর বয়স্ক বাবার মৃত্যু

খাবার না পেয়ে মারা গেল শিশু

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : যুক্তরাজ্যে বাবার মরদেহের পাশে দুই বছর বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। একা ঘরে তার বাবার মৃত্যু হলে-খাবার না পেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অনাহারে মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুটির।

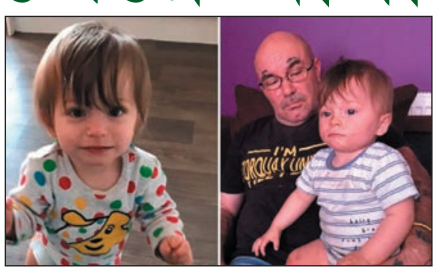

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, গত ৯ জানুয়ারি লিঙ্কনশায়ারে ওই দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিজের দুই বছরের শিশু সন্তান ব্র্যানসন ব্যাটার্সবিকে নিয়ে বাড়িতে একা থাকতেন ৬০ বছর বয়সী কেনেথ।

এ দুইজনকে গত ২৬ ডিসেম্বর সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। এর দুই সপ্তাহ আগে কেনেথ হার্ট অ্যাটাক করেছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ২৯ ডিসেম্বর আবারও হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যু হয় তার। বাড়িতে অন্য কেউ না থাকায় শিশু ব্র্যানসন ব্যাটার্সবি ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

সৌদিতে কূটনীতিকদের জন্য খুলছে মদের দোকান

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : কূটনীতিকদের পরিবেশনের জন্য প্রথমবারের মতো মদের দোকান খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি আরব। দেশটির রাজধানী রিয়াদে অ্যালকোহলের দোকানটি স্থাপন করা হবে।

বুধবার (২৪ জানুয়ারি) এক অফিশিয়াল নথিতে এমন তথ্য পাওয়া গেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

নথিতে দেখা গেছে, এই মদ শুধুমাত্র অমুসলিম কূটনীতিকদের মাঝে পরিবেশন করা হবে।

---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:

ria Money Transfer
Any Bank Payout | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED | AB Bank | Trust Bank | bKash
020 7486 4233 | Ria Money Transfer | riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

ক্যান্সারের লক্ষণগুলো কী কী জেনে নিন

এনএইচএস আপনার পাশে আছে

> যতক্ষণ না আপনার সুনির্দিষ্ট কোন রোগ নির্ণয় হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্ক থাকা এবং সমস্যা চলতে থাকলে বা আরও খারাপ হলে আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

'ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে'-এর তথ্য অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে, প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন জীবদ্দশায় কোনো না কোনো সময়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন।

ক্যান্সার হয়ে থাকে যখন শরীরের কোষগুলি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভক্ত হয় এবং যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে এই অস্বাভাবিক কোষগুলি শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যদিও এগুলো খুব সাধারণ লক্ষণ এবং বেশিভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো ক্যান্সারের কারণে হয় না। ক্যান্সার থেকে আত্মরক্ষা এবং প্রতিরোধের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনার শরীরের অস্বাভাবিক বা লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন নজরে আসলে আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে শ্বাসকষ্ট, ব্যাখ্যা করা যায় না এমন ক্ষত বা রক্তপাত, ওজন হ্রাস, পেটে অস্বস্তি, বুকে জ্বালাপোড়া বা বদহজম এবং তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ধরে কাশি। ক্যান্সার নিয়ে কথা বলা ভীতিকর হতে পারে, তবে এ সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশনা এবং সহযোগিতা পেতে বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সাথে কথা বলা এবং আপনার জিপির শরণাপণ্য হওয়া জরুরী।

আপনার শরীরে কিছু ঠিক না থাকলে বা আপনি নিচের এই উপসর্গগুলির কোনোটি অনুভব করলে আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করুন।

কিছু লক্ষণ অনুমান করা কঠিন হতে পারে:

- ■ শ্বাসকষ্ট
- ■ ঘন ঘন ইনফেকশন
- ■ রাতে অস্বাভাবিক বেশি ঘাম হওয়া
- ■ অস্বাভাবিকভাবে ওজন কমে যাওয়া
- ■ শরীরের যে কোনও জায়গায় একটি অস্বাভাবিক পিণ্ড দেখা দেওয়া, যেমন ঘাড় বা বগলে
- ■ অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক আঘাত বা রক্তপাত
- ■ গলাধকরণ করতে বা গিলতে অসুবিধা
- ■ মুখের ঘা যা নিরাময় হয় না
- ■ মুখ ও গলায় সাদা বা লাল দাগ
- ■ প্রস্রাবে রক্ত
- ■ মলে রক্ত, যা লাল বা কালো দেখাতে পারে

তিন সপ্তাহ বা তার বেশি সময়ের জন্য:

- ■ কাশি বা বিদ্যমান কাশিতে পরিবর্তন
- ■ কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন যেমন কর্কশ হওয়া
- ■ পেটের সমস্যা, যেমন অস্বস্তি বা ফোলা
- ■ ক্লান্ত এবং অসুস্থ বোধ করা এবং কেন তা নিশ্চিত নয়
- ■ বুক জ্বালাপোড়া বা বদহজম
- ■ অন্ত্রের অভ্যাসের পরিবর্তন, যেমন ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য, বা অস্বাভাবিক, ফ্যাকাশে বা চর্বিযুক্ত মল
- ■ অবর্ণনীয় ব্যথা বা অস্বস্তি

এটি গুরুতর নাও হতে পারে, তবে ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এটি চিকিৎসাযোগ্য হওয়ার জন্য খুবই ভালো হয়।

আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন
nhs.uk/cancersymptoms

আপনি যে লক্ষণগুলি অনুভব করেন তা যদি গুরুতর কিছু নাও হয়ে থাকে, তবুও এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসার ফলাফল কার্যকর হয় এবং জীবন রক্ষার সমুহ সম্ভাবনা থাকে।

আপনার শরীরের যেকোন নতুন বা বর্ণনাযোগ্য নয় এমন পরিবর্তন যা আপনার জন্য স্বাভাবিক নয় সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের ক্যান্সার সম্পর্কে উদ্বেগ থাকে, তাহলে তারা আপনাকে কিছু পরীক্ষা করতে বলতে পারে, যেমন বুকের এক্স-রে করা বা একটি হোম টেস্ট কিট এর মাধ্যমে আপনার মল-মূত্রে রক্তের লুকানো চিহ্ন খুঁজে বের করা অথবা আপনাকে তারা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে পারে। এই টেস্টগুলো করলে আপনার যেকোন উদ্বেগ দূর হতে পারে এবং মানসিকভাবে স্বস্তি পেতে সহায়ক হয়ে থাকে।

টেস্টের ফলাফল যাইহোক না কেন, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) আপনার সেবা ও সহায়তায় পাশে রয়েছে। যতক্ষণ না আপনার সুনির্দিষ্ট কোন রোগ নির্ণয় হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্ক থাকা এবং সমস্যা চলতে থাকলে বা আরও খারাপ হলে আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্রুত সনাক্ত করা গেলে এটি চিকিৎসাযোগ্য হয়ে থাকে এবং আপনার জীবন রক্ষা হতে পারে।

হজকিন্স লিম্ফোমাতে আক্রান্ত আলী আব্দুল রউফ, বয়স ৪৫, রেডব্রিজ, পূর্ব লন্ডন

আমরা জনাব আলী আব্দুল রউফের সাথে কথা বলেছি, যিনি পূর্ব লন্ডনের রেডব্রিজ এলাকার বাসিন্দা। ৪৫ বছর বয়সী আলী আব্দুল রউফ পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

"আমার ক্যান্সার নির্ণয়ের আগে, রাতে ঘাম হওয়ার মাধ্যমে আমার লক্ষণগুলি শুরু হয়েছিল এবং সাধারণত শক্তি স্বল্পতা ও খুব ক্লান্তবোধ করতাম। ব্যস্ততার কারণে আমি এটিকে উপেক্ষা করেছিলাম এবং ভেবেছিলাম এটি হয়তো ওজন বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত চাপের কারণে হয়েছে।"

"অবিরাম ক্লান্তিবোধ করায় আমি দিনে অসময়ে ঘুমাতাম। রাতে ঘুমালে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া অব্যাহত ছিল এবং এক রাতে দুই থেকে তিনবার আমার ভেস্ট বদলাতে হতো। আমি এ বিষয়টি নিয়ে কিছুই ভাবিনি এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন চালিয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ আমি একজন সুস্থ সবল মানুষ ছিলাম এবং খুব কমই জিপির কাছে যেতাম।"

"সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে (প্রায় এক বছর পরে ২০১৬ সালে), এক রাতে এত ঘাম হয়েছিল যা আমার জন্য অসহ্য হয়ে ওঠে এবং আমি তখন আমার জিপি সার্জারির সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার জিপি অবিলম্বে আমাকে রক্ত পরীক্ষা এবং বুকের এক্স-রে করার জন্য পাঠিয়ে সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমে আমাকে বলা হয়েছিল একটি ক্যান্সার হতে পারে (লিম্ফোমা, ব্লাড ক্যান্সার), তবে টেস্ট এবং বায়োপসিতে যক্ষ্মা রোগের কথা উঠে এসেছে, যা আমার জন্য বড় একটি স্বস্থির বিষয় ছিল, কারণ আমার টিবি খুব সংক্রামক ও গুরুতর ছিল না। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা জটিল নয় এবং সাধারণত কারো দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। যাইহোক, আমি সুস্থ হচ্ছিলাম না, তাই আমার জিপি আমাকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে আবারও টেস্ট করার জন্য পাঠায়। এবার আমার স্টেজ ৪ হজকিন্স লিম্ফোমা ধরা পড়ে।"

"২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট ট্রিটমেন্ট সহ আমি বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন চিকিৎসা করেছি যা সফল হয়েছিল এবং এখন আমি ঔষধ ছাড়াই সুস্থ্য হয়ে উঠতে কাজ করছি।"

"আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এবং বার্টস হেলথ এনএইচএস ট্রাস্ট ও আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা কোনো দ্বিধা ছাড়াই আমার দেখাশোনা করেছেন।"

"আমি সবাইকে অনুরোধ করতে চাই যে, আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যদি অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করে থাকেন তবে অবিলম্বে জিপির কাছে যান। এবং যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অসুবিধা হয় তবুও হাল ছাড়বেন না। এটি গুরুতর কিছু নাও হতে পারে, আবার এটি ক্যান্সারের লক্ষণও হতে পারে এবং দ্রুত সনাক্ত করা গেলে এটি চিকিৎসাযোগ্য হয়ে থাকে এবং আপনার জীবন রক্ষা হতে পারে।"

আপনার শরীরে কোন কিছু সঠিক যাচ্ছে না বলে মনে হলে আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করুন।
আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন nhs.uk/cancersymptoms

HM Government

NHS

Be body aware

If something doesn't feel right,
contact your GP practice.

Find out more at **nhs.uk/cancersymptoms**

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier
07582 386 922
www.klsmanandvan.co.uk

এপ্রিলে উপজেলা নির্বাচন

প্রার্থীদের নৌকা প্রতীক দিচ্ছে না আওয়ামীলীগ

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ১২দিন পরই সোমবার দলের কার্যনির্বাহী সংসদের জরুরি বৈঠক ডাকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। জরুরি বিধায় নির্দিষ্ট কোনো এজেন্ডার কথা জানানো হয়নি সংশ্লিষ্টদের কার্যনির্বাহী সংসদের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বললে তারা কোনো এজেন্ডার বিষয় আগে থেকে নিশ্চিত করতে পারেননি। বৈঠক শুরু হওয়ার পরই এজেন্ডার বিষয়টি জানতে পারেন নেতারা। দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক নৌকা দেয়া হবে কি হবে না ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

উপজেলা নির্বাচনেও যাবে না বিএনপি

কেউ প্রার্থী হলে নিরুৎসাহিত করা হবে না

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : জাতীয় নির্বাচনের মতো আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও অংশ নেবে না বিএনপি। তবে দলের কেউ প্রার্থী হলে তাকে নিরুৎসাহিত করা হবে না। এ ছাড়া দলীয় প্রতীক না থাকায় নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে তৃণমূলের অনেক নেতা। তারা বলছেন, জ াতীয় নির্বাচন আর স্থানীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপট আলাদা। তৃণমূলের অনেক নেতার এলাকায় ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

ব্রিটেনের কারাগারে দুই খুনির বন্ধুত্ব

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে একের পর শিশুকে হত্যা করেছিলেন লুসি লেটবি নামে এক নার্স। আর প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে নিজের শিশুপুত্রকেই নির্মমভাবে খুন করেছিলেন সিয়ান হেজ নামে এক মা। ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ডোনাল্ড ট্রাম্প-জো বাইডেনের পরে কে?

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্বাচনের প্রভাব একাধিক কারণে সুদূরপ্রসারি হতে পারে। বিশেষ করে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রজন্মের পরিবর্তন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে। রাজনীতির আঙিনায় কমলা হ্যারিস, বিবেক রামস্বামী ও নিকি হ্যালির মতো তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে হিসাব-নিকাশ মার্কিন রাজনীতির বিবর্তন স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

চলতি বছর মার্কিন নির্বাচন ঘিরে বাকি বিশ্বের আগ্রহের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হলে তিনি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর জোরালো আঘাত হানতে পারেন বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকে আশঙ্কা করছেন। আমূল বদলে যেতে পারে সেই দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক।

অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে ভোটারদের মনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

বাংলাদেশ ইস্যুতে অবস্থানের পরিবর্তন করেনি জাতিসংঘ

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে জাতিসংঘের ঘোষিত অবস্থানে একটুও পরিবর্তন আসেনি। এমনটাই সোমবার ফের জানালেন মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। নবনির্বাচিত সরকারকে পথ পালটে, গণতন্ত্র ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MT UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

ভারতে রামমন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গে চরমোনাইর পীর

মোদির এমন কর্মকাণ্ডে বিশ্বমুসলিমের কলিজায় রক্তক্ষরণ হয়েছে

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : ভারতের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রামমন্দির উদ্বোধন সে অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের হুমকির মুখে ফেলে দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম।

মঙ্গলবার ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় অবস্থিত শতাব্দীর প্রাচীন বাবরি মসজিদ ভেঙে একই স্থানে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তিনি। রেজাউল করীম বলেন, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির নির্মাণের যে পাঁয়তারা চলছে, তা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে মন্দির উদ্বোধন করে বিশ্বব্যাপী অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছে। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে শাসকেরা সামপ্রদায়িকতার পক্ষ নেয়। শাসকরা রাম ও রহিমের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, আমরা তা ঘোচাতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রামমন্দির উদ্বোধন সে অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের হুমকির মুখে ফেলে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি সরকার এবার পবিত্র বাবরি মসজিদকে ভেঙে রামমন্দির উদ্বোধন করেছেন! ভারতের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিতর্কিত রামমন্দিরের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার অনানুষ্ঠানিক প্রচার হিসেবেই দেখছি আমরা। আমরা এহেন সামপ্রদায়িক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাই।

নরেন্দ্র মোদি সরকারের এমন কর্মকাণ্ডে মুসলিম বিশ্ব হৃদয়ে আঘাত পেয়েছে এবং কলিজায় রক্তক্ষরণ হয়েছে। মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণ মুসলমানরা কখনো মেনে নেবে না। নরেন্দ্র মোদি সরকারকে এহেন কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

ইসলামী আন্দোলনের আমীর বলেন, বহুবার খোঁড়াখুঁড়ি চালানোর পরও কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকই মন্দির খুঁজে পাননি। এমনকি সর্বশেষ ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ 'দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এআইএ)'র প্রত্নতাত্ত্বিক খননেও কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব মেলেনি। পনেরো শতকের ঐতিহাসিক স্থাপনা বাবরি মসজিদ ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর গুঁড়িয়ে দেয় বর্তমান ক্ষমতাসীন বিজেপি, শিবসেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উগ্রপন্থিরা। বাবরি শহীদ করে তদস্থলে মন্দির উদ্বোধন করে উগ্রবাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার ইতিহাসে কলঙ্কিত হয়ে থাকবেন। মুসলমানরা ভারত সাড়ে সাতশত বছর শাসন করেছেন। যদি মুসলমানরা ইচ্ছে করতেন ভারত উপমহাদেশ হিন্দু

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ২৮ । উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ব্যারিস্টার পাত্রের জন্য বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। পাত্র ধার্মিক। একটি স্বনামখ্যাত ল'ফার্মে কর্মরত। সুশিক্ষিত ধার্মিক বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07940 782 876

সারাদেশে বিএনপির হালচাল
মামলায় জর্জরিত সবাই

সিলেট, ২৪ জানুয়ারি : সরকার পতনের আন্দোলন করতে গিয়ে মামলার বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়েছেন সিলেট বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। একের পর এক মামলার আসামি হয়ে দলের অনেক নেতা-কর্মী গা ঢাকা দিয়ে আছেন। রাজপথের অনেক ত্যাগী ও সক্রিয় নেতা গ্রেফতার হয়ে কারান্তরিন। এখন পর্যন্ত ৬৮ মামলায় কয়েক হাজার নেতা-কর্মী হয়েছেন আসামি। বিএনপি নেতাদের চেয়ে অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই বেশি টানছেন মামলার ঘানি। দলীয় কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে ৩ শতাধিক নেতা-কর্মী হয়েছেন কারান্তরিন। নেতা-কর্মীদের ফেরারি জীবন ও কারাবাসে সিলেট বিএনপির রাজপথের শক্তি অনেকটা কমে গেছে। মামলা পরিচালনায় দলের পক্ষ থেকে 'ধাইনি সহায়তা সেল' গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী। বিএনপির দলীয় সূত্র জানায়, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে আন্দোলন করতে গিয়ে সিলেট বিএনপির অসংখ্য নেতা-কর্মী বিভিন্ন মামলায় আসামি হন। পুরনো ওই মামলায় এখনো নিয়মিত হাজিরা দিতে হচ্ছে দলীয় নেতা-কর্মীদের। ইতোমধ্যে কোনো কোনো নেতা-কর্মীর সাজাও হয়ে গেছে। কোনো মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষের দিকে। পুরনো মামলা শেষ হতে না হতেই চলমান আন্দোলন করতে গিয়ে নতুন মামলায় জড়িয়ে পড়ছেন দলটির নেতা-কর্মীরা।

সরকার পতনের একদফা আন্দোলন করতে গিয়ে গত ২৮ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত সিলেট মহানগরীর কোতোয়ালি থানায় ১৫টি, মোগলাবাজারে ১০, দক্ষিণ সুরমায় ৯, এয়ারপোর্টে ৬, জালালাবাদে ৬, শাহপরানে ৩টি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া গোলাপগঞ্জে ৩, বিশ্বনাথে ২, ওসমানীনগরে ২, গোয়াইনঘাটে ৩, জৈন্তাপুরে ৩, কোম্পানীগঞ্জে ২ ও কানাইঘাটে ১টি মামলা হয়েছে বলে বিএনপি সূত্রে জানা গেছে। গাড়ি ভাঙচুর, নাশকতা, পুলিশের ওপর হামলা ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে এসব মামলা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর ঢাকার মহাসমাবেশের দিন সিলেটে প্রথম মামলা হয় সিলেটের জকিগঞ্জ থানায়। ঢাকার মহাসমাবেশে সংঘর্ষের প্রতিবাদে ওই রাতেই কালিগঞ্জ বাজারে মিছিল বের করেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। ওই মিছিল থেকে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরদিন হরতাল চলাকালে মহানগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবদুল কাইয়ূম জালালী পংকীকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় ধরপাকড়। বর্তমানে মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, জেলা যুবদলের সভাপতি মুমিনুল ইসলাম মুমিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবদুল আহাদ খান জামাল, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুল হক চৌধুরী, সদস্যসচিব আফসর খান, মহানগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী আহসানসহ ৩০০ নেতা-কর্মী কারাবন্দি রয়েছেন। নেতা-কর্মীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২০টি মামলা হয়েছে মহানগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী আহসানের ওপর। এ ছাড়া জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দিনারের বিরুদ্ধে ১৪ ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব আফসর খানের বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা দায়ের হয়েছে।

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা

Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:

* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

শীতে যেভাবে জ্বালানি ও অর্থ সাশ্রয় করবেন

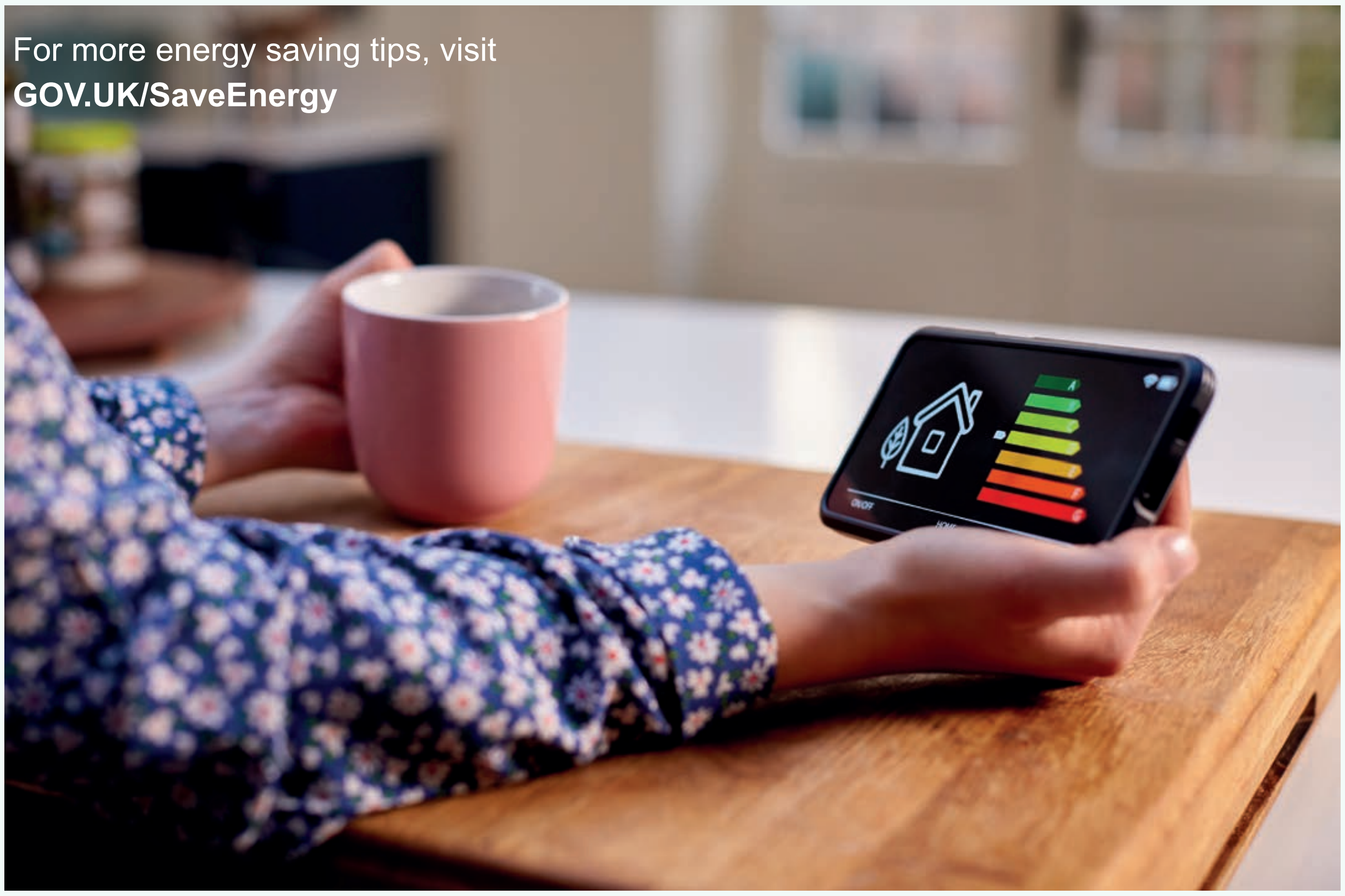

এই শীতে অর্থ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের ছয়টি কার্যকর টিপস

জ্বালানি সাশ্রয়ের আরো টিপস জানতে ভিজিট করুন
GOV.UK/SaveEnergy

যুক্তরাজ্যে শীত জেঁকে বসেছে। আমরা আমাদের বাড়িতে হিটিং সিস্টেম চালু করেছি। তাই খরচ অনেকটাই বেড়েছে। জ্বালানি খরচ কমাতে আপনি কিছু স্বল্প ব্যয়ের বা ব্যয়হীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরেন। এই ব্যবস্থাগুলো আপনার হিটিং ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করে তুলবে। এই ব্যবস্থাগুলো আপনাকে উষ্ণ ও নিরাপদ রেখেও অর্থ সাশ্রয়ী করে তুলতে পারে।

বয়লার প্রবাহ তাপমাত্রা সমন্বয় করে পরিস্থিতিতে উন্নতি আনা যায়। কম্বি বয়লারের টেম্পারেচার ৬০ ডিগ্রি রাখা যেতে পারে। বয়লারের ফ্লো তাপমাত্রা কমানোর অর্থ এই নয় যে, থার্মোস্টেট বন্ধ করে দিতে হবে। তাপমাত্রা কমানোর বিষয়টি খুব একটা নজরে পড়বে না। তবে আপনার পুরো বাড়ি গরম হতে হয়তো একটু বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে।

আপনার বয়স যদি ৬৫-এর উপরে হয় বা স্বাস্থ্যগত কোনও সমস্যা থাকে তাহলে হয়তো বয়লার ফ্লোর তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার ঘর আরো দ্রুত গরম হবে।

আমার বিল আমার নিয়ন্ত্রণে-বার্লিন মিরে

মিস মিরে পাঁচ সন্তানের ব্যস্ত মা। সিঙ্গেল প্যারেন্ট। জীবনযাপনের খরচ বাড়ছে। কাজেই এবারের শীতে তাকে জ্বালানির জন্য যেন বাড়তি অর্থ গুণতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমি এরই মধ্যে আমার বয়লারের সার্ভিসিং করিয়ে নিয়েছি। বয়লারের ফ্লো টেম্পারেচারও কমিয়ে রাখা। তবে রেডিয়েটরের ব্লেড নিয়ে কী করা উচিত সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আমার এক বন্ধু এসে বিষয়টি দেখিয়ে দেয়। কাজটি বেশ সহজ। হিটিং চালু রাখতে টাইমার সেট করার বিষয়টি সত্যিকার অর্থেই উপকারি। সকালে বাচ্চারা বিছানা ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে কাজটি করতে হয়। এরপর বাচ্চারা স্কলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করে। ওরা স্কল থেকে ফেরার এক ঘণ্টা আগে চালু করি। যে রুম ব্যবহার করা হচ্ছে না সেখানে বাতি নিভিয়ে রাখার চর্চাটাও আমরা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করে ফেরেছি। বিল নিয়ন্ত্রণে রাখতে এগুলো অনেক সাহায্য করে।"

যেভাবে এনার্জি ব্যবহার কমিয়ে অর্থ সাশ্রয় করতে

এনার্জি ব্যবহার কমাতে এবং অর্থ সাশ্রয় করতে আপনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নিতে পারেন। এই ব্যবস্থাগুলো আপনার জ্বালানি খরচ কমানোর ওপর বড় ধরনের প্রভাব রাখতে পারে

- আপনার বয়লার ফ্লোর টেম্পারেচার ৬০ডিগ্রিতে রাখুন। এতে বছরে আপনার ৭০ পাউন্ড সাশ্রয় হবে।
- আপনার বাড়ি গরম রাখতে এবং বিল কমাতে রেডিয়েটরে ব্লেড কমিয়ে রাখুন।
- বাড়ির যেসব রুমে বসবাস করেন শুধু সেগুলোকে গরম রাখুন। অব্যবহৃত রুমগুলোর রেডিয়েটর বন্ধ রাখুন। তাহলে বছরে অন্তত ৫০ পাউন্ড সাশ্রয় হবে।
- ওয়াশিং মেশিনের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখুন। সেক্ষেত্রে বছরে ২০ পাউন্ড সাশ্রয় হবে।
- এনার্জি সাশ্রয় হয় এমন শাওয়ারহেড ব্যবহার করুন। তাতে বছরে বাঁচবে ৪০ পাউন্ড। এগুলো মাঝে মাঝে ওয়াটার সাপ্লায়াররা বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে।
- বয়লারের নিয়মিত সার্ভিসিং করুন। তাহলে বয়লার যেমন ভালো চলবে তেমনি মেরামত করার প্রয়োজন হবে না।

যেভাবে ধাপে ধাপে আপনার রেডিয়েটর ব্লেডিং (বাতাস ও পানি বের করা) করবেন?

আপনার একটি স্ট্যান্ডার্ড রেডিয়েটর কী'র প্রয়োজন হবে। আপনার বাড়ির কোন রেডিয়েটরের হিটিং সিস্টেমে ব্লেডিং করতে হবে সেটি নির্দিষ্ট করার পর নিচের ব্যবস্থাগুলো ধাপে ধাপে গ্রহণ করুন।

১. আপনার ঘরের হিটিং বন্ধ এবং রেডিয়েটর ঠান্ডা কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

২. ব্লেডের ভালভের নিচে পুরোনো একটি কাপড় বা জগ ধরে রাখুন এবং ব্লেড কি প্রবেশ করার

৩. ঘড়ির কাঁটার উলটো দিকে ঘুরাতে থাকুন। বাতাস বের না হওয়া পর্যন্ত করতে থাকুন (এসময় আপনি একটা হিস হিস আওয়াজ পাবেন)।

৪. পানি পড়তে শুরু করলে চাবিটা আবারও ক্লকওয়াইজ (ঘড়ির কাটা যেদিকে ঘুরে) ঘোরাতে শুরু করুন। এতে ভালভ আবার টাইট হয়ে যাবে।

৫.অন্য কোনো রেডিয়েটরেও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে একইভাবে কাজটি করুন।

৬. আপনার হিটিং চালু করুন। রেডিয়েটর ঠিক মতো গরম হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে নিন।

UK Government

Help for Households

SAVE OVER £100

on your energy bills this winter

Find out more at
GOV.UK/SaveEnergy

#ItAllAddsUp

সুলতানা কামাল বললেন

আমরা এখনো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেছেন, আমাদের বিচারব্যবস্থা এত নাজুক হয়ে গেছে যে, কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তার যে একটা বিচারিক প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ায় কোনো স্বচ্ছতা নেই।

মঙ্গলবার বিকালে নেত্রকোনা জেলা শহরের শিবগঞ্জ রোডের স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতির ড্রিম সেন্টার কার্যালয়ে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস নেটওয়ার্কের এক মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন। অ্যাডভোকেট সিতাংশু বিকাশের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) আশিক নুরসহ মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন এসব সামাজিক নেতা উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল বলেন, মূলত যে বিষয়টি আমরা বলতে চাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তা আমরা করতে পারছি না। কারণ এটা প্রথম শুরু করে পুলিশ। আর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে হয়তো অনেক ব্যতিক্রম আছে যারা চেষ্টা করেন বিচারটা এনে দেওয়ার। মূলত দেখা গেছে, যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে মামলার হেরফের করা হয়। যে ধারায় মামলা হওয়া উচিত ছিল সে ধারায় মামলা হয় না। এরপর ডাক্তারি পরীক্ষার আমরা সঠিক রিপোর্টটা পাইনি। তারপর পুলিশকে যদি সাক্ষী হতে হয়, তখন পুলিশ আরেক থানায় থাকলে সেখান থেকে আরেক থানায় আসবে এর কোনো খরচ রাষ্ট্র বহন করে না। এসব নানা কারণে বিচারিক যে প্রক্রিয়া তা সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে

আমাদের যে অভিযোগ তা হলো আসলে কোনো ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করতে পারি না বলে মানুষের বিচারব্যবস্থার ওপরও আস্থা কমে গেছে। যারা এটার সমাধান দেওয়ার বা সুরাহা দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন তারাও তাদের দায়িত্বগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পালন করেন না। কেউ কেউ করেন। যার ফলে এসব ঘটনা বেড়েই যাচ্ছে। হয়তো কখনো কখনো সংখ্যায় কমে আসছে।

নির্বাচনে বিজয়ীদের ৬৭ শতাংশই ব্যবসায়ী

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটের হার নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। সংগঠনটি বলেছে, আসন ভাগাভাগির একতরফা নির্বাচনে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটেনি। সিইসি'র মতো আমরাও মনে করি, আইনগতভাবে বৈধ হলেও এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। আগের দুটো বিতর্কিত নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশে যে অস্বাভাবিকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু এবারো জনগণের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপন এবং নির্বাচন নিয়ে সুজনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার লক্ষ্যে গতকাল অনলাইনে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে গিয়ে এসব কথা বলে সুজন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার তার বক্তব্যে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের পর দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৪ সালে দশম এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল একতরফা।

আর দ্বিতীয়টি অংশগ্রহণমূলক হলেও নির্বাচনের মাঠ ছিল ক্ষমতাসীনদের দখলে ও ফলাফল ছিল একতরফা। ফলে দুটো বিতর্কিত নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশে যে অস্বাভাবিকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু এবারো জনগণের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করায় কোন দল সরকার গঠন করবে তা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে নির্বাচনে অনেক দল অংশ না নেয়ায় সর্বজনীনতার শর্তটিও পূরণ হয়নি। নির্বাচনী আইনেরও যথাযথ অনুসরণ হয়নি। নির্বাচনে ব্যাপকভাবে আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনা ও সহিংসতা দৃশ্যমান হয়েছে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার বলেন, সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটি অভিনব বিষয় ছিল ক্ষমতাসীন দল থেকে বিপুল পরিমাণে স্বতন্ত্র ও ডামি প্রার্থী হওয়া। পরবর্তীতে এই স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং তার জোটসঙ্গীদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। সেকারণে বলা যায়, নির্বাচনে স্বতন্ত্রদের মধ্যে যারাই জয়লাভ করেছেন, তারা প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন দলের নেতা। তাই কিছু আসনে নৌকা প্রতীকের

পরাজয় কিংবা স্বতন্ত্রদের জয়ে ক্ষমতাসীনদের কোনো ক্ষতি হয়নি। মূলত কৃত্রিমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ সৃষ্টি করার জন্যই দলীয় নেতৃবৃন্দকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে সম্মতি প্রদানের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। ভোটের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ৩০০ আসনে গড়ে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। অথচ ভোটগ্রহণ চলাকালীন দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সাড়ে ১৮ শতাংশ ভোট পড়ে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ভোট পড়ে ৪ শতাংশ। এরপর বেলা তিনটা পর্যন্ত ২৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানিয়েছিল ইসি। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ভোট পড়ে ৩.৭৬ শতাংশ। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সংবাদ সম্মেলনে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল শুরুতে ২৮ শতাংশ ভোট পড়ার তথ্য জানায়, পরে তাকে পাশ থেকে একজন সংশোধন করে বলেন, সংখ্যাটি ৪০ শতাংশ হবে। সিইসি তখন ভোটের হার ৪০ শতাংশ হতে পারে বলে জানান। এই হিসাব অনুযায়ী ভোট গ্রহণের শেষ এক ঘণ্টাতেই ১৩ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। তবে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানান ইসি। এই হার অনুযায়ী ভোটগ্রহণের শেষ এক ঘণ্টাতেই ভোট পড়েছে ১৪ শতাংশের বেশি, যা বিস্ময়কর এবং সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না। সংস্থাটি আরও জানায়, নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ৩০০ আসনে প্রদত্ত ভোটের হার ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের বিপুলসংখ্যক ভোটার এই নির্বাচনে ভোট দেননি। বিপুল ভোটারের অনুপস্থিতির কারণে এই নির্বাচনকে প্রতিনিধিত্বশীল বা অংশগ্রহণমূলক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

quickbooks | FreeAgent | ClearBooks | xero

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টাঙ্গফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

স্বতন্ত্র এমপিদের গণভবনে আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সব স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যকে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা।

বুধবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, আগামী রোববার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় স্বতন্ত্র এমপিদের গণভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে তাদেরকে কী কারণে ডাকা হয়েছে, সেটি বলেননি তিনি।

গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ১০ জানুয়ারি সকালে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী ৬২ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয় পেয়েছে ২২২টি আসনে। তাদের শরিক বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল- পেয়েছে একটি করে আসন। আওয়ামী লীগের সমর্থনে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি জিতেছে একটি।

এবার ৪৬টি আসনে নৌকাকে হারতে হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে। এদের মধ্যে ৪৪ জনই আওয়ামী লীগ নেতা।

আগামী ৩০ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

স্মার্ট দেশ গড়তে সৎ, মানবিক ও নৈতিক মানুষ হতে হবে : দীপু মনি

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে স্মার্ট নাগরিক হতে হবে। আর স্মার্ট নাগরিক হতে হলে সৎ, মানবিক ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে।

বুধবার বিকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এথিকস ক্লাব বাংলাদেশের আয়োজনে ১৩তম নৈতিকতা দিবসের আলোচনা ও আদর্শ শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন দীপু মনি।

এথিকস ক্লাব বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী দিলারা আফরোজ খান রূপা অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন। উদ্বোধনী সংগীত ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ক্লাবের প্রধান নির্বাহী দিলারা আফরোজ খান রূপা। অনুষ্ঠানে ১৩তম নৈতিকতা দিবসের আলোচনা এবং প্রয়াত উপদেষ্টাদের স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দীপু মনি বলেন, ২৫ জানুয়ারি জাতীয়ভাবে নৈতিকতা দিবস পালনের যে দাবি জানিয়েছে এথিকস ক্লাব সেটি আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব। নিজের কাজটুকু ভালোভাবে করতে পারলে আমরা আরও উন্নত মানুষ হব। এথিকস ক্লাব বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে নৈতিকতা দিবস পালন করে আসছে এবং আদর্শ শিক্ষকদের সম্মাননা দিচ্ছে। এর মাধ্যমে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদর্শ শিক্ষকদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই। শিক্ষকদের আদর্শ দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

শিক্ষা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় 'আদর্শ শিক্ষক' সম্মাননা পান দেশের ১০ জন শিক্ষক। সম্মাননা পাওয়া শিক্ষকরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুন নবী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অনুপম সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক কায়সার হামিদুল হক ও

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, রাঙ্গামাটির নারায়ন গিরি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মু. নুরল মোস্তফা চৌধুরী, দিনাজপুর সঙ্গীত কলেজের শিক্ষক গনেশ সরেন, সিরাজগঞ্জের রামকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক চমন আরাস্তা শিউলী, বান্দরবানের মেঘলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন।

ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুন নবী বলেন, আমি ৬৪ সাল থেকে শিক্ষকতা করছি। নীতির সাথে নৈতিকতা জরুরি। সরাসরি সব কথা বলা যায় না। এজন্য কার্টুন বেছে নিয়েছিলাম। শিশু কার্টুনের মাধ্যমে নীতি নৈতিকতা বলেছি।

এথিকস ক্লাব বাংলাদেশের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা এম ই চৌধুরী শামীম বলেন, আমরা ১৩ বছর ধরে নিজেদের উদ্যোগে নৈতিকতা দিবস পালন করে আসছি। সারাদেশে ২০০টিরও বেশি এথিকস ক্লাব রয়েছে। আমরা ২৫ জানুয়ারি দিনটিকে জাতীয় নৈতিকতা দিবসের দাবি জানিয়ে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। আজ আবারও সেই দাবি জানাচ্ছি। জাতীয় নৈতিকতা দিবস পালন করতে সরকারের কোনো অতিরিক্ত বাজেট লাগবে না, শুধু একটি প্রজ্ঞাপন দরকার। সারা দেশে জাতীয়ভাবে নৈতিকতা দিবস পালিত হলে শিশুরা প্রথম শ্রেণি থেকে নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে। এর মাধ্যমে তারা নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবেন।

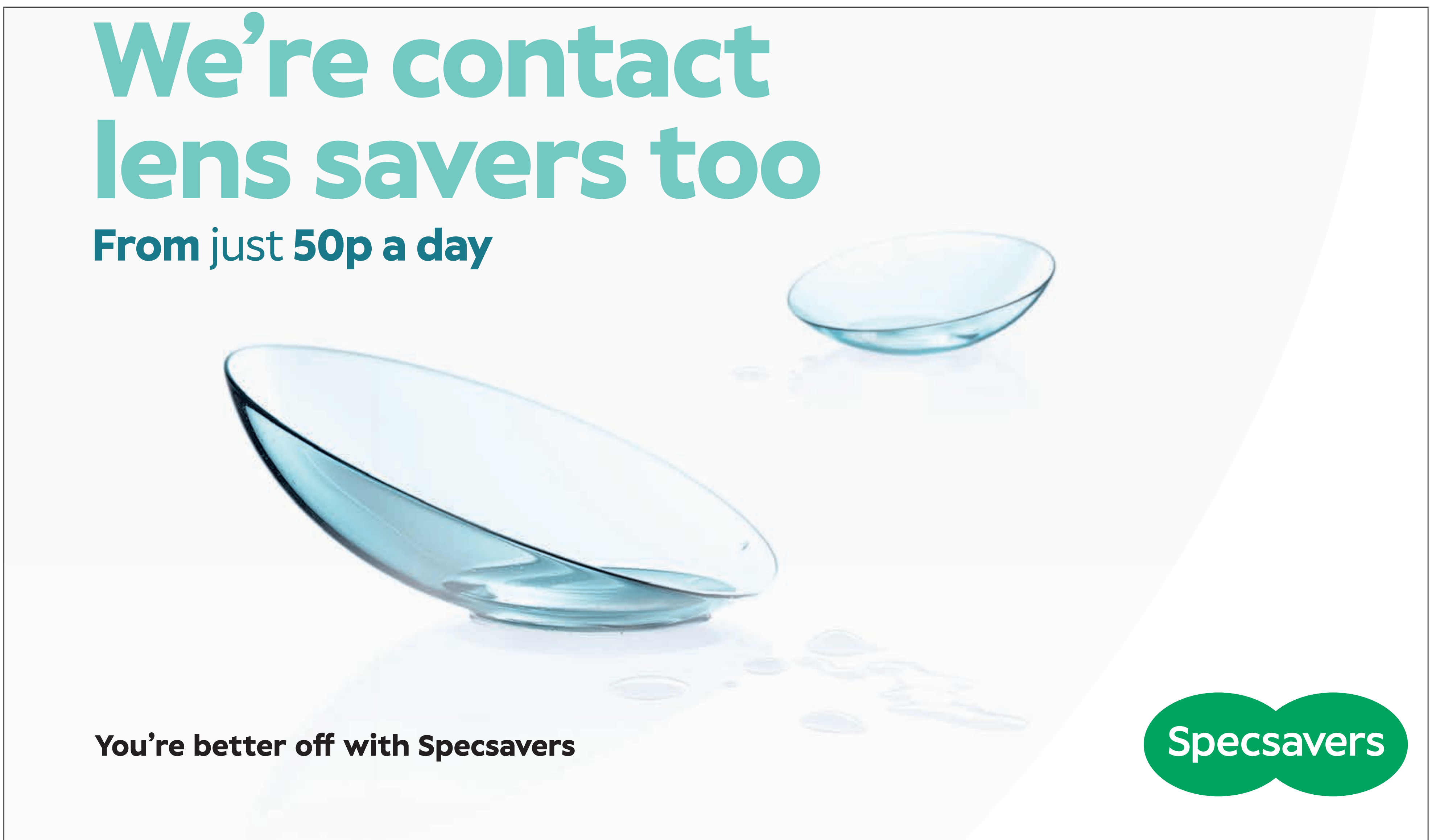

easyvision Clarision Sphere lenses only, sold in a box of 30 lenses for £7.50. Subject to suitability. Terms and conditions apply. Visit specsavers.co.uk/contact-lenses

প্রধানমন্ত্রীকে রীতি অনুযায়ী চিঠি দিয়েছেন মহাসচিব

বাংলাদেশ ইস্যুতে অবস্থানের পরিবর্তন করেনি জাতিসংঘ

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে জাতিসংঘের ঘোষিত অবস্থানে একটুও পরিবর্তন আসেনি। এমনটাই সোমবার ফের জানালেন মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। নবনির্বাচিত সরকারকে পথ পালটে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি

বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি নবায়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক। ৭ই জানুয়ারির বহুল আলোচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন দীর্ঘ এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের এমন অবস্থান রীতিমতো শোরগোল ফেলেছিলো দেশের রাজনীতি এবং কূটনৈতিক অঙ্গনে। ভলকার তুর্কের সেই বিবৃতিকে ভোট প্রশ্নে জাতিসংঘ তথা পশ্চিমা দুনিয়ার পর্যবেক্ষণ হিসেবে দেখা হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার তথা ভিন্নমত দমনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান খোলাসা করেই তার বিবৃতিতে বলেন- সহিংসতা এবং বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের দমন-পীড়নের ফলে ৭ই জানুয়ারির ভোটের পরিবেশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভোটকে ঘিরে যা ঘটেছে তার তদন্ত দাবি করে জাতিসংঘ।

কিন্তু সেই বিবৃতি নিয়ে আলোচনা চলমান থাকা অবস্থায় গত সপ্তাহে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতেরেজ। প্রশ্ন উঠে তাহলে কি নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘ তার আগের বক্তব্য এবং অবস্থান থেকে সরে গেলো? এ নিয়ে সোমবার নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জাস্ট নিউজ সম্পাদক ও জাতিসংঘ স্থায়ী সংবাদদাতা মুশফিকুল ফজল আনসারী। জবাবে ডুজারিক বলেন, ‘না।

তিনি (মহাসচিব) একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে পুনর্নির্বাচিত হলে মহাসচিব যেভাবে চিঠি পাঠান, এটা তেমনিভাবে পাঠানো হয়েছে।’

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ’এই পোডিয়াম থেকে জাতিসংঘের তরফে যা বলা হয়েছে এবং মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার যা বলেছেন, সেই অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।’

পরিবেশ ও বন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বললেন

১০০ দিনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ঢাকার ৫০০ ইটভাটা

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : বায়ু দূষণ কমাতে আগামী ১০০ দিনে রাজধানীর আশপাশের পাঁচশ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী।

বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে নিজের দপ্তরে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাসদুপুইর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

সাবের বলেন, “এরই মধ্যে আমরা ঢাকার আশপাশের অবৈধ ইটভাটাগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছি। এতে পুরো সমস্যার সমাধান হবে না। ঢাকা শহরে সিমেন্ট-বালি পরিবহন, নির্মাণকাজ ঢেকে রাখার নিয়ম আছে। এজন্যও সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা কাজটা করতে চাই।”

কতগুলো অবৈধ ইটভাটা আছে বা কতগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, “আদালতের হিসেবে ২ হাজারের মতো অবৈধ ইটভাটা রয়েছে। আমরা প্রথমে ঢাকার আশপাশে স্থায়ী চিমনিগুলো চি□ত করছি।

“ঢাকার চারপাশে ১ হাজার অবৈধ ইটভাটা রয়েছে? ১০০ দিনের কর্মসূচিতে দিনে গড়ে তিন থেকে চারটি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেব। অর্থাৎ ১০০ কর্মদিবসে

লক্ষ্য হচ্ছে ৫০০ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া।”

দেশে ইটের সব ভাটা বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও বলেন সাবের চৌধুরী। তিনি বলেন, “আমরা চাই না এ ধরনের ইটভাটা থাকুক। ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ইট নিয়েও ভাবতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে।

“আমাদের বার্তা হচ্ছে, কোনো ধরনের অবৈধ ইটভাটা রাখতে চাচ্ছি না।”

বায়ু দূষণের উৎসগুলো চিহ্নিত করেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, “উৎস কী সেটা না জানলে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। আরেকটা বিষয় হলো বায়ুর মান যখন খারাপ পর্যায়ে চলে যায় তখন আমরা একটা অ্যালার্ট ইস্যু করতে চাই।

“জনসাধারণকে বলতে চাই আজকে আমাদের বায়ুর যে মান আছে সেটা স্বাস্থ্যের জন্য প্রচণ্ড ঝুঁকির। সুতরাং তাদের যদি জরুরি কাজ না থাকে তাহলে যেন ঘরের বাইরে না যায়। এছাড়া ডব্লিউএইচও বলছে মাস্ক পরতে হবে। এখন সরকারের পক্ষ থেকে একটা ঘোষণা এটা আমাদের দায়িত্ব।”

ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাতের সময় দূতাবাসের ফার্স্ট কাউন্সেলর এবং ডেপুটি হেড অব মিশন গুইলাম অড্রেন ডি কেরড্রেল, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জুলিয়েন দেউর, বাংলাদেশে এএফডি কান্ট্রি ডিরেক্টরের ডেপুটি সিসিলিয়া কর্টেসও উপস্থিত ছিলেন।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA | T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016 | www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

গণতন্ত্রের পক্ষে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন: গয়েশ্বর

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের যে স্বপ্ন ছিল ইস্পাত কঠিন জাতীয় ঐক্য; তার যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ইতোমধ্যে তা প্রমাণ করেছেন। লুটেরা-দুর্নীতিবাজ-ষড়যন্ত্রকারী ৫ ভাগ মানুষ মাত্র একদিকে। আর আমাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৯৫ ভাগ মানুষ ঐক্য গড়েছেন। এই ইস্পাত কঠিন জাতীয় ঐক্য স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার পূর্বশর্ত।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে গয়েশ্বর বলেন, আসুন এখন সাহস করে আমরা আমাদের যথার্থ কাজটা অব্যাহত রাখি। তাহলে সময়টা স্বল্প হয়ে যাবে, বেশি হওয়ার কারণ নেই।

বুধবার বিকালে গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল-পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ দোয়া মাহফিল হয়।

ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আরও অংশ নেন- স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান, বিএনপি চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এবিএম আবদুস সাত্তার, বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু, কেন্দ্রীয় রিয়াজ উদ্দিন নসু, বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

ড. ইউনূসকে হয়রানি বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন ১২ সিনেটরের চিঠি

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ১২ জন সিনেটর। তারা হলেন- সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ হুইপ ইলিনয়ের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর ডিক ডারবিন, ইন্ডিয়ানা রাজ্যের রিপাবলিকান সিনেটর টড ইয়াং, নর্দার্ন ভার্জিনিয়ার ডেমোক্রেট সিনেটর টিম কেইন, আলাস্কা রাজ্যের রিপাবলিকান সিনেটর ড্যান সুলিভান,অরিগন রাজ্যের ডেমোক্রেট সিনেটর জেফ মার্কলি, নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডেমোক্রেট সিনেটর জেন শাহিন, ম্যাচাচুসেটসের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর এড মার্কি, ওহাইও রাজ্যের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর শেরোড ব্রাউন, ভারমন্ট রাজ্যের ডেমোক্রেট সিনেটর পিটার ওয়েলস, রোডস আইল্যান্ডের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর শেলডন হোয়াইটহাউস, অরিগনের ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর রন উয়াইডেন এবং নিউজার্সির ডেমোক্রেট সিনেটর কোরি বুকার। তারা যৌথভাবে স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে। তাতে প্রফেসর ইউনূসকে বিদ্যমান হয়রানি বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে সরকারের সমালোচকদের টার্গেট করে বিচার ব্যবস্থার যে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বিস্তৃতভাবে সেই ধারা বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

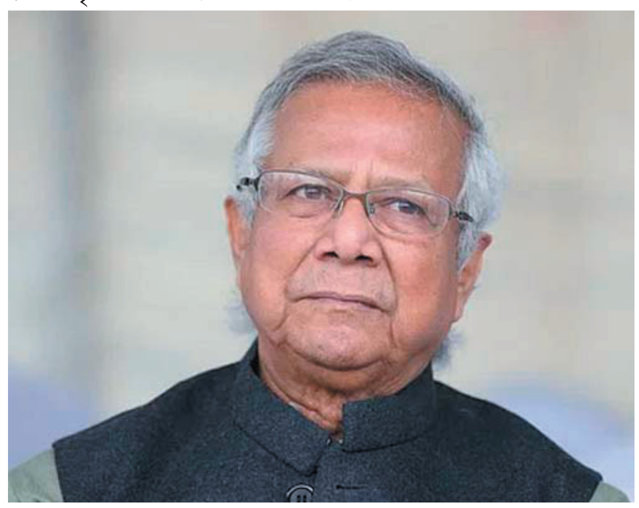

এতে আরও বলা হয়েছে, কমপক্ষে এক দশক ধরে বাংলাদেশে কমপক্ষে ১৫০টি অপ্রমাণিত বিষয়ে মামলা করা হয়েছে প্রফেসর ইউনূসের বিরুদ্ধে। চিঠির এই বিষয়বস্তু প্রকাশ হয়েছে ডিক ডারবিনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।

চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা লিখেছেন, প্রফেসর ইউনূসের বিরুদ্ধে এসব মামলায় প্রক্রিয়াগত ত্রুটির বিষয় তুলে ধরেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলো। এমন বিচারে প্রফেসর ইউনূসকে সম্প্রতি শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য ৬ মাসের জেল দেয়া হয়েছে, যার বিরুদ্ধে তিনি আপিল করছেন। স্বনামধন্য এসব সংস্থার যুক্তি ফৌজদারি কার্যপদ্ধতিতে যে গতি এবং বার বার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিচারিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। তারা বলেছেন, বার বার এবং নিরন্তর ইউনূসকে হয়রানি এটাই প্রতিফলিত করে যে, বাংলাদেশের বহু নাগরিক সমাজের সদস্যরা ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি।

প্রফেসর ইউনূসের বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিতে তাকে ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজাত কংগ্রেসনাল গো মেডেল পুরস্কার দেয়ার প্রচেষ্টায় ডিক ডারবিন মার্কিন কংগ্রেসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে যুক্তরাষ্ট্র।

এই সম্পর্কে আছে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় এবং অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ে বহুজাতিক সহযোগিতা। প্রফেসর ইউনূসের হয়রানি বন্ধ করে এবং অন্যদেরকে সরকারের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। অন্য যেসব দেশে গণতন্ত্রের বাধা আছে, মুক্ত মত প্রকাশে বাধা আছে তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে কথা বলে যাচ্ছেন ডিক ডারবিন। সম্প্রতি তিনি রাশিয়া, বেলারুশ, আলজেরিয়া, কম্বোডিয়া এবং গুয়াতেমালা থেকে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করার আহ্বান জানান সিনেটে।

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT; RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED; MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON; 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON; 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT; RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED; MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON; 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON; 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT; RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED; MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON; 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON; 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
42-4'24

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন
মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।
Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission
Charity Commission Authority Charity No: 1125118
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন। বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহায্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education
Uk Bank Account: Madinatul Uloom Welfare Trust, Natwest Bank, Ac No: 10472649, Sort Code: 60-02-63
Uk Bank Account: Madinatul Uloom Welfare Trust, HSBC BANK, Ac No: 41538829, Sort Code: 40-02-33
স্থাপিত: ২০০৩

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে
আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয় কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া
কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়া করার ব্যবস্থা রয়েছে
Printing | Wedding | Catering Services
Office Adress: 7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk M: 07484639461
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

ST42

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোষহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

রাজনৈতিক মামলা
আটক নেতা-কর্মীদের মুক্তি দেওয়া হোক

৭ জানুয়ারির আগের ও পরের রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময়ে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জনের কর্মসূচি নিয়েছিল। তাদের সেই কর্মসূচিতে যাতে নির্বাচন বানচাল না হয়ে যায়, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে নির্বিচার আটক করা। এ ক্ষেত্রে সরকারের হাতে প্রধান বর্ম ছিল 'নাশকতা' ও নির্বাচনবিরোধী তৎপরতা।

এসব মামলার আইনি ভিত খুব জোরালো নয়। অনেক ক্ষেত্রে নেতা-কর্মীদের আটক করার পর মামলা দেওয়া হয়েছে কিংবা পুরোনো মামলায় তাঁদের যুক্ত করা হয়েছে। আবার কোথাও ঘটনা ঘটতে পারে, এই ধারণা থেকেও তাঁদের আটক করা হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগেও গায়েবি মামলার হিড়িক পড়েছিল।

২২ জানুয়ারি প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের তিন মাসে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানায় বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ২৩৪টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় নাম উল্লেখ করে আসামি করা হয় সাড়ে পাঁচ হাজার নেতা-কর্মীকে। বেশির ভাগ মামলার বাদীও পুলিশ।

বিএনপির দলীয় সূত্র বলছে, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে চলতি জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সারা দেশে তাদের ২৭ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ অক্টোবর নয়াপলটনে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনায় ঢাকার বিভিন্ন থানায় মামলা হয় ৩৬টি। এসব মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য মির্জা আব্বাস, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ দলটির বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরের নেতা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।

বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে ২৮ অক্টোবর যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে, তা অগ্রহণযোগ্য। সেই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাসচিবসহ বিএনপির হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে কারাগারে আটক রাখার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। প্রকৃত অপরাধীদের ধরে বিচারে সোপর্দ করা আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের আটক করা এক কথা নয়।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবতার মিল কতখানি? বিএনপি নেতাদের দাবি, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপির নেতা-কর্মীদের রাজনীতির মাঠ থেকে বিতাড়িত করতে সরকার একের পর এক মামলা ও গ্রেপ্তার করেছে। যাঁরা এখন রাজনৈতিক মামলার পক্ষে আইনের দোহাই দিচ্ছেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অভিযোগকে স্বতঃসিদ্ধ বলে দাবি করছেন, তাঁরাও বিরোধী দলে থাকতে একইভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

একটি দলের মহাসচিব হুকুম দিয়ে সমাবেশ পণ্ড করতে পুলিশের ওপর হামলা চালানোর নির্দেশ দেবেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সরকারের অভিযোগ, বিএনপির নেতৃত্ব নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নির্বাচন তো হয়ে গেছে। নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। নতুন সংসদের অধিবেশনও বসতে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে যেসব নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ নেই, তাঁদের কেন আটক রাখা হবে?

সরকারের নীতিনির্ধারকদের মুখ থেকেও নতুন সরকারের সামনে রাজনৈতিক, বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কথা শোনা গেছে। পশ্চিমের যেসব দেশ নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তারাও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিয়ে সরকার অন্তত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো রাহুমুক্ত করার দায়িত্ব কে নেবে?

এ কে এম শাহনাওয়াজ

এগারো শতকের মাঝপর্ব থেকে শুরু করে বারো শতকজুড়ে বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক থেকে আসা ব্রাহ্মণ সেন শাসকরা। বৌদ্ধ পাল রাজাদের অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে এসেছিলেন সেনরা। শেষ দিকের পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে তারা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাংলার রাজক্ষমতা কেড়ে নেন। অন্যায়ভাবে রাজসিংহাসন দখল করায় শুরু থেকেই শাসকরা ভীত ছিলেন গণমানুষকে নিয়ে। প্রতিবাদী বাঙালি প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিনা এ দুশ্চিন্তা তাদের পেয়ে বসে। বাঙালিকে হীনবল করে দেওয়ার জন্য সমাজকে চার বর্ণে বিভাজন করে ফেলেন। সাধারণ বাঙালিকে কোণঠাসা করে ফেলেন শূদ্র অভিধা দিয়ে। সব ধরনের অধিকারবঞ্চিত করেন শূদ্রদের। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করেও স্বস্তি পাননি শাসকগোষ্ঠী। বুঝেছিলেন গৌরবময় ঐতিহ্য থেকেই প্রতিবাদের শক্তি খুঁজে নেবে বাঙালি। তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে শিক্ষাবিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন সেন রাজারা। প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থ পাঠ শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয় বিধিনিষেধ। চতুষপাঠী ও উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র টোলে শূদ্রের অধিকার নিষিদ্ধ হয়। অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন জাতিকে। এভাবে অন্ধত্বের পর্দা টানিয়ে নিশ্চিন্তে শাসন করতে চেয়েছিলেন শাসকরা। কিন্তু এতে করে শেষ রক্ষা হয়নি। বিক্ষুব্ধ বাঙালি বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি নিজ ধর্মের শাসকদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

অতঃপর সুলতানি ও মোগল শাসন মিলিয়ে প্রায় ছয়শ বছর মুসলমান শাসন অব্যাহত ছিল। এ বিদেশি শাসকরা কর্ম ভূমিকায় যেন এদেশি হয়ে গিয়েছিলেন। সবার জন্য শিক্ষা গ্রহণ অবারিত করে দিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক অধিকারও ফিরে পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। শিক্ষা অবারিত ছিল বলেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে মধ্যযুগে। দেশের সমৃদ্ধিও উচ্চতায় ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসন যুগেও বাঙালি শিক্ষার অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। কিন্তু নতুন করে সংকট তৈরি হয় পাকিস্তানি শাসকদের সময়। শোষক চরিত্র থাকায় পশ্চিমা শাসকরা বাঙালিকে ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। তাই চেয়েছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চা বিচ্ছিন্ন করতে। বাংলা বাতিল করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল এ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। একই ধারাবাহিকতায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন করার নানা কূটকৌশল আরোপ করতে চেয়েছে। প্রতিবাদ করেছে বাংলার মানুষ। ভাষা আন্দোলন ছিল এরই বহিঃপ্রকাশ।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের শাসকরা ভিনদেশি না হয়েও নিজেদের শাসন নিষ্কণ্টক রাখতে বাঙালিকে ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছে যেন। তাই নানামুখী শিক্ষা বহাল রেখে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যচর্চাকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাবানরা নিজ সন্তানদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে দেশের শিক্ষাকাঠামো দুর্বল করেছে ক্রমাগত। গোলমেলে কারিকুলাম চাপিয়ে দিতে চেয়েছে বারবার। রাজনীতি চর্চার নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমে দুর্বল করে ফেলতে চেয়েছে। ফলে একটি লাগসই শিক্ষানীতি কার্যকর হয়নি এ দেশে। নানা নিরীক্ষায় আমাদের শিক্ষা কাঠামো ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর ব্যবস্থাপনা। সবকিছু রাজনীতি দিয়ে দেখতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গন বিপজ্জনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক শক্তির আখড়া বানাতে গিয়ে আমলাতন্ত্রকে যেমন দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলা হয়েছে, তেমনি অপরাজনীতির ক্ষেত্রভূমি বানিয়ে ক্যাম্পাসগুলোকে করে ফেলা হয়েছে অস্থিতিশীল। দলীয়করণের অশুভ ছকে দুর্বল হয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন। দলীয় শিক্ষকরাজনীতি যুক্তি-বুদ্ধির আবহ নষ্ট করে ফেলেছে। বড়দাগে বললে গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে ছাত্ররাজনীতি আর দলীয় শিক্ষকরাজনীতি আদর্শের ঐতিহ্য ভুলে পথহারা হয়ে পড়েছে। স্ব স্ব দলের নেতারাও আর ঐতিহ্যের সন্ধান দেননি। বরং চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী আর নিজেদের লাঠিয়াল বানানোটাই লাভজনক মনে করেছেন। অনেক সময় এদের স্থানীয় পরামর্শক হয়ে যাচ্ছেন দলীয় রাজনীতির কোনো কোনো শিক্ষক। মেধা আর গুণবিচার অচেনা হয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পাসে। উপাচার্য নিয়োগ থেকে শিক্ষক নিয়োগ সব ক্ষেত্রেই দলীয় পরিচয় আর অর্থ পরিচয় প্রধান হয়ে যাচ্ছে। এসব কিছুর কুপ্রভাব ম্রিয়মাণ করে ফেলেছে সামগ্রিক শিক্ষাযাত্রা।

বিধি যেভাবেই থাকুক, বেশিরভাগ স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচিত হন সংশ্লিষ্ট এলাকার এমপি সাহেবদের ইচ্ছাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভাপতি হন এমপি সাহেবদের স্নেহভাজন কেউ, যাদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকা বেমানান। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে শিক্ষিত সভাপতি হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার অভিজ্ঞতা নেই। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা থাকলে তাদের কাছ থেকে যথার্থ দিকনির্দেশনা পাওয়া যেত। আমার এক সহকর্মী আক্ষেপ করে বললেন, 'আমাদের উত্তরবঙ্গে হাতেগোনা দু-চারটে নামি বেসরকারি স্কুলের একটির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এমপি সাহেবের কাছের একজন তালবেলেম। রাজনীতিতে যুক্ত থাকা ছাড়া তার আর কোনো যোগ্যতা নেই। স্কুলের গণ্ডি না পেরোনো এ ভদ্রলোক মাঝে মাঝে স্কুলে এসে হেডমাস্টার সাহেবের চেয়ারে বসে শিক্ষকদের ওপর নানা হম্বিতম্বি করে চলে যান। ঠিকমতো ক্লাসপরীক্ষা হচ্ছে কিনা, পরীক্ষার ফল কতটা ভালো হচ্ছে বা হচ্ছে না, এসব তদারকির চিন্তা তার নেই। অথচ এ স্কুলের সাবেক ছাত্র অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার যথেষ্ট যোগ্যতা তাদের রয়েছে। কিন্তু তাদের কথা কখনো মনে করেন না এমপি সাহেবরা।' আমরা মনে করি এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন রাজনীতির নামাবরণে আস্তাকুঁড়ে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে তরুণ-তরুণীরা বেরোচ্ছে, তাদের অনেকেরই কর্মসংস্থানের পথ মসৃণ নয়। এ অবস্থায় শুনতে পাই জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হবে। এর মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক যাত্রা শুরুও হয়েছে। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে খুঁজে খুঁজে দলীয় অধ্যাপক বের করে বা তদবিরে উপাচার্যও নিয়োগ হয়ে গেছে। এখনো প্রশাসনিক এবং একাডেমিক বিলডিং তৈরি হয়নি। কাছের কোনো কলেজে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়াবেন, কী পড়াবেন তা নিয়ে সচেতন মহল চিন্তিত আছেন। আর এতসব ডিগ্রিধারীদেরই বা কী উপায় হবে সে এক বড় প্রশ্ন। অনেক বছর আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক সরকারি কলেজে কোনো কোনো বিষয়ে অনার্স খোলা হয়েছিল। নানা অব্যবস্থাপনায় এসবের করুণ দশা নিয়ে বেশ আলোচনা রয়েছে। এর মধ্যে আবার রাজনৈতিক প্রয়োজনে জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ খোলারও হুজুগ চলছে। এখানে দক্ষ শিক্ষক কোথায় মিলবে! চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কতটা করা সম্ভব, এসব বিবেচনায় রাখা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।

বাস্তবতার নিরিখে আমাদের মনে হয় নতুন শিক্ষামন্ত্রীর সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তিনি ছাত্ররাজনীতি সংশ্লিষ্ট মানুষ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির সম্যক খবর দেশবাসী জানে। বর্তমান সময়ে তো ছাত্ররাজনীতির ভয়ংকর চিত্র ক্যাম্পাসবাসী আর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করেন। তাই অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার ধারকর্জ করে, জমি বিক্রি করেও সন্তানকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ১৯৯০-এর পর থেকে ছাত্ররাজনীতি অনেক বেশি দুর্বিনীত হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে ক্ষমতা আর সুযোগপিয়াসী শিক্ষকদের অংশ দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত ছাত্রদের শক্তি জোগাতে থাকেন। এখন তো ক্যাম্পাসবাসী বিশ্বাস করেন হলে প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর থাকলেও হল প্রশাসন চলে ছাত্রলীগ নেতাদের হুকুমে। নির্মাণকাজে অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা নাকি প্রশাসনই করে দিতে বাধ্য থাকে। শিক্ষক থেকে কর্মচারী নিয়োগে বড় অঙ্কের টাকা লেনদেন হয় অনেকটা প্রকাশ্যেই। দলীয় পরিচয়ে নিয়োগ পাওয়া অনেক শিক্ষকই নাকি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে সময় দিতে গিয়ে শিক্ষা ও গবেষণা করার তেমন সময় পান না। এমন বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমে নিস্প্রভ হয়ে পড়ছে।

অথচ গত শতকের আশির দশকেও এমন পরিবেশ ছিল না। সে সময় ছাত্ররাজনীতি তেমন আসুরিক অবস্থায় ছিল না। মেধার বিচারেই শিক্ষক নিয়োজিত হতেন। সর্বজনবিদিত শিক্ষাবিদ পণ্ডিত অধ্যাপকরা উপাচার্য হতেন। ১৯৮৪ সালে আমার শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার গল্প শুনে এ সময়ের তরুণ শিক্ষক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকেন। আমার সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী স্যার। ছাত্র নেতাদের সে সময় পূর্বানুমতি নিয়ে ভিসির সঙ্গে দেখা করতে হতো। সে সময় শিক্ষক হওয়ার যোগ্য মেধাবী ছাত্রদের মনে মনে শিক্ষক হিসাবে নির্বাচন করে রাখতেন বিভাগের মুক্তমনা শিক্ষকরাই। আমি অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করি। বিভাগে পদ না থাকায় বিজ্ঞাপন হচ্ছিল না। এ সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। আমার শিক্ষক বিভাগের সভাপতি ভিসি স্যারের কাছে এ সংবাদটি নিয়ে যান। সিদ্দিকী স্যার শুনেই আমাকে আটকে দিলেন। একটি এডহক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। অচিরেই মঞ্জুরি কমিশন থেকে পদ সৃষ্টি করে আমার নিয়োগ স্থায়ী করেছিলেন। এজন্য আমার কারও কাছে ধরনা দিতে হয়নি, তদবির করতে হয়নি। এমনই ছিল সে সময়ের বাস্তবতা।

আজ ক্ষমতাবান সরকারযন্ত্র নিজ রাজনীতির শক্তিকেন্দ্র তৈরি করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক সৌন্দর্যে কালিমা লেপন করছে প্রতিদিন। এ সুযোগে শক্তি সঞ্চয় করছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কয়েকটি প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে নানামুখী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করছে। বিশ্ব র‌্যাংকিংয়ে উঠে যাচ্ছে অনেকটা উচ্চতায়। যেহেতু শিক্ষার চেয়ে নষ্ট রাজনীতির গ্রাস বড় হয়ে যাচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, তাই ক্রমে মানুষের আশ্বাসের জায়গা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এমন দুর্দশা কি কারও কাম্য? অনেক হারিয়েছি আমরা। আর হারাতে চাই না। নষ্ট রাজনীতির ঘেরাটোপে না থেকে সরকারকেই ভাবতে হবে ক্যাম্পাসে কীভাবে শোভন, সুন্দর একাডেমিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যায়। আমরা প্রতিদিনই রাহুমুক্তি ঘটিয়ে তেমন সুন্দর সকালের জন্য অপেক্ষা করি।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট সিটি ক্লাবের ১৩তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

খালেদ মাসুদ রনি: সিলেট সিটি ক্লাবের ১৩তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে। গত ২২ জানুয়ারি সোমবার রাতে লন্ডনের একটি হলে সংগঠনের বর্ষপূর্তি পালন করা হয়। এতে সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন আবুল হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি আবু বক্কর ফয়েজি সুমন।

সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল বাসিত তপু। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি সাবুল আহমেদ, সাবেক সভাপতি জাকির আহমেদ, ট্রেজারার আব্দুল্লাহ রহিম বাপন, সিনিয়র সহ-সভাপতি সেলিম হোসেন, সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম মামুন, শিফার আহমদ বাবলা, সালেহ গজনবী, আসিকুর রহমান পাপ্পু, আশরাফ গাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিনুর রহমান রুবেল, আমির খছরু, আব্দুল কাদির সামছু, এলাহি বক্স এনাম, নাছিম ছৌধুরী, জহির উদ্দিন লাকি, মিজান আহমদ, সুজাত আহমদ, তপু শেখ, সায়িদ সুহেল, সালাউদ্দিন মামুন, মহান চৌধুরী, শাহনাজ, সেলিম আহমদ, আহাদ চৌধুরী বাবু, শাহিন মস্তফা, জাবেদ ইকবাল, জাকির হোসেন, রহিম বেগ, সামছুজ্জামান সাবুল, সাহিন সাই, জিয়ার আহমদ, মাসুক আহমদ, দেলোওয়ার হোসেন, আং রাজ্জাক, মজিবুল হক মনি, আশরাফুল ইসলাম, শাহিন সরদার, দীপন উদ্দিন, বিসিএর সাবেক সভাপতি এম এ মুনিম ওবিই। শেষে ১৩ তম বর্ষপূর্তির কেক কেটে আনন্দ উল্লাস করেন সদস্যরা। পরে গান পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আসা শিল্পী বৃথি ও লন্ডনের শিল্পী রাসেল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশী-পর্তুগীজ ওয়ালফেয়ার অর্গানাইজেশনের অভিষেক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশী পর্তুগীজ ওয়ালফেয়ার অরগানাইজেশন ইউকের অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। গত ৬ জানুয়ারী শনিবার বিকাল ৫টায় পূর্ব লন্ডনের এক হলে বাংলাদেশী এই অনুষ্ঠানের আয়জন করা হয় ।

এতে সংগঠনের সভাপতি আবু জাফরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. লুৎফর রহমান ও সহসভাপতি মোঃ নিজাম উদ্দিনের যৌথ উপস্থাপনায় পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন আবুল হোসেন। এসময় সমবেতকণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইউম তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন এনফিলড কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মো. আমিরুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আব্দুল মান্নান নজরুল, কাউন্সিলর বেলাল আহমেদ, মোঃ হাবিবুর রহমান খোকন, আব্দুল কাইয়ুম, মোঃ হাফিজুর রহমান মুন্না, মোঃ শামীম, মোঃ শেখ ফরিদ, মোঃ আলমগীর, মোঃ মিরাজ, মোঃ টুটুল, মোঃ ফিরোজ, মোঃ আফজাল, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলী, মোঃ মামুন, নুরুল ইসলাম সেন্টু, রুমা জাফর। এছাড়া অনুষ্ঠানে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগালের ও স্থানীয় কমিনিটির মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির সভাপতি আবু জাফর, সাধারণ সম্পাদক মোঃ লুতফর রহমান ও সহ সভাপতি মোঃ নিজাম উদ্দিন, সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান খোকন, কোষাধ্যক্ষ পিয়ার মাহমুদ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শাহিনসহ কমিটির ৩১ সদস্য ঘোষণা ও সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেন আহবায়ক কমিটির আহবায়ক মোঃ নিজাম উদ্দিন।

অনুষ্ঠান শেষে জসিম হাওলাদার, হারুন মহিউদ্দিন, মোঃ শাহিন, মোঃ শাফি ও আতিকুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে শিশুদের চিত্রাঅংকন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে পিয়ার মাহমুদ খান পাপ্পুর উপাস্পনায় সঙ্গীত শিল্পী মোঃ হেলাল ,তাজনিন তন্নি , জিএস রাসেল ও বাউল শহিদ , উদীচি শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় আনন্দে মেতে উঠেন সবাই। সব শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী লন্ডনে খতমে কুরআন, মিলাদ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারি বাদ এশা পূর্ব লন্ডনে ব্রিকলেন জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এতে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি, প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি, যুক্তরাজ্য বিএনপির জোনাল কমিটি, অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দোয়া মাহফিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক আগত সকল নেতৃবৃন্দ ও মুসল্লিদের ধন্যবাদ জানিয়ে জিয়া পরিবার সহ বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল নির্যাতিত মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য দোয়া কামনা করেন।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা সহ বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য মহান আল্লাহ্‌? রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া কামনা করা হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমামবৃন্দ।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বিএনপি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার সাবেক ডেপুটি মেয়র অহিদ আহমেদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহসভাপতি তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, গুলজার আহমেদ, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ডক্টর মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), আজমল চৌধুরী জাবেদ, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমেদ চৌধুরী, সেলিম আহমেদ (সহ দপ্তরের দায়িত্বে), কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (সহসভাপতি পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, যুক্তরাজ্য আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান, জাসাসের সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, জাসাস ইউরোপের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, যুবদলের কেন্দ্রীয় সদস্য বাবর চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সদস্য এ জে লিমন, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম লিটন, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট লিয়াকত আলী, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইমতিয়াজ এনাম তানিম, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আখতার মাহমুদ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক কামাল মিয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস শহিদ, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার শামছুজ্জোহা, স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, সহ প্রচার সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক তৌকির শাহ, সহ প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য শরীফ উদ্দিন ভূঁইয়া বাবু, জাহাঙ্গীর হোসেন, নাজমুল হোসেন চৌধুরী, আইনজীবী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট আবুল হাসনাত, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক নেতা আব্দুস সালাম আজাদ, তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমেদ, ব্যারিস্টার মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল, শফিকুল ইসলাম তুহিন, মবিন ভুইয়া কাজল, আবু ইউসুফ তালুকদার, দুদু মিয়া, বাচ্চু মিয়া, মোঃ শরিফুল ইসলাম, শেরওয়ান আলী, হালিমুল ইসলাম হালিম, ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, মোহাম্মদ মিনহাজুল আবেদিন রাজা, রফিক আহমদ, মোঃ কামরুল হাসান ভূঁইয়া, নিউহাম বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল করিম নিপু, যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হক রাজ, সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাসিত, বাকি বিল্লাহ জালাল, আক্তার হোসেন শাহিন, সৈয়দ মামুন আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আতাউর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক আজিম উদ্দিন, সৈয়দ রাকিব, মোঃ আনিসুর হক, আহসানুল আম্বিয়া শোভন, মোঃ ফয়েজ উল্লাহ, মোঃ আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল প্রমুখ।

-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি
হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848
সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)
1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

ঘাতক নির্মূল কমিটির ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

যুক্তরাজ্যে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম প্রতিষ্ঠিত একাত্তরের ঘাতক নির্মূল কমিটির ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, এই সংগঠনটি গঠন করে বিরূপ ও বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করে নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের বেদনা ও গৌরবের বাস্তবতা পুনরায় দৃশ্যমান করে তুলেছিলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও তাঁর আন্দোলন সহকর্মীরা।

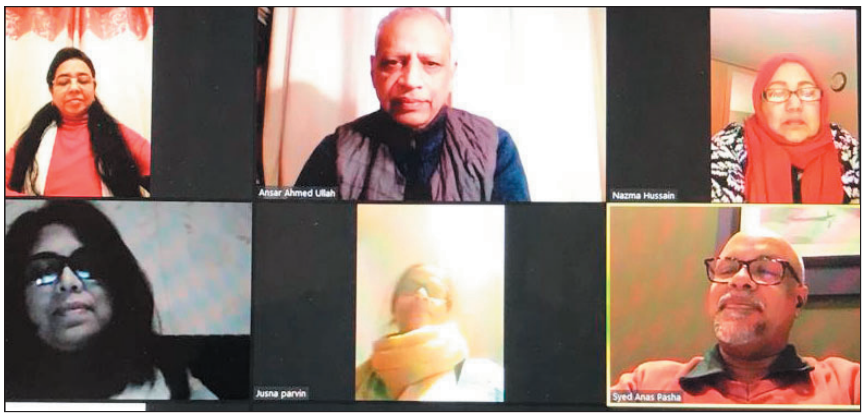

গত ১৭ জানুয়ারি বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার নবগঠিত নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই ভার্চুয়াল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ আনাস পাশা।

সাধারণ সম্পাদক মুনিরা পারভিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন নির্মূল কমিটির ইউরোপীয়ান সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় সদস্য আনসার আহমেদ উল্লাহ, যুক্তরাজ্য শাখার সাবেক সভাপতি সৈয়দ এনামুল ইসলাম, সহসভাপতি নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, স্মৃতি আজাদ, জামাল খান, নাজমা হোসেন, মকিস মনসুর, কোষাধ্যক্ষ এনামুল হক, সহসাধারণ সম্পাদক জুয়েল রাজ, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান বেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত দাশ ও সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য জোসনা পারভিন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত নির্মূল কমিটির গণ-আদালতের কর্মধারায় আইনি বিধিবদ্ধতা অনুসরণ করে অভিযোগপত্র তৈরি এবং সমাজের বিশিষ্টজনের সমন্বয়ে গঠিত আদালতে প্রকাশ্যে রায় ঘোষণা ৭১ এর গণহত্যার জন্য দায়ী অপরাধীদের চি▯ত করে দেয় সবার কাছে। সমাজে উন্মোচিত হয় তাদের অপরাধ, তারা সদম্ভে রাষ্ট্রপরিসরে বিচরণ করলেও মানুষের কাছ থেকে কলঙ্করেখা আর কখনোই লুকাতে পারেনি।

বক্তারা বলেন, ১৯৯২ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম গণ আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, সেই আন্দোলনের মাধ্যমে সঞ্চিত সাহস নিয়েই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করতে পেরেছিলেন। এই বিচার শুধু শুরুই নয়, বিচারের রায় শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদন্ড একে একে কার্যকরের মাধ্যমে নির্মূল কমিটির দীর্ঘ ৩২ বছরের আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তেও নিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নির্মূল কমিটির আন্দোলন চলবে, এমন মন্তব্য করে বক্তারা বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বলিয়ান ৩০ লক্ষ বাঙালির বুকের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারী দল-বিরোধী দল থাকবে, কিন্তু কোন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সাম্প্রদায়িক দল থাকবে না, এমন অঙ্গীকারই হোক নির্মূল কমিটির ৩২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের শপথ।

বিএনপি নেতা শরিফুজ্জামান চৌধুরী তপনের পিতার মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির গভীর শোক

মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য বিএনপির নির্বাহী কমিটির ১ম সদস্য শরিফুজ্জামান চৌধুরী তপন-এর পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা এ টি এম নাইমুজ্জামান চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

এক শোকবার্তায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ বলেন, 'এ টি এম নাইমুজ্জামান চৌধুরীর মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো দেশে ও প্রবাসে বিএনপির নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি সকলের কাছে একজন সৎ, সজ্জন, জ্ঞানী, ধার্মিক ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন । একজন আদর্শবান পিতা হিসাবে তিনি মেধা ও শ্রম দিয়ে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষিত ও সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। সরকারী চাকরিতে থাকার সময়ে তিনি যেমন ন্যায়, নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ঠিক তেমনি অবসরকালীন সময়েও সর্বদা নিজেকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মানব কল্যাণে মরহুম এটিএম

নাইমুজ্জামান চৌধুরীর অবদান তাঁর নিজ এলাকার জনসাধারণ চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সমাজের এক গুণীজনকে হারালাম।'শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরকালে জান্নাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

বিয়ানীবাজারে পূর্ব মুড়িয়া ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

বিয়ানীবাজার উপজেলার ১০নং মুড়িয়া ইউনিয়নের পূর্ব মুড়িয়া এলাকায় পৃথক ক্যাম্পাসে ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত শুক্রবার (১৯ জ ানুয়ারি) সন্ধ্যায় পূর্ব মুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে পূর্ব মুড়িয়ার সর্বসাধারণ নিয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পূর্ব মুড়িয়া ডিগ্রি কলেজ স্হাপনে ও নামকরণের সিদ্ধান্ত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে মতামত নেওয়া হয়।

পরিকল্পিত পূর্ব মুড়িয়া ডিগ্রী কলেজ ভবন

যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা ফারুক উদ্দিন তাপাদারের সভাপতিত্বে এবং বিশিষ্ট সমাজ ও শিক্ষানুরাগী জুবায়ের আহমদ মাছুম ও সেলিম উদ্দিন আহমদের যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফরিদ আল মামুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুড়িয়া ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস, দুবাই প্রবাসী কমিউনিটি নেতা আব্দুল মতিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল বাসিত, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাব উদ্দিন ফৈয়াজুর রহমান ও মস্তান আলী, সারপার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ইসলাম উদ্দিন, শিক্ষক আলতাফ হোসেন ও শিক্ষক জাহেদুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র প্রভাষক মহি উদ্দিন, সিনিয়র শিক্ষক সরওয়ার আহমদ রাহি ও আব্দুল মালিক, সাবেক শিক্ষক আব্দুল হামিদ টুনু, বিশিষ্ট সমাজ সেবক আলিম উদ্দিন, ছয়ফুল আলম মাখন, কয়েছ আহমদ তাপাদার, সুনাম উদ্দিন,বিশিষ্ট মুরব্বি আবুল কালাম, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, মাসুক উদ্দিন, মোস্তফা আহমদ চৌধুরী, এখলাছ উদ্দিন, হেলাল আহমদ, বুরহান উদ্দিন, নজরুল ইসলাম তাপাদার, ছানোয়ার হোসেন ও শামসুল হক ছানা, ইউপি সদস্য কয়ছর রশিদ, সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল মতিন, ব্যাংকার শাহেদ আহমদ তাপাদার, সমাজকর্মী আব্দুল আউয়াল রাজু,সাইদুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ, আব্দুল হাসিব, সুলতান আহমদ টিপু ও , শিক্ষক শাহেদ আহমদ,মাস্টার নজরুল ইসলাম খোকন, আহমদ সাদী টিপু ও আলম আহমদ, সাংবাদিক আহমদ রেজা চৌধুরী, ছাত্রনেতা নাহিদ চৌধুরী শাহিদ, তুহিন আহমদ, ওয়াহিদুর রহমান আবিদ ও মাহিন জাকারিয়া সহ আরো অনেকে।

আয়োজিত সভার সভাপতি যুক্তরাজ্য প্রবাসী ফারুক আহমদ তাপাদার পূর্ব মুড়িয়া ডিগ্রি কলেজ স্থাপন ও নামকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ সময় উপস্থিত সকলে এই নামে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

এদিকে সভায় কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে গ্রাম প্রতিনিধি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। একই সাথে প্রতিনিধিরা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আগামী শুক্রবার একই সময়ে পুণঃরায় প্রতিনিধি সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন বিচিত্রায় যোগ দিলেন সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম

প্রবাসী বাঙালিদের মুখপত্র মাসিক লন্ডন বিচিত্রার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছেন সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম। সম্প্রতি তিনি বিচিত্রায় যোগদান করেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম ব্রিটেনের জনপ্রিয় টিভি 'চ্যানেল এস' ও 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' এর পাশাপাশি সিলেট থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক উত্তর পূর্ব'র যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন। এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম ব্রিটেনের নর্থাম্পটনের ইস্ট হান্সবাড়িতে বসবাস করছেন। তাঁর দেশের বাড়ি সিলেট নগরীর শিবগঞ্জ সাদার পাড়ায়।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক লন্ডন বিচিত্রা। শুধু যুক্তরাজ্য নয়, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে এটি প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ ও প্রবাসের অন্যতম এক সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে। দেশ ও প্রবাসের প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক ও লেখকেরা তাঁদের অনবদ্য লেখা দিয়ে যেমন ম্যাগাজিনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি এটির সাথে আছেন বর্তমান সময়ের বহু গুণীজন

ও খ্যাতিমান শিল্প-সাহিত্য বোদ্ধা। মাসিক লন্ডন বিচিত্রার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন লেখক-সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান।

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম সাংবাদিকতার পাশাপাশি একজন সেলিব্রেটি শেফ হিসেবেও ব্রিটেনে পরিচিত। তিনি সেরা শেফ সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। নিউজ সহ যে কোনো বিষয়ে সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর সাথে ০৭৯৫১৫২১৫৮৬ নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK

SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
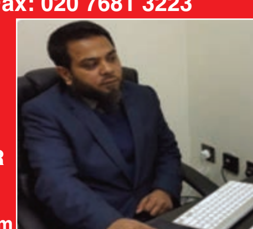
MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে
HUMAN RIGHTS AND PEACE FOR BANGLADESH UK

EXECUTIVE COMMITTEE 2023-2025

Rahmat Ali
President

Cllr Ayas Miah
General Secretary

Misbah Uddin Ahmed
Treasurer

Abdul Mukith Chunnu
Vice President

Md Ahbab Hussain
Vice President

Alias Miah Matin
Vice President

Shah Munim
Vice President

Abul Hussain
Joint Secretary

MudabbirHussain Modu Miah
Joint Secretary

Abdul Aziz
Joint Secretary

Kamal Hussain
Joint Secretary

Abu Sabur
Joint Treasurer

Abdul Hannan
Joint Treasurer

Abul Kashem
Organising Secretary

Nesar Ali Lilu
Joint. Organising Secretary

Najmul Huda
Joint Organising Secretary

Angur Ali
Joint Organising Secretary

M A Zaman
Press & Publicity Secretary

Harun Ur Rashid
Joint Press & Publicity Secretary

Solicitor Moniruzzaman
Legal Affairs Secretary

Solicitor Eawor Uddin
Joint Legal Affairs Secretary

Faruk Miah
Community Affairs Secretary

Abdul Halim
Joint Community Affairs Secretary

Kazi Khaled Ahmed
Joint Community Affairs Secretary

Aludddin
Office Secretary

Tamanna Miah
Women Secretary

Redwan Khan
EC Member

Ziaur Rahman
EC Member

Solicitor Miss Bonna Ahamed
EC Member

Waris Ali
EC Member

Adv. Aminul Islam Nazmul
EC Member

Syed Johurul Haque
EC Member

Abdul Khalique
EC Member

বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকে'র অভিষেক ও ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত

আবু রহমান : "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"- শ্লোগানটি সামনে রেখে ঐতিহ্যবাহী বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকে'র নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ১৫ জানুয়ারী (২০২৪) সোমবার সন্ধ্যায় সংগঠনের ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের নতুন কমিটির অভিষেক ও ডিনার

পার্টি পূর্ব লন্ডনের গ্রেটোরেক্স স্ট্রিটের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি নাজিম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিন বেলাল ও সহ সাধারণ সম্পাদক ফয়সল উদ্দিন এর যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সহ সভাপতি ইলিয়াস আহমদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার জাহেদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসাইন আহমদ, কাউন্সিলর কামরুল হোসাইন, কাউন্সিলর সাফি আহমদ, ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান, আবু রহমান, বদরুল হক ও মাহবুব আলম মামুন।

সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি হাসান পারভেজ চৌধুরী রাসেল বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের অতীতের সকল কার্যক্রম এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

বড়লেখা সহ বিলেতের বাঙালি কমিউনিটির বিভিন্নস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ইলিয়াস আহমদ, সিরাজ উদ্দিন, সোহরাব হোসাইন, ইউনুস মিয়া, সরফ উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন আহমদ, ওয়াহিদুজ্জামান লিটন, নাজমুল ইসলাম, এমরান আহমদ পান্না, হাফিজ মাওলানা মুসলিম উদ্দিন, নাঈম শহিদ আশুক, সাংবাদিক সালেহ আহমেদ, লিয়াকত খান, আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, আব্দুস সামাদ রাজু, তাজ উদ্দিন, কাজল সরকার, আব্দুল আহাদ, এ কে আজাদ লুৎফুর, আলিম উদ্দিন, আম্বির হোসাইন, জাহেদ আহমদ, তাওহীদ আহমদ শরীফ, সুহেল আহমদ, জামিল হোসাইন, সলিসিটর নাসির উদ্দিন, আবুল কাশেম, তাজ উদ্দিন, তালহা চৌধুরী রিফাত, মুনতাসির রেজা চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম, বুরহান উদ্দিন, ফারুক আহমদ, নুরুল ইসলাম রাজু প্রমুখ।

ক্লাবের উপদেষ্টা জালাল উদ্দিন আহমদ ও মামনুর রশিদ ফয়সলের রোগমুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত ও রাতের সুস্বাদু খাবার এবং মিষ্টি পরিবেশনের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ।

উল্লেখ্য, বড়লেখা উপজেলার যুক্তরাজ্য-প্রবাসী একঝাঁক উদ্যমী তরুণ-যুবক মিলে আর্তমানবতার সেবা ও সামাজিক কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি সম্পুর্ণ অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক অবস্থান বজায় রেখে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বাঙালি কমিউনিটির মানুষের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের ইন্তেকাল

ইংল্যান্ডের নর্থাম্পটনের নুরানি ট্রাভেলস এন্ড মানি ট্রান্সফারের স্বত্ত্বাধিকারী আজাদ আবুল কালামের মামা ইস্ট লন্ডনের বেথলেন গ্রিন এলাকার বাসিন্দা প্রবীণ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধ্যকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রয়েল লন্ডন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২২ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৩৩মিনিটে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর । গত বুধবার বাদ জোহর ইস্ট লন্ডন মসজিদে জানাজার নামাজ শেষে গার্ডেন্স পিস গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। গিয়াস উদ্দিনের দেশের বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাগির ঘাটে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের রুহের মাগফেরাতের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন স্মরণে জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি, প্রখ্যাত আইনজীবী ও তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক আইন ও বিচার বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাতে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে এই সভার আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সময় সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সাঈদ চৌধুরী ও প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাবেক কাউন্সিলার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ।

সভায় অংশ নেন প্রফেসার মোহাম্মদ মনির, ডঃ এম এ আজিজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, বিবিসিআই এর সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ,কমিউনিটি নেতা নুরুল আমিন, এম এ মুকিত, সলিসিটর ইয়াওর উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজ সেবী অধ্যাপক আব্দুল হাই ,আশরাফ গাজী,সাংবাদিক আফসর উদ্দিন ,সাংবাদিক আজিজুল আম্বিয়া ,সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন, সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি ,হাজী ফারুক মিয়া, ডঃ মইন খান, মোহাম্মদ শফিক খান, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের মৃত্যুতে জাতি এক বিবেকবান, আপসহীন ও ন্যায়পরায়ন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছে। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পুত্র ও সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে কোনো লোভ ও অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। তিনি ছিলেন আজীবন সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুসারী। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একজন কনিষ্ঠ এমপি হিসাবে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন এবং এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীর মতো সংসদ সদস্য পদ ত্যাগ করেন। তিনি বিনা অর্থে শিক্ষক সমাজের জন্য মামলায় লড়েছেন। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মরহুমের কীর্তি মাখা বর্নাঢ্য জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো বাঙালী জাতি আজীবন স্মরণ রাখবে। বক্তারা আরো বলেন, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পরিবার বাংলাদেশের মধ্যে একটি আদর্শ পরিবার। এ পরিবারের অবদান ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে।

সভায় বক্তারা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ড. রেজওয়ান সিদ্দিকী ও সাংবাদিক জয়নাল আবেদীনের মাতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। এছাড়া সভায় গাজায় ১১৭ জন সাংবাদিককে বর্বর ইসরাইলী সৈন্য কর্তৃক হত্যার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। পরে দোয়া পরিচালনা করেন বিশিষ্ট টিভি প্রেজেন্টার ও আলেম মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ জকিগঞ্জী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উৎসবমুখর পরিবেশে শ্রীধরা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

উৎসবমুখর পরিবেশে বিয়ানীবাজার পৌরসভার শ্রীধরা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। গত ২১ জানুয়ারি রবিবার লন্ডনের ইম্প্রেশন ভেন্যুতে এই অনুষ্ঠান হয়েছে।

ট্রাস্টের সভাপতি রেডব্রিজ বারার কাউন্সিলর কবির মাহমুদের সভাপতিত্বে এবং ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান সেলিম ও সদস্য নুরুজ্জামানের পরিচালনায় কোরআন তেলাওয়াত করেন ইকবাল হোসেন শিবলি।

সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ট্রাস্টের সভাপতি কবির মাহমুদ। তিনি গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও আর্থ সামাজিক কার্যক্রমে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য গ্রামবাসীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান এবং ট্রাস্টের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেন। তিনি বলেন, শ্রীধরা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গত এক বছরে প্রায় ১৮ লাখ টাকার উপরে ফান্ডরাইজিং করে গ্রামের উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছে। ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ আবদুল জলিল ট্রাস্টের আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েশন, এ লেভেল ও জিসিএসই'র ১৫ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা,ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের ট্রাস্টি রেহানা রহমান (ওবিই)-কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। রেহানা রহমান শিক্ষকতা ও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় সম্প্রতি ব্রিটেনের রাজা কিং চার্লসের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সম্মাননা পদবী ওবিই খেতাব লাভ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল শফিক, বদরুল আলম, রফিক উদ্দিন, শাহেদ আহমেদ, আব্দুল আহাদ, আব্দুল বাতিন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ছাবিয়া খাতুন ও শাফিয়াত মাহমুদ ।

বিশেষ অতিথির মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেডব্রিজ বারার মেয়র কাউন্সিলর জোৎস্না ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেট বারার স্পিকার জাহেদ চৌধুরী, মানবাধিকার সংগঠক ও জেসি ডাব্লুআইয়ের সাবেক প্রধান নির্বাহী হাবিব রহমান, বাংলাদেশ সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, কাউন্সিলর কবির হোসেন, কাউন্সিলর শাফি আহমেদ, কাউন্সিলর কামরুল হোসেন মুন্না, কাউন্সিলর আব্দুল মালেক। দুপুরের মধ্যাহ্নভোজ ও রাফেল ড্রয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অর্ধলাখ ব্যবসায় ধস

যাচ্ছে। সবাই দ্বিগুণ চাপের মধ্যে রয়েছে।

জুলি পামার জানান, যে সংস্থাগুলো টিকে থাকার জন্য কভিডের সময় ধার নিয়েছিল তাদেরও বাউন্সব্যাক ঋণ পরিশোধ করতে হবে, যা আর্থিক দুরবস্থাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সুদহার ৫ দশমিক ২৫ পার্সেন্ট ধার্য করায় ঋণ নেয়ার খরচ বেড়েছে। অথচ যখন ঋণ নেয়া হয়েছিল, তা ছিল একেবারে কম। ২০২১ সালের দশমিক ১ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন ১৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে।

মালটিন্যাশনাল ল ফার্ম আশুর্স্টের আইনজীবী ইঙ্গা ওয়েস্ট জানান, এটি আশ্চর্যজনক নয় যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো চাপ অনুভব করছে। ছোট ব্যবসার জন্য এ চাপের অর্থ হলো খাদের কিনারায় দাঁড়ানো।

তিনি আরো জানান, বড় ব্যবসার জন্য প্রায়ই আরো কয়েকটি বিকল্প খোলা থাকে। কিন্তু সুদের হার বেশি হলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ কঠিন হয়ে যায়। এ সময় তাদের পরিচালন ব্যয় ও আর্থিক পুনর্গঠন উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

বেগবিস ট্রাইনর প্রতিবেদন তৈরির জন্য ২২টি খাত অনুসরণ করেছিল। সবক'টিতেই গুরুতর আর্থিক সংকটের বৃদ্ধি দেখতে পেয়েছে সংস্থাটি। এর মধ্যে নির্মাণ ও আবাসন খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বছরের শেষের দিকে ২২ হাজারেরও বেশি কোম্পানি সংকটজনক অবস্থায় থাকায় লন্ডন ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে এর ধাক্কা সইতে হচ্ছে। মিডল্যান্ডস হলো এর পরের সবচেয়ে খারাপ অঞ্চল, যেখানে প্রায় ছয় হাজার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঁচ হাজার প্রতিষ্ঠান বিপত্তিতে পড়েছে।

যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর ১৭-২৫ হাজার কোম্পানি আর্থিক অনটনে পড়ে। এখন বেগবিসের তালিকায় 'গুরুতর' অবস্থায় থাকা কোম্পানিগুলো একই পরিস্থিতিতে পড়া মানে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। 'গুরুতর' হিসেবে আখ্যায়িত সংস্থাগুলো ছাড়াও বেগবিসের মতে, যুক্তরাজ্যের ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৯০০ ব্যবসা এখন 'উল্লেখযোগ্য' আর্থিক সংকটে রয়েছে, যা গত প্রান্তিকের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি।

বেগবিস ট্রাইনরের অংশীদার জুলি পামার জানান, সুদহারের চাপ কিছু কমলেও পরিবেশ সহজ হওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা ঋণ নিয়েছে, তার কোনো স্পষ্ট পরিসংখ্যান নেই। তবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড জানিয়েছে, ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ঋণের মার্কেটে নিম্ন সুদহারের পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

ওই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারি নীতির কারণেও প্রতিষ্ঠানগুলো হিমশিম খাচ্ছে। চ্যান্সেলর জেরেমি হান্ট এপ্রিল থেকে ন্যুনতম মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ১ পাউন্ড বাড়িয়ে ১১ দশমিক ৪৪ পাউন্ড করার পরিকল্পনা জানিয়েছে এবং করপোরেশন ট্যাক্স ১৯ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। এ কারণে খুচরা বিক্রেতাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছে বলে কারিসের মতো কোম্পানিগুলো অভিযোগ করেছে।

খাবার না পেয়ে মারা গেল দুই বছরের শিশু

একাকি হয়ে যায়। তাকে খাবার খাইয়ে দেওয়ার মতো কেউ না থাকায় অনাহারে তার মৃত্যু হয়েছে।

লিঙ্কনশায়ার কাউন্টি কাউন্সিল এই শিশুর মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এই শিশুটি অরক্ষিত থাকায় প্রতিমাসে একবার শিশু পরিষেবা সংস্থার কর্মীরা তাকে দেখে যেতেন।

তারই অংশ হিসেবে গত ২ জানুয়ারি এক সমাজকর্মী শিশুটির বাড়িতে যান। এর আগে ২৭ ডিসেম্বর তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। ২ জানুয়ারি বাড়িতে গিয়ে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে তিনি অন্যান্য জায়গায় খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেন- যেখানে শিশুটি থাকতে পারে। এরপর দুইদিন পর তিনি আবারও শিশুটির বাড়িতে যান; তখনো কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে পুলিশকে অবহিত করেন।

কিন্তু কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে না পেরে ওই বাড়ির মালিকের কাছ থেকে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান বাবার পাশে শিশুটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। খাবার ও পানি না পাওয়ায় তার শরীর কুকড়ে গিয়েছিল।

শিশুটির মা জানিয়েছেন, বড়দিনের আগে নিজ সন্তানের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। এরপর আর তাদের দেখেননি তিনি। শিশুটির বাবার সঙ্গে ঝামেলা থাকায় তিনি আলাদা থাকতেন। সূত্র: বিবিসি

ডোনাল্ড ট্রাম্প-জো বাইডেনের

ভাবমূর্তি যথেষ্ট অনুকূল নয়। ফলে তার পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। অশীতিপর বাইডেন পুনর্নির্বাচিত হলেও আর কত দিন তিনি কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, সেই বিষয়েও সংশয় রয়েছে।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স ৮১। ট্রাম্পের বয়স ৭৭ । ফলে তাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সম্পূর্ণ কার্যকাল পূরণ করার ক্ষমতা আছে কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রিপাবলিকান দলের মনোনয়নের দৌড়ে ট্রাম্পের পথ থেকে একের পর এক বাধা দূর হয়ে যাচ্ছে। একাধিক প্রার্থী দলের প্রাথমিক বাছাইয়ের প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ব্যবসায়ী বিবেক রামস্বামী ও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে রন ডিস্যান্টিস রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। রামস্বামী ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারেন- এমন জল্পনা-কল্পনাও চলছে।

ট্রাম্পেরই কিছুটা 'দায়িত্বশীল' সংস্করণ হিসেবে পরিচিত ডিস্যান্টিসও শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, জাতিসংঘে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন প্রতিনিধি নিকি হ্যালি। তিনি নিজেকে রিপাবলিকান দলে ট্রাম্পের একমাত্র বিকল্প। তিনি ট্রাম্প ও বাইডেনের মতো 'বৃদ্ধ' প্রার্থীদের বদলে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাইডেন ও ট্রাম্পের বার্ধক্যের বিষয় আলোচনায় আসায় ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাইডেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস তেমন নেতৃত্বের পরিচয় দেখাতে পারেননি। নিজের দপ্তরে কেলেঙ্কারির ফলেও কিছুটা কোণঠাসা হয়ে গেছেন।

অন্যদিকে ট্রাম্প দলের মনোনয়ন পেলে কাকে শেষপর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করবেন, তার ওপরও ভোটারদের সিদ্ধান্ত কিছুটা নির্ভর করতে পারে। বাইডেন শেষ মুহূর্তে তার দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য আরও আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য কোনো ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলে হয়তো কিছুটা বাড়তি সমর্থন আদায় করতে পারবেন। ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মতো আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বাইডেনকে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে, তিনি নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন না। একমাত্র বিদেশে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন বা প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েই তার মাথাব্যথা বেশি দেখা যায়; যা মার্কিন ভোটারদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশ ইস্যুতে অবস্থানের পরিবর্তন

ও মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি নবায়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক। ৭ই জানুয়ারির বহুল আলোচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন দীর্ঘ এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের এমন অবস্থান রীতিমতো শোরগোল ফেলেছিলো দেশের রাজনীতি এবং কূটনৈতিক অঙ্গনে। ভলকার তুর্কের সেই বিবৃতিকে ভোট প্রশ্নে জাতিসংঘ তথা পশ্চিমা দুনিয়ার পর্যবেক্ষণ হিসেবে দেখা হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার তথা ভিন্নমত দমনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান খোলাসা করেই তার বিবৃতিতে বলেন- সহিংসতা এবং বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের দমন-পীড়নের ফলে ৭ই জানুয়ারির ভোটের পরিবেশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভোটকে ঘিরে যা ঘটেছে তার তদন্ত দাবি করে জাতিসংঘ। কিন্তু সেই বিবৃতি নিয়ে আলোচনা চলমান থাকা অবস্থায় গত সপ্তাহে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতেরেজ। প্রশ্ন উঠে তাহলে কি নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘ তার আগের বক্তব্য এবং অবস্থান থেকে সরে গেলো? এ নিয়ে সোমবার নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জাস্ট নিউজ সম্পাদক ও জাতিসংঘ স্থায়ী সংবাদদাতা মুশফিকুল ফজল আনসারী। জবাবে ডুজারিক বলেন, 'না।

তিনি (মহাসচিব) একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে পুনর্নির্বাচিত হলে হাসচিব যেভাবে চিঠি পাঠান, এটা তেমনিভাবে পাঠানো হয়েছে।'

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'এই পোডিয়াম থেকে জাতিসংঘের তরফে যা বলা হয়েছে এবং মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার যা বলেছেন, সেই অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

ব্রিটেনের কারাগারে দুই

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এই দুই শিশু হত্যাকারীর ঠাঁই হয়েছে একই কারাগারে। এমনকি জেলের মধ্যে দুই খুনির বন্ধুত্বও বেশ জমে উঠেছে বলে শুক্রবার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলো।

দ্য সানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুযোগ পেলেই জেলের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন লুসি এবং হেজ। একসঙ্গে গল্প-গুজব এবং টেলিভিশন দেখে সময় কাটাচ্ছেন তাঁরা।

ভয়ংকর এই খুনিদের রাখা হয়েছে যুক্তরাজ্যের সারেতে অবস্থিত 'ব্রোঞ্জফিলড প্রিজন' নামে বেসরকারিভাবে পরিচালিত একটি কারাগারে। তাঁদের আলাদা সেলে থাকেন। সেলগুলোতে টয়লেটসহ একটি গোসলখানা, একটি ডেস্ক টেবিল, একটি ফোন এবং একটি দূরবিক্ষণ যন্ত্র রয়েছে।

কারাগারের একটি সূত্র বলেছে, 'তারা একসঙ্গে অনেক টিভি দেখেন, যার মধ্যে দ্য ট্রেইটরস (সিরিয়াল) এবং ক্রাইম শো এর মতো বিষয়গুলো রয়েছে।'

যে ব্লকটিতে দুই খুনিকে রাখা হয়েছে সেই ব্লকটিকে দারুণ সুন্দর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কারা সূত্র। আর খুনিরা যে টেলিভিশনটি দেখেন সেটিতে রেডিও সহ শতাধিক ফ্রি চ্যানেল রয়েছে। খুব বেশি কাজ করতে হয় না বলে তাঁদের অবসর সময়ও প্রচুর।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮ মাস বয়সী শিশুপুত্রকে হত্যার দায়ে এক সপ্তাহ আগেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে ২৭ বছর বয়সী হেজের। তিনি তাঁর ৩৫ বছর বয়সী প্রেমিক জ্যাক বেনহ্যামকে নিয়ে খুনটি করেছিলেন। শিশুটির শরীরে কোকেন প্রয়োগ ছাড়াও অন্তত ৭০টি গুরুতর আঘাত করেছিলেন তাঁরা। ২০২০ সালের নভেম্বরে লকডাউন চলার সময় বেনহ্যামের ক্যারাভানের ভেতরে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

এর আগে একটি হাসপাতালে নার্সের দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় বিভিন্ন কৌশলে ৭ শিশুকে হত্যার অভিযোগে গত বছরের আগস্টে লুসি লেটবিকে 'আমৃত্যু কারাদ-' দেওয়া হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া নারীদের মধ্যে লুসি হলেন চতুর্থ। তাঁকে কোনো দিন প্যারোলেও মুক্তি দেওয়া হবে না বলে বিচারকেরা রায়ে উল্লেখ করেছেন। সূত্র : আজকের পত্রিকা

প্রার্থীদের নৌকা প্রতীক দিচ্ছে না

সে বিষয়টি উত্থাপন করেন। এরপর তিনি সংশ্লিষ্টদের মতামত চান। বৈঠকে উপস্থিত কয়েকজন নেতা জানান, দলীয় প্রতীকের বিষয়টি নিয়ে একাধিক নেতা বক্তব্য রাখেন। তাদের প্রত্যেকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ইস্যু নিয়ে কথা বলেন। পাশাপাশি কেউ কেউ নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তারা জানান, বৈঠকে উপস্থিত কোনো নেতা উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক নৌকা বরাদ্দ দেয়ার পক্ষে কথা বলেননি। সবমিলিয়ে নেতাদের মতামতের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীক না থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানান দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা। বৈঠকে নৌকা প্রতীক না দেয়ার জন্য দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়। প্রথম কারণ হলো, সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা এড়ানো ও দ্বিতীয় কারণ হলো, স্থানীয় নির্বাচনকে উৎসবমুখর ও অংশগ্রহণমূলক করা। যুক্তি তুলে ধরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সব নেতা বলেন, কদিন আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় তৃণমূলে বিভেদ তৈরি হয়েছে। এখন স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে একজনকে দলীয় প্রতীক বরাদ্দ দিলে অন্যরা স্বতন্ত্র ভোট করবে। এতে বিভেদ আরও বাড়বে। বরং উন্মুক্ত করে দেয়াই ভালো হবে।

এরপর দলের সভাপতি শেখ হাসিনা সবার মতামতের প্রতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন, আপাতত স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে দলীয়ভাবে কাউকে মনোনয়ন দেয়া হবে না। এতে ভোট উৎসবমুখর ও অংশগ্রহণমূলক হবে। যিনি জনপ্রিয় প্রার্থী, তিনিই জয়ী হয়ে আসবেন। বিষয়টি নিয়ে দলের মনোনয়ন বোর্ডকে অবহিত করা হবে বলে জানান তিনি।

সোমবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি সভা শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন, উপজেলা নির্বাচনে আমরা দলের প্রতীকের প্রার্থিতা দেবো কিনা... এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটি প্রায় সর্বসম্মত যে, এবারের উপজেলা নির্বাচনে আমাদের দলীয় প্রতীক নৌকা ব্যবহার করা হবে না। নৌকা না দেয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এখন অভিমত পেশ করেছে। আমাদের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার অভিমতের সঙ্গে তিনি ভিন্নমত প্রকাশ করেন না। তিনি বলেন, যেহেতু সবাই এখানে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। আপাতত এটা ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত। ওয়ার্কিং কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নেয়, মনোনয়ন বোর্ড সেই সিদ্ধান্ত বহাল করে। এটা মনোনয়ন বোর্ডের আনুষ্ঠানিকতা। সেই আনুষ্ঠানিকতার আগে বিষয়টি নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। একই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক দেখানোর কৌশলগত পদক্ষেপ নিইনি, নির্বাচনকে সর্বজনীন করার জন্যই দলীয় প্রতীক থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন সর্বজনীন করা হলে উপজেলা পর্যায়ে সঠিক নেতৃত্ব উঠে আসবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন। আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে নির্বাচনে প্রতীক না দিলে কারও কিছু বলারও থাকবে না। তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত যদি উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে তাও আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করবে না। তাছাড়া উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার বা দলীয় মনোনয়ন দেয়া না হলে আইনি কোনো জটিলতা হবে না। বিএনপি'র নির্বাচনে আসা নিয়ে জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, বিএনপি নির্বাচনে আসলে স্বাগত জানাই। এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। বিএনপি উপজেলা নির্বাচনে আসবে কিনা, এর সঙ্গে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। আওয়ামী লীগের বেশ কয়েক নেতা বলেন, আওয়ামী লীগের এই দলীয় প্রতীক ব্যবহার না করার সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হলো দলটির অভ্যন্তরীণ কোন্দল সামাল দেয়া।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আওয়ামী লীগ এবার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। যারা দলের মনোনয়ন পাননি তাদেরকেও নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে। এজন্য আওয়ামী লীগ কারও বিরুদ্ধে কোনো সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে না এমন ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থীদের হিড়িক পড়ে। প্রচুর স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রেকর্ড সংখ্যক বিদ্রোহী প্রার্থী এবার নির্বাচনে জয়ী হন। কিন্তু এই জয়ের পরে সারা দেশে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রবল আকার ধারণ করেছে। নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক এবং উৎসবমুখর করার জন্যই আওয়ামী লীগ জেনে বুঝে এই ঝুঁকি নিয়েছে। কিন্তু এই ঝুঁকির পর এখন সারা দেশে আওয়ামী লীগের কোন্দল এবং বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসনের জন্য উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরকম বাস্তবতায় উপজেলা নির্বাচনে দলের কোন্দল এবং বিরোধ কিছুটা প্রশমিত হবে বলে ধারণা করছেন দলীয় নেতারা।

উল্লেখ্য, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন শেষ করতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

‘বাংলোবাড়ি’ চান সিলেটের তিন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী

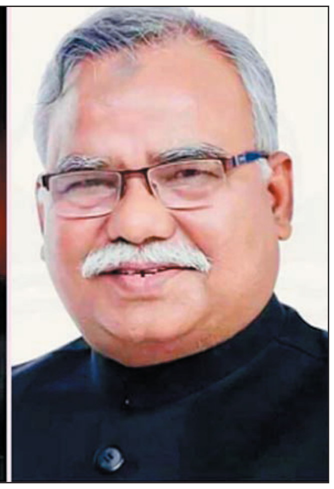

সিলেট ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি: বাসস্থান হিসেবে সরকারি বাংলোবাড়ি চেয়ে আবেদন করেছেন সিলেটের তিন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী। তবে শুধু তাঁরাই নন, বর্তমান মন্ত্রিসভার অন্তত ২০ জন সদস্য বাংলোবাড়ি বরাদ্দের জন্য আবেদন করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরে। তন্মধ্যে কেউ লিখিত, কেউ মৌখিকভাবে চাহিদার কথা জানিয়েছেন।

বাংলোবাড়ি চেয়ে আবেদন করা সিলেটের তিনজন হলেন- কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুস শহীদ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী।

তবে সরকারের হাতে বাংলোবাড়ি আছে মাত্র ৯টি। এর মধ্যে একটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত। আরেকটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে বরাদ্দ থাকে, যাতে বিদেশি অতিথি এলে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য বাকি থাকে ৭টি।

এই বাংলোবাড়িগুলো জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব কাজী ওয়াছিউদ্দিন।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের জন্য বরাদ্দ দিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের হাতে ৩০টি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। যাদেরকে বাংলোবাড়ি বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হবে না, তাদেরকে অ্যাপার্টমেন্ট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

এদিকে, বাংলোবাড়ির জন্য মন্ত্রিসভার আরও যারা লিখিতভাবে আবেদন করেছেন, তারা হলেন- পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুস সালাম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিববুর রহমান, অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রহমান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

সিলেটে সিএনজি ফিলিং স্টেশনে তেলবাহী লরিতে আগুন, দগ্ধ ৫

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে এক সিএনজি ফিলিং স্টেশনে তেলবাহী লরিতে আগুন লেগে যায়। এ সময় পাশে নর্দমার সংস্কারকাজ করতে থাকা ৫ জন দগ্ধ হন। গত রোববার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরের পাঠানটুলা এলাকার নর্থ-ইস্ট সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

নিচে গিয়ে পড়ে।

তখন তেলবাহী লরির পেছনের চাকাসহ পাইপে আগুন লেগে যায়। এ সময় লরির পাশে থাকা নর্দমার কাজ করা শ্রমিকেরা দগ্ধ হন। এতে আশপাশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা ছোটাছুটি শুরু করেন। একপর্যায়ে তেলবাহী লরির চালক গাড়িটি চালিয়ে

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন-সিলেট নগরের ঘাসিটুলা এলাকার মো. মমতাজ মিয়া (৩৫), মো. লিটন মিয়া (২৫), মো. আলম মিয়া (২৩), মো. মতিন মিয়া (৬০) ও বেতেরবাজার এলাকার সুভাষ দাস (৫৫)। তাঁদের শরীরের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পুড়ে গেছে বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সূত্র জানা গেছে, পাঠানটুলা এলাকার নর্থইস্ট সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের পাশে সিলেট সিটি করপোরেশনের নর্দমার সংস্কারের কাজ চলছে। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে স্টেশনে তেলবাহী একটি গাড়ি আনলোড করা হচ্ছিল। এ সময় নর্দমার সংস্কারকাজে থাকা শ্রমিকেরা রড কাটছিলেন। আনলোড করার একপর্যায়ে আগুনের একটি ফুলকি গিয়ে তেলবাহী লরির পাম্পের বাইরে নিয়ে যান। এ সময় স্থানীয় ও আশপাশের মানুষ এগিয়ে গিয়ে পানি ও বালু দিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হন। খবর পেয়ে সিলেট ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটও ঘটনাস্থলে পৌছায়।

সিলেট সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা সাজলু লস্কর বলেন, দগ্ধ ব্যক্তিরা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক সৌমিত্র চক্রবর্তী বলেন, দগ্ধদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের শরীরের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পুড়ে গেছে। পাঁচজনের মধ্যে একজনের শ্বাসনালি পুড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

পুকুরে ভাসছিল যমজ শিশুর লাশ, মা আটক

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বাড়ির পাশের পুকুরে চার বছর বয়সী যমজ দুই ভাইয়ের লাশ পাওয়া গেছে। গত ২১ জানুয়ারি রোববার সকালে উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নের উত্তরভাগ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া দুই শিশু হলো উত্তরভাগ গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে রাদিয়ান আহমদ ও রাইয়ান আহমদ। এ ঘটনায় স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে শিশুদের মা রিমা বেগমকে (২৬) আটক করেছে পুলিশ। বাচ্চু মিয়া দুবাইপ্রবাসী। ছুটি পেয়ে প্রায় দেড় মাস আগে তিনি বাড়িতে আসেন।

থানা পুলিশ ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, বাচ্চু ও রিমা দম্পতির সাত বছর বয়সী তানিশা আক্তার নামের আরেক কন্যাসন্তান আছে। গত শনিবার রাতে খাবার খেয়ে তিন সন্তানকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েন। রোববার ভোর পাঁচটার দিকে বাচ্চু মিয়া ঘুম থেকে জেগে দেখেন, দুই ছেলে ও স্ত্রী পাশে নেই। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাড়ির পেছনে পুকুরঘাটে স্ত্রী রিমাকে ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। এ সময় শিশু রাদিয়ান ও রাইয়ান পুকুরে ভাসছিল। পরে স্বজনেরা দুই শিশুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেটে ছাত্রলীগ-যুবলীগের বিরুদ্ধে বাক্স ভেঙে দরপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

সিলেট ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের প্রশাসনিক ভবন থেকে দরপত্রের বাক্স ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে। পরে ওই বাক্স ভেঙে ভেতরে থাকা দরপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। বাক্সে কতটি দরপত্র ছিল, তা জানা যায়নি।

গত ১৭ জানুয়ারি বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দরপত্র জমা দিতে আসা এক ব্যবসায়ীকে একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। তবে পুলিশ বলছে, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, গত ২৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন ধরনের স্ক্র্যাপ মালামাল (যেখানে যে অবস্থায় আছে) বিক্রি করার জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথডের (ওটিএম) মাধ্যমে দরপত্র বিক্রির শেষ তারিখ ছিল গতকাল মঙ্গলবার। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল আজ বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। পরে বেলা তিনটায় প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান (বাণিজ্যিক) কার্যালয়ে দরপত্রের বাক্স খোলার কথা ছিল।

দরপত্রে অংশ নেওয়া মেসার্স হাজী আব্দুল করিম অ্যান্ড সন্সের মালিক আবদুল ওয়েস বলেন, তিনি গত সোমবারে দরপত্রের কাগজ কিনেছিলেন। আজ সকালে জমা দেওয়ার জন্য কার্যালয়ে যান। যাওয়ার পরই সেখানে বিভিন্নভাবে বাধার মুখে পড়েন। সেখানে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৩০-৩৫ জন লোক ছিলেন। তবে তিনি কৌশলে বেলা সোয়া ১১টার দিকে বাক্সে কাগজ ফেলে দেন।

কিছুক্ষণ পরই যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও তাঁতী লীগের নেতারা দরপত্রের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে যান। এ সময় উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুল ইসলাম চৌধুরী, সদস্য পারভেজ আহমদ, সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম আহমদ শাহ, উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রেজান আহমদ শাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক নাঈমুর রহমান, উপজেলা তাঁতী লীগের সদস্যসচিব রাসেল আহমদ শাহসহ প্রায় অর্ধশত নেতা-কর্মী ছিলেন। এ সময় নেতা-কর্মীরা তাঁকে (আবদুল ওয়েসকে) একটি কক্ষে নিয়ে আটকে

রাখেন। পরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর ওই কক্ষ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ।

আবদুল ওয়েস আরও বলেন, তাঁর জানামতে, ৬৯টি দরপত্রের কাগজ বিক্রয় হয়েছিল। দরপত্রের বাক্সটি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে ১০-১৫টি দরপত্র জমা পড়তে পারে। পরে দরপত্রের বাক্সটি ভাঙা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে বক্সে কোনো দরপত্র ছিল না। তিনি আরও বলেন, প্রায় ১৮ বছর ধরে তিনি ঠিকাদারি কাজ করছেন। তবে আজকের ঘটনার পর তিনি নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েও কোনো সাড়া পাচ্ছেন না।

অভিযোগের বিষয়ে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম আহমদ শাহ বলেন, আবদুল ওয়েস দরপত্রের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় অন্য ঠিকাদারেরা ওয়েসকে আটকে দেন। তিনি ওই সময় শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানির ক্যানটিনে চা খাচ্ছিলেন। গন্ডগোলের কথা শুনে এগিয়ে গিয়ে বিষয়টি জানতে পারেন। ক্যানটিনে কেন গিয়েছিলেন জানতে চাইলে বলেন, এক ছোট ভাইয়ের ঝামেলার কথা শুনে গিয়েছিলেন।

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুল ইসলাম চৌধুরী, উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রেজান আহমদ শাহর ব্যবহৃত মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা ফোন ধরেননি।

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাজী আতাউর রহমান বলেন, শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের এক কর্মকর্তা ফোন দিয়ে জানান, সেখানে ঝামেলা হয়েছে। পরে সেখানে থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আরিফ হোসাইনসহ একটি দল ঘটনাস্থলে যায়।

আরিফ হোসাইন বলেন, দুপুর ১২টার দিকে খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তেমন কোনো ঝামেলা দেখতে পাননি। ওই ঠিকাদারকেও তিনি চেনেন না। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করেনি।

বাক্স ছিনিয়ে নেওয়ার আগে সেখানে কয়টি দরপত্রের কাগজ জমা পড়েছিল, তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি থেকে দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য কতজন ফরম কিনেছিলেন, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি জানতে প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান হিসাবরক্ষক এস এম আবদুল বারিকের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, দরপত্র কতটি বিক্রি হয়েছে তিনি জানেন না। তিনি সে সময় ছুটিতে ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বিভাগের প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক এ টি এম বাকীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এ টি এম বাকী বলেন, কয়টি দরপত্র বিক্রি হয়েছে, এ তথ্য প্রশাসন বিভাগে থাকে না। বিষয়টি হিসাব শাখা বলতে পারবে।

ইবাদতে লৌকিকতা

শাহাদাত হোসাইন

নিয়তের পরিশুদ্ধতা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। আল্লাহ শুধু সেই ইবাদত কবুল করেন যা একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়। পরিশুদ্ধ অল্প ইবাদত উত্তম, লৌকিকতাপূর্ণ অধিক ইবাদত থেকে। নবীজী সা: বলেছেন, 'তোমার দ্বীনকে (নিয়ত) খাঁটি করো, অল্প ইবাদত নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।' (শুয়াবুল ঈমান-৬৮৯৯) লৌকিকতামুক্ত অল্প ইবাদত মুক্তি দিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে লৌকিকতাপূর্ণ ইবাদত অত্যধিক হলেও তাতে ব্যক্তির মুক্তি মিলবে না। আসুন, কুরআন-হাদিসের আলোকে ইবাদতে লৌকিকতার কদর্যতা সম্পর্কে জেনে নিই।

আল্লাহর আদেশে নিয়তের পরিশুদ্ধতা : ইবাদতের একমাত্র যোগ্য অধিকারী আল্লাহ। আর আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হবে খাঁটি মনে। যেমনটি আল্লাহ বলেন- 'তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।' (সূরা বাইয়িনাহ-৫) আখিরাতে প্রণিধানযোগ্য আমল সেটি যা আল্লাহর নিয়তে আখিরাতের জন্য করা হয়। যে ইবাদত দুনিয়া বা কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। কুরআনে এসেছে- 'যে পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দিই এবং পরকালে তার কোনো অংশ থাকবে না।' (সূরা শূরা-২০) ইবাদত অবশ্যই বিশুদ্ধ নিয়তে হতে হবে। নচেৎ ইবাদতে আশানুরূপ ফল মিলবে না।

মু'মিন ব্যক্তির শিরক : শাদ্দাদ ইবনে আউস রা: একদিন কাঁদছিলেন। তাকে বলা হলো, কিসের জন্য আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি নবীজী সা: থেকে একটি বিষয় শুনেছিলাম, সেটি স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, 'আমি আমার উম্মতের জন্য শিরক ও গোপন প্রবৃত্তির ভয় করছি।' তিনি বলেন, আমি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ইন্তেলাকের পর, উম্মতরা কি শিরক করবে? নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ। তবে তারা সূর্য, চন্দ্র,পাথর কিংবা মূর্তিপূজা করবে না। তারা লোকদেখানোর নিয়তে ইবাদত করবে।' (মুসনাদে আহমাদ-১৭১২০) আর এটিই মু'মিনের শিরক। এই ছোট শিরক থেকে আমাদের বেঁচে থাকা খুব দরকার। হাদিসে কুদসিতে এসেছে- নবীজী বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি শিরককারীর শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি ইবাদতে আমার সাথে অন্যকে শরিক করল (লৌকিকতার নিয়তে ইবাদত করল)। আমি তাকে এবং তার শিরককে ছেড়ে দিই।' (মুসলিম-২৯৮৫)

লৌকিকতাপূর্ণ ইবাদতের পরিণাম জাহান্নাম : ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া। লৌকিকতাপূর্ণ ইবাদত আপনাকে জান্নাতে নেয়ার পরিবর্তে জাহান্নামের নিক্ষেপ করবে। তাই ইবাদতে লৌকিকতা পরিহার করা অত্যাবশ্যকীয়। আবু হুরায়রা রা: বলেন, আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামতে সর্বপ্রথম একজন শহীদকে বিচারের জন্য উত্তোলন করা হবে। আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে কোনো ইবাদত করেছ? লোকটি বলবে, আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করেছি এবং শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং লোকে তোমাকে বীর বলবে, সেই জন্য যুদ্ধ করেছ। সেটি বলা হয়েছে। তখন উপুড়াবস্থায় টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর, একজন আলেমকে আনা হবে। তাকেও ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে বলবে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য ইলম ও কুরআন শিখেছি এবং মানুষকে শিখিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, মিথ্যা বলছ; বরং লোকে তোমাকে আলেম ও কারি বলবে- সে জন্য শিখেছিলে। আর সেটি হয়েছে। তাকেও উপুড়াবস্থায় টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতপর, একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে আনা হবে। তাকে ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলবে, আপনি আমাকে যে সম্পদ দিয়েছিলেন, আপনার এমন কোনো রাস্তা নেই যেখানে আমি সেই সম্পদ ব্যয় করিনি। আল্লাহ বলবেন, মানুষ তোমাকে দানবীর বলবে সে জন্য এগুলো করেছিলে। সেই ব্যক্তিকেও উপুড়াবস্থায় টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (শুয়াবুল ঈমান-৬৮০৫) এসব লোকের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ, ইবাদতে লৌকিকতা।

কিয়ামতে ইবাদতকারীর তিন শ্রেণী : যারা আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে ও ইবাদত করে। ইবাদত কবুলের বিচারে তারা তিন প্রকার। সাহাবি আনাস ইবনে মালিক রা: থেকে বর্ণিত- নবীজী বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমার উম্মত তিন দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল যারা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করেছে। দ্বিতীয় দল যারা লৌকিকতাপূর্ণ ইবাদত করেছে। তৃতীয় দল যারা পৃথিবীর ধনসম্পদ উপার্জনের জন্য ইবাদত করেছে। তৃতীয় দলকে আল্লাহ বলবেন, আমার বড়ত্ব ও ইজ্জতের শপথ! আমার ইবাদতের দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী ছিল? তারা বলবে, দুনিয়া উপার্জন। আল্লাহ বলবেন, নিশ্চয়ই যা জমা করেছ তা তোমার কোনো উপকারে আসবে না এবং তুমি সেখানে ফিরেও যাবে না। ফেরেশতাদের বলবেন, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এবার দ্বিতীয় দলকে বলা হবে, তোমাদের উদ্দেশ্য কী ছিল? তারা বলবে, মানুষকে দেখানো। আল্লাহ বলবেন, মানুষ তো দেখেছে। তোমাদের কোনো ইবাদত আমার কাছে আসেনি। আজকে সেগুলো কোনো উপকারে আসবে না। তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর প্রথম শ্রেণীকে বলা হবে, তোমরা কেন ইবাদত করেছ? তারা বলবেন, আপনার বড়ত্ব ও ইজ্জতের শপথ! আপনি আমাদের থেকে অধিক জানেন। আমরা আপনার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের জন্য ইবাদত করেছি। আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।' (শুয়াবুল ঈমান-৬৮০৮)

দাজ্জালের থেকেও ভয়াবহ ফেতনা : ইবাদতে লৌকিকতার বিপদকে প্রিয়নবী সা: দাজ্জালি ফেতনার থেকে ভয়াবহ ফেতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। একদিন নবীজী সাহাবিদের কাছ এমন সময় এলেন, যখন তারা চুপিসারে কথা বলছিলেন। নবীজী বললেন, 'এই গোপন বৈঠক কিসের? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা দাজ্জালি ফেতনা সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেছিলাম। তখন নবীজী বললেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের থেকেও ভয়াবহ ফেতনা সম্পর্কে জানাব? আর তা হলো, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির স্থান পাওয়ার জন্য ইবাদত করা।' (নাওয়াদেরুল উসুল-১৫২) অর্থাৎ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

জাহান্নাম প্রতিদিন ৪০০ বার আশ্রয় চায় : এটি সুনিশ্চিন্ত বিষয় যে, যারা লৌকিকতাপূর্ণ ইবাদত করবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। শাহর ইবনে হাওসাব রহ: বলেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়া এবং তত-সংশ্লিষ্ট সবকিছু আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হলে তিনি বলবেন, 'এখান থেকে সেগুলো আল্লাহর জন্য, যারা আল্লাহর জন্য ইবাদত করেছে, তাদেরকে পৃথক করো। অন্য সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।' (শুয়াবুল ঈমান-৬৮৪৮) ইমরান-আল-কাসির বলেন, জাহান্নামের এমন একটি উপত্যাকা আছে, যার থেকে অন্যান্য জাহান্নাম প্রতিদিন ৪০০ বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর তা প্রস্তুত করা হয়েছে ইবাদতে লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের জন্য। (শুয়াবুল ঈমান-৬৮৫০) নবীজী বলেছেন, 'তোমরা জুব্বুল হুজন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। তাকে বলা হলো, সেখানে কারা থাকবে? নবীজী বললেন, 'ইবাদতে লৌকিকতা প্রদর্শনকারীরা'। (শুয়াবুল ঈমান-৬৮৫১)

লেখক : শিক্ষা পরিচালক, ভরসা মাদরাসা, রংপুর

রিজিকের মালিক মহান আল্লাহ

আল্লামা মাহমূদুল হাসান

বাংলাদেশের অলেমরা অন্য দেশের আলেমদের তুলনায় অলস। অন্য দেশের আলেমরা বুজুর্গানে দ্বীনের কথাগুলো রেকর্ড করে কাগজে লিখে নোট করে রাখেন। এরপর মানুষকে তা শোনান ও প্রচার করেন এবং নিজেও তা ইয়াদ রাখেন। আর আমাদের দেশের আলেমদের অবস্থা হলো- তারা অন্যজনকে অনুসরণ করতে রাজি নয়। বসে বসে একে-অপরের শুধু দোষত্রুটি অনুসন্ধানেই বেশি ব্যস্ত থাকে। কে এলো, কে গেল তা তাদের উপলব্ধিতে আসে না। এক নাপিত শায়খ আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.)-এর সহচার্যে পাঁচটি আমল শিখেছিলেন। তিনি বললেন, আমার শায়খ আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমার অন্তরে এই অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেল যে, আমি শায়খের জন্য কী করতে পারি? দোয়া করলে তো তিনি তার সওয়াব পাবেনই। আর কী করা যায়? একপর্যায়ে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির হলো যে, শায়খ থেকে আমি তো পাঁচটি আমলের কথা শিখেছি, এটাই মানুষকে শেখাব। শায়খ এতেই বোধ হয় বেশি খুশি হবেন। এভাবে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম নাপিতের চাকরি করার। কারণ নাপিতের চাকরি করলে হজ মৌসুমে মানুষ চুল কাটতে আসবে; যে হাজি চুল কাটাবস্থায় এ আমল করবে না, আমি এই সুযোগে শায়খ হতে প্রাপ্ত ওই পাঁচটি আমলের কথা তাকে বলব। নাপিতের মধ্যে এ রকম মনমানসিকতা এসেছে একমাত্র শায়খের সুহবতের কারণে। সুহবতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে। দুনিয়ার সম্পদ এদের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারে না। সম্পদ অর্জন শরিয়তে নিন্দনীয় নয়। যদি কোনো মাওলানা, ইমাম, মুয়াজ্জিন হালাল পন্থায় মাল উপার্জন করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের দেশে কিছু লোক আছে, তারা আলেম-ওলামাদের একটু বেশি উপার্জনকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। তারা মনে করে এরা দুনিয়াদার। প্রকৃতপক্ষে মাল-সম্পদ অর্জন করা খারাপ নয়। তবে তা হতে হবে ভালো নিয়তে ও হালাল পন্থায়। আলেমদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে লজ্জা লাগে তাই দ্বীনি খেদমত করার সুযোগ পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা চাই। তবে দ্বীনি খেদমতের সুযোগ পাওয়ার পর কোনো কারণ ছাড়াই অর্থ বেশি পাওয়ার আশায় এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে, এক মাদরাসা থেকে অন্য মাদরাসায় চট করে চলে যাওয়া ঠিক নয়। যারা এমন করেন, বুঝতে হবে তারা ইমামতি ও শিক্ষকতাকেই উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। হ্যাঁ, যদি আপনাকে নিয়ে মসজিমাদরাসায় কোনো খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে নিজ থেকে সরে দাঁড়ানোই উত্তম। মুসল্লিদের মধ্যে ইমাম সাহেবকে নিয়ে গিবত হওয়ার চেয়ে নিজ থেকে ঘোষণা দিয়ে চলে যাওয়াই ইমামের জন্য উত্তম। এতে ইমাম সাহেবের সম্মান আরও বেড়ে যাবে। একটি লজ্জাজনক নিয়ম আমাদের দেশে ইমাম মুয়াজ্জিন নিয়োগের জন্য যে অপমানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা আমাদেরই দোষের কারণে। পেপারে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, অমুক মসজিদের জন্য ইমাম, মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেওয়া হবে। অমুক তারিখে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে যথাসময়ে হাজির থাকতে হবে। তবে আমরা বাছাইয়ে যাদের বাদ দেব তাদের কোনো আপত্তি থাকতে পারবে না। দুঃখের কথা হলো, যারা পরীক্ষা নেয় তারা অনেক সময় পরীক্ষার্থীর চেয়েও অযোগ্য হয়। তারা যাকে রাখতে চায় সে যদি অন্য প্রার্থীদের চেয়ে অযোগ্যও হয় তবুও তাকে সহজ সহজ প্রশ্ন করে, চেষ্টা করে রাখার জন্য। আর অন্যজনকে যা-ই প্রশ্ন করে, সবগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে রাখার ইচ্ছা তাদের নেই, প্রশ্ন করেও আটকানো যায় না বিধায় শেষ পর্যন্ত অবান্তর প্রশ্ন করে বলে যে, বলুন তো কাবা শরিফে যে ৩৬০টি মূর্তি ছিল তাদের চেহারার আকৃতি কেমন ছিল? পরীক্ষার্থী এ অবান্তর প্রশ্ন শুনে বলে দেয় যে, আপনার চেহারার মতো ছিল। এটা তার ক্ষুব্ধ মনের বিরক্তির বহির্প্রকাশ। ইমামতির জন্য এমন উত্তর জানা কি প্রয়োজন? ইমামতি করতে গেলে প্রশ্ন করে যে, ডিগ্রি, এমএ পাস কি না? ইংরেজি জানা আছে কি না? যে পরীক্ষার্থী কোরআন শরিফ ভালো পড়তে পারে তাকে দেয় ৫০ নম্বর, আর যে ইংরেজি জানে কিন্তু কোরআন ভালো করে পড়তে পারে না তাকে দেয় ৮০ নম্বর, যে কেরাত ভালো করে পড়তে পারে না তাকে নিয়োগ দেওয়ার পর ওই ইমামের পড়ার দুর্বলতা নিয়ে মুসল্লিদের সঙ্গে ইমামের বা কমিটির লোকের প্রায়ই ঝগড়া বেধে যায়। এ রকম ঘটনা আজ দেশে অহরহ ঘটে চলেছে। দুঃখের বিষয় হলো- এমন ইন্টারভিউতেই আজ আমাদের আলেম সমাজ দলে দলে যাচ্ছে। তাদের এ ব্যাপারে কোনো আত্মমর্যাদাবোধ নেই। যদি তারা গিয়ে এ কথা বলতে পারত যে, আপনারা যারা আমাদের পরীক্ষা নেবেন, দেখি আপনাদের কেরাতের কী অবস্থা? তাহলে হয়তো ওখানে চাকরি হতো না কিন্তু মসজিদ কমিটি সোজা হয়ে যেত। পরিশেষে একটি কথা বলে শেষ করব যে, আমরা যদি সত্যিকার মুমিন হতে পারি তাহলে রিজিকের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আল্লাহপাক করবেন। তা নিয়ে পেরেশানির কোনো কারণ নেই। যারা উম্মতের দরদ নিয়ে সঠিক নিয়তে দ্বীনের কাজ করবেন এবং আল্লাহর বাতলানো পথে রিজিক সন্ধান করবেন আল্লাহপাক তাদের জন্য রিজিকের দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন। তবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা হতে হবে জিকিরের পথে, দাওয়াতের পথে, সুন্নতের পথে। আল্লাহপাক আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন!

লেখক : আমির, আল হাইআতুল উলয়া ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, বাংলাদেশ

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৬	৬:০৮	৭:৪৫	১২:১৮	২:৫১	৪:৪১	৬:১৮
শনিবার	২৭	৬:০৭	৭:৪৪	১২:১৮	২:৫৩	৪:৪৩	৬:২০
রবিবার	২৮	৬:০৬	৭:৪৩	১২:১৮	২:৫৪	৪:৪৫	৬:২২
সোমবার	২৯	৬:০৪	৭:৪১	১২:১৯	২:৫৬	৪:৪৭	৬:২৪
মঙ্গলবার	৩০	৬:০৩	৭:৪০	১২:১৯	২:৫৮	৪:৪৯	৬:২৬
বুধবার	৩১	৬:০১	৭:৩৮	১২:১৯	৩:০০	৪:৫০	৬:২৭
বৃহস্পতিবার	০১	৬:০০	৭:৩৭	১২:১৯	৩:০১	৪:৫২	৬:২৮

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়ে সরে গেলেন ডিস্যান্টিস

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস। সরে যাওয়ার ঘোষণার সময় তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন। ট্রাম্পকে প্রবলভাবে চ্যালেঞ্জ জ ানানোর জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পেতে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, তিনি মনে করছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে জো বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পই যোগ্য।

ডিস্যান্টিস রোববার এক্সে (সাবেক ট্যুইটার) এক ভিডিও পোস্টে বলেন, 'আমার কাছে পরিষ্কার যে রিপাবলিকান প্রাইমারির বেশির ভাগ

ভোটারাই ডোনালড ট্রাম্পকে আরেকটি সুযোগ দিতে চায়।'

আগামী মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রাইমারির আগে এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের জন্য বেশ সহায়ক হবে।

তিনি ট্রাম্পের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করে বলেন, 'করোনাভাইরাস মহামারী এবং অ্যান্থনি ফুচিকে পদোন্নতি দেয়ার মতো ইস্যুতে ডোনালড ট্রাম্পের সাথে আমার দ্বিমত ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প অনেক ভালো। বিষয়টি পরিষ্কার।'

ডিস্যান্টিস রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেতে আগ্রহী অপর প্রার্থী জ াতিসঙ্ঘে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন দূত নিকি হ্যালকে উপহাসও করেন।

ডিস্যান্টিস রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি ও তার মিত্ররা মনোনয়ন পেতে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া গর্ভপাত, স্কুলে বর্ণ ও জেন্ডার ইস্যু শিক্ষা নিয়ে রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণ করে বেশ তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই তাকে সুবিধা দেয়নি।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির উদ্বোধন করলেন মোদি

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : ৩২ বছর আগে উগ্র হিন্দুদের গুঁড়িয়ে দেয়া ৫০০ বছরের বেশি পুরনো ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদের স্থানে নির্মিত বিতর্কিত রামমন্দির জাঁকজমকের সাথে উদ্বোধন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশটির ক্ষমতাসীন দল বিজেপির ৫০ বছরের প্রকল্প অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধন হয়েছে গত সোমবার। মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ সময় রামমন্দিরের প্রধান কক্ষে রামের মূর্তির চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম।

আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, উদ্বোধনকালে মোদির সাথে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আবন্দীবেন প্যাটেল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএএস) প্রধান মোহন ভাগবত। এনডিটিভি বলেছে, আরএসএস ভারতের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আদর্শিক পরামর্শদাতা। অনুষ্ঠানে মোদি ও ভাগবত পরস্পর পাশাপাশি বসে থাকার মাধ্যমে রামমন্দির বিজেপি-আরএসএসের যৌথ প্রকল্প বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি দেশের বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার আমন্ত্রিত সব নেতা। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েও আ সেননি চার শঙ্করাচার্যের কেউই। তাদের মতে, অসমাপ্ত মন্দিরের উদ্বোধন ও সেখানে রাখা বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা

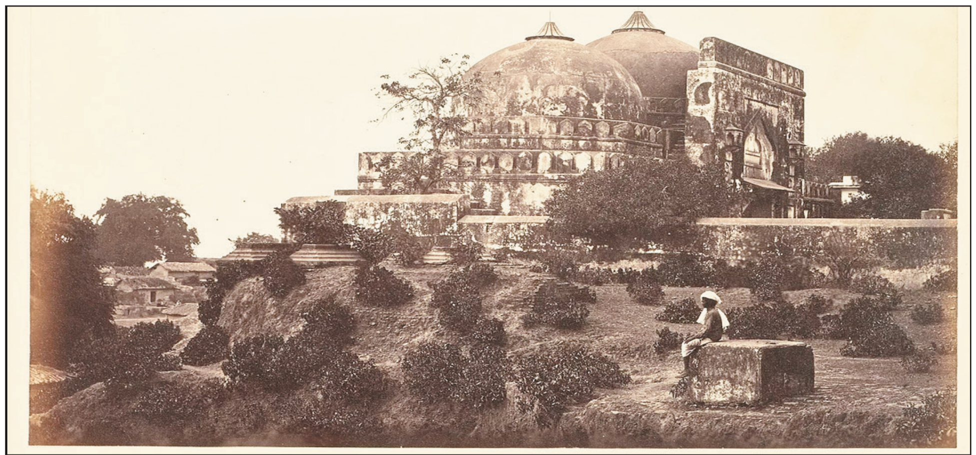

৫০০ বছরের বেশি পুরনো ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদের ছবি, যেস্থানে নির্মিত হলো বিতর্কিত রামমন্দির

হিন্দুমতে অধর্ম। এ ছাড়া তারা প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, মন্দির উদ্বোধনের নামে যা হচ্ছে, তা ধর্ম নয়, পুরোটাই রাজ নীতি।

এই স্থানটিতে একটি মসজিদ ছিল। ১৬ শতকে নির্মিত মসজিদটির নাম ছিল বাবরি মসজিদ। ১৯৯২ সালে উগ্রপন্থী হিন্দুরা মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়ার পর সৃষ্ট দাঙ্গায় প্রায় ২০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল। 'রাম' যেখানে জন্মেছিলেন বলে হিন্দুরা দাবি করে, ঠিক সেই জ ায়গায় এই হিন্দু দেবতার একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরে মুসলিম 'আ ক্রমণকারীরা' মসজিদটি নির্মাণ করেছিল বলে দাবি তাদের। এই মন্দির নির্মাণ মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জ নতা পার্টির (বিজেপি) একটি প্রতিশ্রুতি। ৩৫ বছরের পুরনো এই বিতর্কিত রাজ নৈতিক ইস্যুতে ভর করেই বিজেপি প্রাধান্য বিস্তার করেছে ও ক্ষমতায় এসেছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

তবে মন্দির উদ্বোধনের এই বিশাল আ য়োজন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন ভারতের কিছু হিন্দু ধর্মগুরু ও অধিকাংশ বিরোধী দল। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য মোদি এই মন্দির নির্মাণ ও এর উদ্বোধনকে ব্যবহার করছেন বলে মত তাদের।

কয়েক বছর ধরে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ধর্মীয় বিভাজননীতি যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, রামমন্দির উদ্বোধনের পর থেকে তা আরো প্রকট হওয়ার আশঙ্কা করছেন অযোধ্যার মুসলিমরা।

ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবরের নির্দেশে তার সেনাপতি মীর বাকি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যা পরিচিতি পায় 'বাবরি মসজিদ' নামে। মোগল আমলের শেষে উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল শুরু হওয়ার পর ১৯৮৫ সালে প্রথম মসজিদ ভবনের বাইরে হিন্দুদের দেবতা শ্রী রামের শৈশবকালীন মূর্তি 'রামলালা' স্থাপনের অনুমতি চেয়েছিলেন জনৈক হিন্দু সাধু মোহন্ত রঘুবীর দাস; কিন্তু তার সেই আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিতর্ক চলার পর ১৯৯২ সালে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আদর্শিক অভিভাবক সংস্থা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে ঘর (আরএসএস) নেতৃত্বে একদল উগ্র করসেবক (আরএসএসের কর্মিবাহিনী) বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। এ ঘটনার জেরে শুরু হওয়া ভয়াবহ দাঙ্গায় নিহত হয়েছিলেন অন্তত দুই হাজার মানুষ। এই নিহতদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন মুসলিম।

অযোধ্যার বাসিন্দা ৬৫ বছর বয়সী মাওলানা বাদশাহ খান মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে জানিয়েছেন, ৩২ বছর আগের সেই ভয়াবহ দাঙ্গার ক্ষত এখনো ভুলতে পারেননি অনেক মুসলিম। মন্দির উদ্বোধনের দিন বাড়ি থেকে বের হবেন না বলেও জানান তিনি। সিএনএনকে বাদশাহ খান বলেন, 'আমরা যতই নীরব থাকি না কেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ক্ষত কখনো শুকাবে না। নতুন ভারতে মুসলিমদের অবস্থান আসলে কোথায়- রামমন্দির তার সর্বশেষ উদাহরণ।'

১৯৯২ সালের দাঙ্গায় নিজের পরিবারের দুই সদস্যকে হারানো হাজী মাহবুব বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে যে হারে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন দেখা দিয়েছে, আমার ভয় হচ্ছে হয়তো আর কিছুদিন পর অযোধ্যা থেকে মুসলিমদের বহিষ্কার করা হবে। অযোধ্যা থেকে নির্বাচিত ক্ষমতাসীন বিজেপির সংসদ সদস্য লাল্লু সিং অবশ্য এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে তিনি বলেন, 'সবার নিরাপত্তা দেয়া হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারো আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

তার কথায়, 'যেভাবে অযোধ্যার অন্য বাসিন্দারা থাকছেন, সংখ্যালঘুরাও সেভাবেই থাকেন, থাকবেন। নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখি আমরা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যা কাজ করছেন, সবার উন্নতির জন্যই করছেন।'

'সেখানে কেউ এটা বলতে পারবে না যে, এই ধর্মের মানুষের জন্য বাড়তি কিছু করা হয়েছে বা অন্য ধর্মের জন্য কম করা হয়েছে। আমাদের সংগঠন কখনোই আ মাদের বলেনি যে, কারো থেকে দূরত্ব বজ ায় রেখে চলো, কারণ ভারতের নাগরিক তো সবাই।'

তবে লাল্লু সিংয়ের কথায় ভরসা পাননি হাসান আলী। ১৯৯২ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার সময় নিজের পরিবার-পরিজ নকে হারিয়েছেন তিনি। আত্মরক্ষার জন্য স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে আশ্রয় নেয়া হাসান আলীর বয়স সে সময় ছিল মাত্র ৯ বছর।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২৪

গর্ভপাতে রাজি জো বাইডেন, বিরুদ্ধে ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : প্রচার-প্রচারণায় জমে উঠেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২৪। একেক দিনে একেক ইস্যুতে উত্তাল দুই বিরোধী শিবির ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান। সোমবার ছিল গর্ভপাত নিয়ে। দেশটির সবচেয়ে বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয়টিতে শুরু থেকেই দুদলই দুই মেরুতে।

গর্ভপাতে রাজি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্র্যাট দল। অন্যদিকে বিরুদ্ধে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের রিপাবলিকান। আসন্ন নির্বাচনে ট্রাম্পকে নারী ভোটারদের কাছে ধরাশায়ী করতে গর্ভপাতকেই প্রচার এজেন্ডা হিসেবে বেছে নিল ক্ষমতাসীন ডেমেক্র্যাট। এএফপি।

যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাতকে বৈধ করতে সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক 'রো বনাম ওয়েড' সিদ্ধান্তের ৫১তম বার্ষিকীতে সোমবার এই বিষয়ে দেশব্যাপী সফর শুরু করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। সোমবার প্রথমদিনেই আ সেন উইসকনসিনে। নারীদের প্রজনন অধিকার নিয়ে বক্তৃতা দিতে যাবেন ভার্জিনিয়ায়। একটি বড় সমাবেশে অংশ নেবেন। কমলা হ্যারিসের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও থাকবেন সেখানে। সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন এবং হ্যারিসের স্বামী 'সেকেন্ড জেন্টলম্যান' ডগলাস এমহফও।

রো বনাম ওয়েড ৪১০ ইউ.এস. ১১৩ (১৯৭৩), মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। 'যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সাধারণত গর্ভপাতের অধিকারকে রক্ষা করে' এ সম্পর্কিত একটি রায় দেওয়া হয়েছিল সেসময়। পরবর্তী সময়ে ২০২২ সালে ট্রাম্প সুপ্রিমকোর্টের তিন বিচারপতিকে মনোনীত করেছিলেন যারা রো বনাম ওয়েডকে বাতিল করার জন্য ভোট দিয়েছিলেন।

নিউউয়র্ক টাইমসরে প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদালতের সিদ্ধান্তের পর থেকে ১৪টি মার্কিন রাজ্য গর্ভপাতের ওপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর অন্য সাতটি রাজ্য সময়সীমা আরোপ করেছে।

ভার্জিনিয়ার সমাবেশে বাইডেন এবং অন্য বক্তারা ২০২৪ সালে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন জাতীয় গর্ভপাতের নিষিদ্ধের হুমিকসহ 'প্রজনন স্বাধীনতা কি ঝুঁকির মধ্যে আছে' তা নিয়ে কথা বলবেন। এর আগে শুক্রবার দেওয়া এক বিবৃতিতে হ্যারিস বলেছিলেন, 'ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় নির্বাচিত হলে তিনি প্রতিটি রাজ্যে গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞার এই আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী নেতা পুতিন

ঢাকা ডেস্ক, ২২ জানুয়ারি : বিশ্বের সবচেয়ে ধনী নেতা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার ব্যবহার করা জিনিসপত্রের মোট মূল্যই এই বিশাল হিসাবের বড় প্রমাণ। মার্কিন গ্লোবাল বিজনেস ম্যাগাজিন ফরচুনের বরাত দিয়ে রোববারের প্রতিবেদনে এএফপি জানিয়েছে, পুতিনের ব্যক্তিগত সম্পদের মোট মূল্য বর্তমানে ২০০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

তবে পুতিন শুধু তার বার্ষিক বেতন এক লাখ ৪০ হাজার ডলার, একটি ৮০০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্ট, একটি ট্রেলার এবং তিনটি গাড়ির মালিকানা স্বীকার করেছেন।

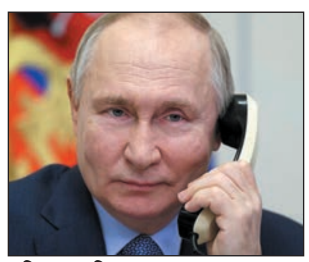

পুতিনের কথিত সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে বিলাসবহুল হলো কৃষ্ণসাগরের প্রাসাদ, যা সাধাণরত 'পুতিনের কান্ট্রি কটেজ' নামে ডাকা হয়। এতে রয়েছে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত গ্রিক দেবতাদের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত একটি মার্বেল সুইমিং পুল, একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার, একটি অত্যাধুনিক আইস হকি রিংক, একটি ভেগাস-স্টাইলের ক্যাসিনো এবং এমনকি একটি নৈশক্লাব। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে ৫ লাখ ডলার মূল্যের ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র, ৫৪ হাজার ডলার মূল্যের একটি বার টেবিল। তার বাথরুমে ৮৫০ ডলার মূল্যের ইতালিয়ার টয়লেট ব্রাশ এবং ১ হাজার ২৫০ ডলার মূল্যের টয়লেট পেপার হোলডার।

এছাড়া এই প্রাসাদটিতে ৪০ জন কর্মীকে বার্ষিক ২ মিলিয়ন ডলার পারিশ্রমিক প্রদান করতে হয়। পুতিনের সম্পদের তালিকায় আরও আছে ১৯টি বাড়ি, ৭০০টি গাড়ি, ৫৮টি বিমান, হেলিকপ্টার এবং একটি ৭১৬ মিলিয়ন ডলারের ব্যক্তিগত বিমান।

অযোধ্যায় উদ্বোধন হওয়া রামমন্দির কেন বিতর্কিত

আরিশা লোদি

সোমবার অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ভারতের শেয়ারবাজার বন্ধ রাখা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলো অর্ধদিবসের জন্য খোলা ছিল। ভারতজুড়ে পার্টির আয়োজন করা হয়। লাখ লাখ ভারতীয়র চোখ ছিল একটি কর্মসূচিতে–অযোধ্যায় হিন্দু দেবতা রামমন্দিরের উদ্বোধন। সোমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্দিরটি উদ্বোধন করতে পুরোহিতদের সঙ্গে যোগ দেন। এ কর্মসূচি মার্চ থেকে মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে, তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির ফের নির্বাচিত হওয়ার প্রচারণার সূচনা হিসেবে কাজ করছে।

রামমন্দিরের দায়িত্বে থাকা ট্রাস্ট আনুমানিক ৭ হাজার মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেখানে রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, তারকা খেলোয়াড় ও অন্য ব্যক্তিরা ছিলেন। নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার রামমন্দির উদ্বোধন কর্মসূচিকে জাতীয় উদযাপন হিসেবে তুলে ধরেছে। যদিও এ মন্দিরের ইতিহাসকে অনেকে আধুনিক ভারতের অন্ধকার অধ্যায়গুলোর অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। এটি দেশের রাজনীতিকে ভিন্নরূপ দিয়েছে এবং সমাজে গভীর ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করেছে। এ মন্দিরের স্থানের সঙ্গে নিপীড়নের ইতিহাস যুক্ত। সে কারণেই এটি ঘিরে এত বিতর্ক।

রামমন্দির স্থাপনের পেছনে বিতর্ক কী?

মন্দিরটি উত্তর ভারতীয় শহর অযোধ্যায় বিবাদপূর্ণ জমিতে তৈরি হচ্ছে। অনেক হিন্দু বিশ্বাস করে, এ জায়গাটি রামের জন্মস্থান ছিল। হিন্দু ধর্মমতে, রাম হলেন এমন দেবতা, যাকে সবচেয়ে বেশি উপাসনা করা হয়। তিনি মন্দকে পরাজিত করে ভালোর পক্ষে বিজয়ের প্রতীক। যদিও ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত বর্তমান রামমন্দিরের স্থানে তখন ছিল বাবরি মসজিদ। ১৫২৮ সালে নির্মিত ওই মসজিদটি মুঘল সম্রাট বাবরের নামে ছিল। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে উগ্রবাদী প্রচারণার পর ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের একটি দল ওই দিন মসজিদটি ভেঙে ফেলে।

অনেক বছর জায়গাটিতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন–এ জায়গাটি একটি ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করতে হবে, যারা সেখানে হিন্দু মন্দির নির্মাণকাজ তদারকি করবে। একই সঙ্গে অযোধ্যার উপকণ্ঠে ধন্নিপুরে একটি পৃথক জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়, যাতে বাবরি মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সেখানে মুসলমানদের একটি মসজিদ নির্মাণ করা যায়। মসজিদটির নির্মাণ অবশ্য এখনও শুরু হয়নি। লেখক ও একাডেমিক ব্যক্তিত্ব অপূর্বানন্দ বলেন, 'সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে এখন আমরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় বিভাজন তৈরির নীতি প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে তারা পাশাপাশি বাস করতে না পারে।' অন্য স্থানে ৫ একর জায়গায় মসজিদ তৈরির নির্দেশনার কারণে একে তিনি '৫ একরের ন্যায্য' রায় হিসেবে দেখেছেন। ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী এ রায়ে আনন্দিত হয়। অন্যরা এর সমালোচনা করে। তাদের যুক্তি, এ রায়ের কোনো আইনি ভিত্তি নেই এবং এর মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক নীতিতে আপস করা হয়েছে।

স্থানীয়রা এও তুলে ধরেছে, ঐতিহাসিকভাবে অযোধ্যায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। এমনকি বাবরি মসজিদের ওই স্থানেও। কিন্তু ওই রায়ের ফলে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এটি সারাদেশে ডানপন্থি হিন্দুদের অন্য মসজিদ ধ্বংসের জন্য একই ধরনের চেষ্টাকে উৎসাহিত করছে। অপূর্বানন্দ যেমনটা বলেছেন, সোমবারের রামমন্দির উদ্বোধন কর্মসূচি বস্তুত 'এটি হিন্দুদের তাদের ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের ইচ্ছার হাতে তুলে দেওয়ার চূড়ান্ত ঘোষণা।' আরএসএস হলো বিজেপি এবং তার অতি ডানপন্থি শরিক সংগঠনগুলোর মুরব্বি সংগঠন। মন্দিরের উদ্বোধন স্থানকে হিন্দু উপাসনার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়। অথচ বছরের পর বছর এ স্থানটি নিয়ে আইনি লড়াই চলে এবং এমনকি এই জমি নিয়ে দাঙ্গাও সংঘটিত হয়।

রামমন্দির নিয়ে সংঘাতের ঘটনাপ্রবাহ

রামমন্দিরের জায়গা নিয়ে সংঘাতের প্রথম ঘটনা ঘটে ১৮৫৩ সালে। তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের এক দল দাবি করে, সম্রাট বাবরের আমলে এ বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এর পর ১৮৫৯ সালে উত্তেজনা বিশেষ গতি পায়, যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা স্থানটিকে আলাদা অংশে বিভক্ত করে–মসজিদের ভেতরের অংশ মুসলমানদের জন্য এবং বাইরের অংশ হিন্দুদের জন্য। ১৯৪৯ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতার মাত্র দুই বছর পর মসজিদটি বিতর্কিত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পুলিশি প্রতিবেদন বলছে, তখন মসজিদে হিন্দুদের মূর্তি আনা হয় এবং এর ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর পর মসজিদটিতে কোনো মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেনি। ১৯৫০ সালে উভয় সম্প্রদায় জায়গাটি তাদের দাবি করে বেশ কয়েকটি দেওয়ানি মামলা করে। যদিও শেষ পর্যন্ত আদালতের বাইরেই বাবরি মসজিদের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়েছিল।

ভারতীয় রাজনীতিতে যে বিজেপি এখন আধিপত্য বিস্তার করে আছে, ১৯৮০-এর দশকে এটি অগুরুত্বপূর্ণ দল ছিল। তবে বিজেপি মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণের জন্য দেশব্যাপী প্রচারণা চালিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক চমক তৈরি করে। এর নেতৃত্বে ছিলেন দলটির তৎকালীন প্রধান লালকৃষ্ণ আদভানি, যিনি পরে ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী (১৯৯৮-২০০৪) হিসেবে কাজ করেন। বিজেপি ও তার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ মিত্রদের চাপে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে বাবরি মসজিদের তালা খোলার জন্য আদালতের রায় মেনে নেন। এটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন গ্রুপের উত্তেজনায় আরও ঘি ঢেলে দেয়।

১৯৯০ সালে আদভানি রামমন্দিরের দাবিতে ভারতের কেন্দ্রস্থলে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। নরেন্দ্র মোদি তখন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটের এক তরুণ ও উদীয়মান কর্মী। তিনি তখন বিজেপির সেই আন্দোলন সংগঠনে সহায়তা করেছিলেন। এর পর ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে। এর পরবর্তী দাঙ্গায় সারা ভারতে প্রায় ২ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আদালতে কয়েক বছর ঝুলে থাকার পর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে যুগান্তকারী রায় দেন। আদালত স্বীকার করেছেন–১৯৪৯ সালে বাবরি মসজিদে মূর্তি আনা এবং ১৯৯২ সালে মসজিদটি ভেঙে ফেলা উভয়ই অপরাধ ছিল। তার পরও সেই অপরাধের ব্যাপারে কোনো শাস্তির কথা না বলে আদালত যে রায় দিয়েছিলেন, সেখানে 'কোনো অনুশোচনা না দেখে হতাশ' হয়েছে ভারতীয় মুসলমানরা। অপূর্বানন্দ বলেছেন, স্বাভাবিকভাবে তারা এটা অনুভব করেছে, তাদের যৌক্তিক উদ্বেগ আমলে নেওয়া হয়নি।

রামমন্দিরের অবস্থান ঠিক কোথায়?

অযোধ্যার পাশ দিয়ে বয়ে চলা সরযূ নদীর তীরে রামমন্দিরটি নির্মিত হচ্ছে। অযোধ্যার কথা প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে। অযোধ্যা ভারতের উত্তরে এবং সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। দাপ্তরিকভাবে এটি শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির নামে পরিচিত, যা নাগারা স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। উত্তর ভারতে এমনটি সাধারণ শৈলী। আর মন্দিরে যাওয়ার জন্য লম্বা খাড়া পাথরের সিঁড়ি আছে।

রামমন্দির কীভাবে মোদি ও ভারতের ২০২৪ সালের নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত?

বাবরি মসজিদ যেখানে ছিল, সেখানে রামমন্দির তৈরি করা বিজেপির তিনটি মূল প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল। অন্য দুটি প্রতিশ্রুতি ছিল, জম্মু ও কাশ্মীরের আধা-স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদার অবসান, যা ২০১৯ সালে বাতিল করা হয়েছে এবং আরেকটি ব্যক্তিগত আইনের জন্য অভিন্ন নাগরিক বিধি।

রামমন্দির উদ্বোধনের মাধ্যমে বিজেপির দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি পূরণ হলো। মন্দিরটি এমন সময়ে উদ্বোধন হলো, যখন কয়েক সপ্তাহ পরই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভারতের জাতীয় নির্বাচন। রামমন্দির আন্দোলন বিজেপিকে এরই মধ্যে রাজনৈতিকভাবে অনেক লাভবান করেছে। ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ তথা লোকসভায় ১৯৮৪ সালে বিজেপি ৫৪৩ আসনের মধ্যে মাত্র দুটিতে জিতেছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের এক দশকের মাত্র কিছু সময় পর ১৬১ আসন লাভের মাধ্যমে দলটি ভারতের এককভাবে বৃহত্তর দলে পরিণত হয়। যদিও প্রথম মেয়াদে বিজেপি মাত্র ১৩ দিন টিকে ছিল। কারণ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে দলটির সংশ্লিষ্টতা থাকায় তাদের সঙ্গে অন্য দলগুলো জোট করতে অস্বীকৃতি জানায়। সরকার গঠন করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে বিজেপির তখন সংসদে ২৭২টি আসনের প্রয়োজন ছিল।

যদিও বিজেপির হিন্দু জাতীয়তাবাদ 'ব্র্যান্ড' ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা পায়। দলটি ১৯৯৮ সালে আবার ক্ষমতায় আসে এবং শরিকদের মিলে এটি ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতে ক্ষমতায় ছিল। এক দশক ক্ষমতার বাইরে থাকলেও নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দলটি ফের ব্যাপক শক্তি নিয়ে ক্ষমতায় আসে। মোদি হলেন বিজেপির সবচেয়ে বীরদর্পী নেতা। সোমবার রামমন্দির নির্মাণের মাধ্যমে মোদি আবারও তাঁর শাসনকাল দীর্ঘায়িত করার প্রত্যাশা করছেন।

আরিশা লোদি: আল-জাজিরার সাংবাদিক।

১ম, ৩য় ও শেষ পৃষ্ঠার পর ...

সৌদিতে কূটনীতিকদের জন্য খুলছে মদের দোকান

দোকানটি রিয়াদের কূটনৈতিকদের আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে দূতাবাস রয়েছে এবং কূটনীতিকরা থাকেন। শুধুমাত্র অমুসলিম কূটনীতিকরা এ মদ কিনতে পারবেন, নথিতে বলা হয়েছে। নথিতে আরো বলা হয়েছে, কূটনৈতিকদের অ্যালকোহল পেতে হলে প্রথমে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাদেরকে ক্লিয়ারেন্স কোড দেওয়া হবে। মাসে কি পরিমাণ অ্যালকোহল কিনতে পারবেন তাও নির্ধারণ করে দেওয়া। সৌদি বাদশা প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের মদের দোকান খুলে দেওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে কথা হচ্ছে। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশটিতে এতদিন মদ বিক্রি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এখন পর্যটন ও ব্যবসার স্বার্থে এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সৌদি আরব।

এছাড়া এটি সৌদি আরবের ভিশন-২০৩০ এরও একটি অংশ। সৌদির অর্থনীতিকে তেল বাণিজ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনারও অংশ।

উপজেলা নির্বাচনেও যাবে না বিএনপি

রয়েছে। তার ওপর আওয়ামী লীগের একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকবে। এতে বিএনপি'র অনেক নেতার বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির একাধিক নেতা জানিয়েছেন, উপজেলা নির্বাচন নিয়ে দলীয় ফোরামে এখনো আলোচনা হয়নি। শিগগিরই স্থায়ী কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এর আগে ২০১৪ সালে জাতীয় নির্বাচন বর্জনের পর উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল বিএনপি। ওই নির্বাচনে শতাধিক উপজেলায় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছিলেন।

এদিকে গতকাল নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া সোমবার রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গণমাধ্যমকে বলেছেন, আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক নৌকা দেয়া হবে না।

বিএনপি'র সিনিয়র এক নেতা জানান, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী দেয়ায় আওয়ামী লীগের মধ্যে এখন চরম কোন্দল বিরাজ করছে। নির্বাচনের পর প্রতিটি জেলা-উপজেলায় আওয়ামী লীগের এখন দুই-তিন গ্রুপ। দলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীক রাখেনি তারা। বিরোধ এড়াতে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তবে বিএনপিও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনো পর্যায়ের নির্বাচনে যাবে না। কারণ তারা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনোভাবে ভোট সুষ্ঠু হবে না। কারণ যেই প্রার্থী হোক না কেন সিদ্ধান্ত এক জায়গা থেকে আসবে। আর সেটা বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন কমিশন। তবে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না দিয়ে উন্মুক্ত করে দেয়ায় সরকারি দলের একাধিক প্রার্থী থাকবে। সেক্ষেত্রে বিএনপি'র যেসব নেতার এলাকায় অবস্থান আছে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। তাই বিএনপি দলীয়ভাবে না গেলেও দলের কোনো নেতা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হতেও পারেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি'র এক নেতা জানান, স্থানীয় নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচন ভিন্ন প্রেক্ষাপট। স্থানীয় নির্বাচনে অংশ না নিলে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ধরে রাখা কঠিন। এ নির্বাচন নির্ভর করে স্থানীয় ভিতের উপর। বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে অংশ না নিলেও স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মীরা সরব হবে। আর যেহেতু এ নির্বাচনে দলীয় প্রতীক থাকবে না, তাই উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপি'র আরেক নেতা বলেন, নির্বাচন নিয়ে বরাবরই নেতাকর্মীদের একটি আগ্রহ থাকে। আর প্রতীক না থাকলে আগ্রহটা বাড়বে। যেহেতু জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে এ নির্বাচনের পার্থক্য আছে। তাই উপজেলা নির্বাচনে গেলে বিএনপি'র জন্য, বিশেষ করে তৃণমূলে যারা আছেন তারা চাঙ্গা হবেন।

বিএনপি'র একজন সহদপ্তর সম্পাদক বলেন, জাতীয় নির্বাচনের মতো উপজেলা নির্বাচনও মানুষ বর্জন করবে।

এদিকে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনো পর্যায়ের নির্বাচনই সুষ্ঠু হবে না। তাই বিএনপি জাতীয় নির্বাচন যেভাবে বর্জন করেছে উপজেলা নির্বাচনও সেভাবে বর্জন করবে। দলের কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে যারা অংশ নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। উপজেলা নির্বাচন নিয়ে এখনো দলীয় ফোরামে আলোচনা না হলেও আমি যতটুকু জানি আগের সিদ্ধান্তই এখনো বলবৎ আছে।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, উপজেলা নির্বাচন নিয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি।

ইসরায়েলের হয়ে গাজায় গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়েছে যুক্তরাজ্য

উপত্যকায় ৫০ বারেরও বেশি সময় গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়েছে যুক্তরাজ্য। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং মিডিয়া সংগঠন 'ডিক্লাসিফাইড ইউকে' এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থাটি বলেছে, নজরদারিতে ব্যবহার করা হয়েছে স্যাডো আর-১ নজরদারি বিমান। সাইপ্রাসে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের বিতর্কিত আকরোতিরি বিমান ঘাঁটি থেকে বিমান উড্ডয়ন করে গাজার ওপর এসব নজরদারি চালানো হয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা যুক্তরাজ্যের সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল গাজায় কতটি নজরদারি ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়েছে এবং কী ধরনের তথ্য ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি সরকার। যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনী গত ডিসেম্বরে জানিয়েছিল, তারা গাজায় শুধুমাত্র জিম্মিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাবে।

তবে সংস্থাটির দাবি, শুধুমাত্র জিম্মিদের তথ্য সংগ্রহের জন্য এতবার নজরদারি চালানো হয়নি। তারা বলেছে, 'অত্যাধিক নজরদারি ফ্লাইট এবং এটি বিবেচনা করে যে, জিম্মিদের গাজায় নিয়ে যাওয়ার দুই মাস পর তাদের খুঁজে বের করতে নজরদারি চালানোর বিষয়টি সন্দেহ তৈরি করেছে, যুক্তরাজ্য শুধুমাত্র জিম্মিদের খুঁজে বের করতে সেখানে নজরদারি চালায়নি।'

গত ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন জানিয়েছে এবং সাধারণ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সরাসরি অস্ত্র সরবরাহ করেছে। সূত্র: আলজাজিরা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাংকার খোঁড়ার সময় এসে গেল কি?

মার্ক লেসি

ইউরোপে নিরাপত্তা ও সেখানে নিরাপদে বাস করার বিষয়টি ব্যাপক হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে কি? ব্যাপারটিতে ইউরোপীয়দের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত? যেভাবে নানা দিক থেকে সতর্কবার্তা আসছে, সে ধরনের কিছু ঘটলে বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ফাঁস হওয়া নথিতে বলা হচ্ছে, বার্লিন মনে করছে, রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, ২০২৫ সাল নাগাদ ইউরোপে সেই যুদ্ধ নিয়ে যেতে চায়। ন্যাটোর সঙ্গে একটা বড় যুদ্ধ শুরু করতে চায় মস্কো। যথেষ্ট উদ্বেগ আছে যে রাশিয়া নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়াতে চায় এবং আক্রমণ করে উদারবাদী রাষ্ট্রগুলোতে হকচকিত করে দিতে চায়। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভ্লাদিমির পুতিন নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান, তার পরম্পরা সৃষ্টি করতে চান।

সুইডেনের রাজনীতিবিদেরা তাঁদের নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে তাঁরা যেন তাঁদের ভূখণ্ডে সম্ভাব্য একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। অন্যরা, যেমন নেইল ফার্গুসনের মতো ঐতিহাসিকেরা বলছেন, 'বিশ্বব্যবস্থাকে উলটে-পালটে দিতে পারে, এমন ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে আমাদের।' সুতরাং বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানির মতো অভিজ্ঞতার (যে ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের বেশির ভাগেরই নেই) মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?

একটা বিষয় হলো, যুদ্ধবিষয়ক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ডেটারেন্স (বিরত রাখা) তত্ত্ব ও এর অনুশীলন। খুব সরলভাবে বললে, অন্য কোনো দেশের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ ও আগ্রাসন ঠেকানোর উপায় কী, তা নিয়ে আলোচনা করে এই তত্ত্ব।

অনেকে যুক্তি দিতে পারেন, নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে পরাশক্তিগুলো একে অপরের সঙ্গে লড়াই করা থেকে বিরত থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা বলতে পারেন, পারমাণবিক যুদ্ধ হলে তার যে ভয়াবহ পরিণতি হবে, সে কথা চিন্তা করে বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো যুদ্ধে না-ও জড়াতে পারে। আমাদের সবার সামনে বিশ্বযুদ্ধের যে হুমকি ঝুলছে, তা নিয়ে নানা গল্প ও ঘোষণা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে এর সবকিছুই তথ্যযুদ্ধের কৌশল। একুশ শতকে সব সংঘাতের ক্ষেত্রে তথ্যযুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও রয়েছে। সেটি হলো ফাঁদে ফেলে বিরত রাখা। এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বন্ধুবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। যে দেশে নিজেদের ছেলেমেয়েরা পড়ছে কিংবা যে দেশে নিজেদের বিনিয়োগ রয়েছে, সেসব দেশে কেউ হামলা করতে আগ্রহী হবেন না।

কিন্তু এরপরও বিশ্বে এখন পরাশক্তিগুলোর এমন কিছু ভূরাজনৈতিক ও ভূখণ্ডগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে তার চড়া মূল্য বিশ্বকে চুকাতে হতে পারে। তাতে বিশ্বযুদ্ধ কিংবা পারমাণবিক যুদ্ধের মতো ভয়াবহ কিছুও ঘটতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বের আগের কয়েক প্রজন্মের ক্ষেত্রে নিজেদের 'ভালো জীবন' ধ্বংস হয়, এমন কিছু কল্পনা করাও অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যবস্থা উলটেপালটে দিতে পারে, এমন সব যুদ্ধ এখন একেবারে সন্নিকটে। আর কতিপয় নেতা বিশ্বায়নের ফল ভোগ করার জন্য নিজেদের বিনিয়োগ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ধ্বংস করতেও পিছপা হচ্ছেন না।

সংঘাতের ধূসর অঞ্চল

আন্তর্জাতিক সংঘাতের ধরন ও মাত্রাও বদলে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৫ বছর ধরে বিশ্বে একটি প্রভাবশালী বিতর্ক হলো, আন্তর্জাতিক সংঘাতে একটা 'ধূসর এলাকা' বিরাজ করছে। এর অর্থ এই যে এমন সব পালটাপালটি পদক্ষেপ ও প্রস্তুতির সন্ধিক্ষণে দেশগুলো দাঁড়িয়ে, যেকোনো মুহূর্তে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্প্রতি এ রকম একটি সন্ধিক্ষণ তৈরি হয়েছে ইউক্রেন-রাশিয়ার আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা অব্যাহতভাবে এই সংঘাতকে এমনভাবে হাওয়া দিচ্ছে, যেন সেটি রাশিয়ার সঙ্গে ন্যাটোর যুদ্ধে রূপ নেয়।

আমাদের সবার সামনে বিশ্বযুদ্ধের যে হুমকি ঝুলছে, তা নিয়ে নানা গল্প ও ঘোষণা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে এর সবকিছুই তথ্যযুদ্ধের কৌশল। একুশ শতকে সব সংঘাতের ক্ষেত্রে তথ্যযুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

২০২৩ সালে আমরা দেখতে পেলাম, কীভাবে গুজব, অপতথ্য, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও সাইবার-অন্তর্ঘাতের মতো ঘটনা জনমনে অনিশ্চয়তা ও দেশে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। সামনের দিনগুলোতে উদারবাদী বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়ত সাইবার হামলা মোকাবিলা করতে হবে।

একটা বিষয় হলো, উদারবাদী বিশ্ব নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বড় কোনো যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে উদারবাদী বিশ্বের বাইরে থেকে সে ধরনের যুদ্ধ শুরু হতে পারে, যে যুদ্ধ কিনা গত শতকের চেয়ে ভয়াবহ ধ্বংস ও দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে।

তাহলে কি এই দশক শেষ হওয়ার আগেই যে মহাবিশৃঙ্খলা আসতে চলেছে, তা থেকে নিজেদের লুকানোর জন্য এখনই বাংকার খুঁড়তে হবে আমাদের? আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ স্টিভেন পিংকারের তত্ত্ব উদারবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নাগরিকদের মহাবিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচানোর একটা পথ দিতে পারে। স্টিভেন পিংকারের তত্ত্বের মূল বিষয় হলো, ফাঁদে ফেলে বিরত রাখা। এর মাধ্যমে ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে যুদ্ধের উত্তেজনা কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আগাম ধারণা সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ।। আর আমরা এমন একটি ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় আছি, যেখানে আগের সব অনুমান ও প্রত্যাশা বদলে যেতে পারে।

বিশ্ব এমন একটি নাটকীয় ও অনিশ্চিত রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রযুক্তি, ভূরাজনীতি, কৌশল ও নতুন নতুন খেলোয়াড়েরা এসে ভিড় করছেন। এখানে অতীতের যুদ্ধের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে সবটা শিক্ষা নিলে ভুল হবে।

রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকেরা এমন সব ভুল কৌশল নিতে পারেন কিংবা ভুল হিসাব কষতে পারেন, তাতে ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে।

সুতরাং প্রযুক্তি খাতের শতকোটিপতিরা যদি তাদের অর্থ পানিতে ফেলতে চায়, তাহলে তাদের উচিত বাংকার খুঁড়তে শুরু করা। এরপরও বিশ্বজুড়ে আরেকটি যুদ্ধ বেঁধেই যায়, তাহলে বিশ্ববাসীকে এমন এক প্রলয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে, যেটা তারা কখনোই দেখেনি।

মার্ক লেসি : যুক্তরাজ্যের ল্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি, দর্শ ও ধর্মের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত।

মেটাভার্স কি হতে চলেছে ভবিষ্যতের অন্ধকার জগৎ

বি এম মইনুল হোসেন

এ বছরের শুরুর দিকে অভূতপূর্ব এক ঘটনা ঘটে গেল যুক্তরাজ্যে। ব্রিটিশ পুলিশ প্রথমবারের মতো ভার্চুয়াল জগতে ধর্ষণের শিকার অপ্রাপ্তবয়স্ক এক কিশোরীর করা অভিযোগের তদন্ত শুরু করে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) হেডসেট পরে মেটাভার্সে মগ্ন ছিল গেম খেলায়। সেই মেটাভার্স বা ভার্চুয়াল জগতে কয়েকজন মিলে মেয়েটির অ্যাভাটার বা অবতার আক্রমণ করে দলগতভাবে ধর্ষণ করে। (দ্য গার্ডিয়ান, ৫ জানুয়ারি ২০২৪)

মনে হতে পারে, যে জিনিসের বাস্তবে অস্তিত্বই নেই, সে জিনিসের এত গুরুত্ব কেন। ব্যাপারটি সম্ভবত বাস্তব-অবাস্তবের নয়, ব্যাপারটি হলো অনুভূতির। আমরা যে স্বপ্ন দেখি, সেটি কিন্তু বাস্তবে ঘটে না, তবু সেটির প্রভাব থাকে; স্বপ্ন দেখে মানুষ আনন্দিত হয়, ব্যথিত হয়। একইভাবে আলোচিত ভার্চুয়াল জগৎ বা মেটাভার্স প্রভাব রাখতে পারে অনুভূতিতে, কারণ হতে পারে আনন্দ-বেদনার।

১৯৯২ সালে নিল স্টিভেনসনের স্নো ক্র্যাশ নামক কল্পবিজ্ঞান বইয়ের মাধ্যমে প্রথম আসে 'মেটাভার্স' শব্দটি। জনপ্রিয়তা লাভ করে ২০২১ সালে 'ফেসবুক' নাম পরিবর্তন করে 'মেটা' রাখার পর। 'মেটা' ও 'ইউনিভার্স' শব্দের সমন্বয়ে তৈরি মেটাভার্সের শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায় 'মহাবিশ্বের বাইরে'।

কোনও দেশের আইন প্রয়োগ হবে সেখানে ঘটে যাওয়া অপরাধের? হঠাৎ করে বাস্তব আর ভার্চুয়াল জগতের পার্থক্য করতে না পারায় সৃষ্ট সমস্যারইবা কী হবে সমাধান। বাস্তবের পৃথিবীর অন্ধকার জগতের যে অপরাধ, কী করে ভার্চুয়াল জগতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা।

প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, ইন্টারনেটের পরবর্তী রূপ হলো মেটাভার্স। মূলত আমাদের বাস্তব পৃথিবীর মতো ত্রিমাত্রিক আবহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটিতে ব্যবহৃত হয় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) হেডসেট, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) লেন্স; সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হয় ব্লকচেইন, আইওটি, এআই, এনএফটির মতো প্রযুক্তি। কৃত্রিম উপায়ে অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয় হ্যাপটিকস, গ্লাভস, ভেস্ট, বডি ট্র্যাকিং স্যুটসহ নানাবিধ প্রযুক্তি।

বর্তমানে অনলাইন গেমের কারণে এটি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বলা হয়ে থাকে যে ডিজিটাল (ভার্চুয়াল) আর ফিজিক্যাল (বাস্তব) পৃথিবীর সেতুবন্ধ করে দিচ্ছে এই প্রযুক্তিগুলো। এমন একটি গেমের উদাহরণ দেওয়া যাক, যে ধরনের কাজ এখন বাংলাদেশেই হচ্ছে। ভার্চুয়াল হেডসেট পরার পর দেখা গেল, একটি ক্রিকেট মাঠের পিচে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। এক প্রান্ত থেকে বল করার জন্য এগিয়ে আসছে ভার্চুয়াল বোলার, এ প্রান্তে আপনার হাতে আছে ব্যাট। বোলার বল করতেই আপনি ব্যাট চালালেন, শুনতে পেলেন দারুণ টাইমিং হওয়ার শব্দ। বল উড়ে গিয়ে পড়ল গ্যালারিতে। দর্শকেরা তুমুল করতালির মাধ্যমে আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

ভার্চুয়াল জগৎ আর বাস্তব জগৎ মিলিয়ে কীভাবে গেমটি তৈরি করা হলো, সেটি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। বোলার ও তার বল কৃত্রিম বা ভার্চুয়াল; ব্যাটসম্যান অর্থাৎ, আপনি ও আপনার ব্যাট বাস্তব বা ফিজিক্যাল। এগুলোর সঙ্গে আরও যুক্ত করা যাবে ব্যাট দিয়ে বল মারার সময় আপনার হাতে ঝাঁকুনি দেওয়া, বল কানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাতাসের শব্দ দেওয়া, ইত্যাদি। এসব আয়োজন সৃষ্টি করে 'উপস্থিতির অনুভূতি', যেটি আসলে মেটাভার্সের গুরুত্বপূর্ণ এক বৈশিষ্ট্য।

মেটাভার্সে সাধারণত ব্যবহারকারীর ভার্চুয়াল প্রতিকৃতি বা অ্যাভাটার থাকে। বিভিন্ন ব্যবহারকারী নিজেদের অ্যাভাটারের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, বিভিন্ন কার্যকলাপ করবে।

বাস্তবের পৃথিবীতে বাংলাদেশ থেকে চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে কেউ আমেরিকায় বসে থাকা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। কিন্তু ভার্চুয়াল জগতে একজনের অ্যাভাটার বাংলাদেশ থেকে মুহূর্তেই চলে যেতে পারবে আরেকজনের অ্যাভাটারের কাছে। বাস্তবের মানুষ যা করবেন, অ্যাভাটারও সেটি নকল করবে। প্রশ্ন হলো, অ্যাভাটারদের সাক্ষাৎ হওয়ার পর ভিআর হেডসেট পরে থাকা বাস্তবের মানুষদের অনুভূতিতে সে সাক্ষাৎ কতটুকু নাড়া দিতে পারবে।

ইন্টারনেট যেমন অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি একক একটি ব্যবস্থা, একইভাবে ভার্চুয়াল জগৎগুলোর সমন্বয়ে একক মেটাভার্স ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। এর অনেকাংশই এখনো শুধু তাত্ত্বিকভাবেই আলোচিত হলেও পৃথিবী কিন্তু সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে এক বিলিয়ন মেটাভার্স ব্যবহারকারী।

যুক্তরাজ্যে হওয়া এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জীবদ্দশায় প্রায় ১০ বছর কাটাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মেটাভার্সে, দৈনিক হিসাবে যেটি প্রায় ৩ ঘণ্টা। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সীদের শতকরা ২১ ভাগের কাছে ইতিমধ্যে ভিআর হেডসেট আছে এবং জন্মদিন বা বড়দিনের জন্য তারা সে ধরনের উপহারই চাইতে শুরু করেছে (আইইটি, ২০২২)।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ভার্চুয়াল জগৎ আবেগ-অনুভূতিতে প্রভাব রাখতে পারে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কারণ হতে পারে, কী হবে সেই জগতের নিয়মকানুন! বাস্তবের পৃথিবীতে একই অপরাধের শাস্তি একেক দেশে একেক রকম। একই কথা এক দেশের গালি, অন্য দেশের বুলি; একই পোশাক এক দেশে সংস্কৃতি, তো অন্য দেশে দুষ্কৃতি।

কোন দেশের আইন প্রয়োগ হবে সেখানে ঘটে যাওয়া অপরাধের? হঠাৎ করে বাস্তব আর ভার্চুয়াল জগতের পার্থক্য করতে না পারায় সৃষ্ট সমস্যারইবা কী হবে সমাধান। বাস্তবের পৃথিবীর অন্ধকার জগতের যে অপরাধ, কী করে ভার্চুয়াল জগতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা।

ড. বি এম মইনুল হোসেন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সহকারী-স্বজনপ্রীতিতে ডুবেছেন

নিয়ন্ত্রণ চলে যায় হাসনাতের হাতে। গড়ে তোলেন নিজস্ব সিন্ডিকেট। মন্ত্রী যখন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত, তখন স্থানীয় প্রশাসনসহ সবকিছুতে প্রভাব বিস্তার করে স্বজনপ্রীতি, সিন্ডিকেট-বাণিজ্য ও নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে দুই উপজেলার সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলেন এই হাসনাত। নির্বাচনকে প্রভাবিত করে ছোট ভাই নুর হোসেনকে ভাইস চেয়ারম্যান বানান। নির্বাচনী এলাকায় মন্ত্রীর অধিকাংশ প্রোগ্রামে ডানে হাসনাত ও বাঁয়ে নুর হোসেন জায়গা করে নেন। স্থানীয়ভাবে তাঁদের 'হাবিল-কাবিল' বলে ডাকা হয়। মন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে হাসনাতও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদ বাগিয়ে নেন।

দলের নেতা-কর্মীরা বলছেন, সুনামগঞ্জের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন করা সরল-সহজ, সজ্জন মান্নানের সবকিছু ম্লান হয়েছে হাসনাত সিন্ডিকেটের অপকর্মের কারণে। শান্তিগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি বুরহান উদ্দিন দোলন বলেন, 'একদিকে মন্ত্রীর লোকজনদের দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগকে দূরে ঠেলে বিএনপি-জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করা। এসব নেত্রীর কানে পৌঁছেছে। তা ছাড়া, বয়স্ক হওয়ায় হয়তো তিনি বাদ পড়েছেন।'

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে এম এ মান্নান বলেন, 'দু-তিন দিন ধরে এরকম অনেক কথা শুনতেছি। আপনি যাঁদের নাম বলেছেন, তাঁদের ব্যাপারে এর আগে কেউ আমাকে লিখিত বা মৌখিক এ রকম কিছু বলেননি। থাকলে থাকতেও পারে, তবে এসব আমি জানি না।'

মোমেনের বিরুদ্ধে সেই একই অভিযোগ: ২০১৮ সালে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন এ কে আব্দুল মোমেন। উচ্চশিক্ষিত, সদালাপী মোমেনকে দেওয়া হয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কিছুদিন পর মোমেনের এপিএস হিসেবে নিয়োগ পান শাফিউল আলম জুয়েল।

অভিযোগ ওঠে, জুয়েল জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি করতেন। এরপর মন্ত্রীর স্ত্রী সেলিনা মোমেন, জুয়েল, জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হেলেন আহমদসহ আরও কয়েকজন মিলে গড়ে তোলেন সিন্ডিকেট। প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার, মোমেন ফাউন্ডেশনের নামে টিলা ভূমি গ্রাস, উন্নয়ন প্রকল্পে ভাগ-বাঁটোয়ারাসহ নানা অভিযোগ আছে তাঁদের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে মন্ত্রীর দূরত্ব সৃষ্টি করে নিজেদের আখের গোছাতে থাকে সেলিনা মোমেন-জুয়েল সিন্ডিকেট।

সিলেট সিটির ১৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চন্দন রায় বলেন, 'মন্ত্রীর স্ত্রী বিভিন্ন সময় রাগ-গুস্‌সা করেছেন। এপিএস জুয়েল দুর্ব্যবহার করেন। দলের নেতা-কর্মীর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে, সব বলা যাবে না। নেত্রীর (শেখ হাসিনা) কাছে নিশ্চয় এসব গেছে।'

তবে সব অভিযোগ মিথ্যা বলে মনে করেন আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, 'কোনো দুর্নীতি নাই, খামোখা এগুলো, বানোয়াট। ম্যাডাম (সেলিনা মোমেন) আর জুয়েলের বিরুদ্ধে এগুলো আন্দাজি অভিযোগ।'

ইমরান আহমদ: সিলেট-৪ আসনে টানা সাতবারের এমপি ইমরান আহমদ। ২০১৯ সালে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী হন। তাঁর শিক্ষা, উন্নয়নবান্ধব ও সরলতার সুযোগে পাথরের রাজ্যখ্যাত সিলেট-৪ আসনে গড়ে ওঠে অসাধু সিন্ডিকেট। আর ইমরানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম টিআর কাবিখা ও চোরাকারবারিদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাগ নিতেন বলে অভিযোগ আছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ভাগ-বাঁটোয়ারা, তদবির-বাণিজ্যসহ তিন উপজেলায় রাজত্ব করেন। ফলে ইমরানের সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে ইমরান আহমদকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ধরেননি। সাড়া দেননি খুদে বার্তায়ও।

'বাপ-পুতের' বিরুদ্ধে ভোটে হেরেছেন মাহবুব আলী: হবিগঞ্জ-৪ আসনে গত ১০ বছরে কাঙ্ক্ষিত কোনো উন্নয়ন হয়নি। দলের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ছিলেন বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী। তাঁর এপিএস বেলালের বিরুদ্ধেও ঘুষ নিয়ে বিমানে চাকরি, অত্যাচার, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এই অবস্থায় ভোটে হেরেছেন, সংসদ সদস্য পদই খুইয়েছেন তিনি। মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ আর কই।

হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর চৌধুরীর মতে, মাহবুব আলী জনগণ ও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্ক রেখেছেন, তাঁরা তাঁকে সেভাবেই মূল্যায়ন করেছেন।

জানতে চাইলে মাহবুব আলী বলেন, 'হঠাৎ করে এখন কেন এসব কথা উঠলো? আপনারা সাংবাদিকেরা যাচাই-বাচাই করে দেখুন।' সূত্র : আজকের পত্রিকা

রুশনারার বিরুদ্ধে লড়বেন ব্যারিস্টার তাসনিম আকুঞ্জি

বংশোদ্ভূত মানবাধিকার আইনজীবী ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার ব্যারিস্টার মোহাম্মদ তাসনিম আকুঞ্জি। গত ২৪ জানুয়ারি বুধবার ব্যক্তিগত এক্স অ্যাকাউন্টে তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন।

এক্সে তিনি বলেন, ' শুভাকাঙ্খীরা, আমি অধীর আগ্রহে জানাতে চাই, যুক্তরাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। আমি লেবার পার্টির রুশনারা আলী এমপির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি। আশা করি আপনাদের সমর্থন পাব।'

তিনি ইসরায়েলের হামলার শিকার ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশার বিষয়ে রুশনারা আলীর 'নিরবতা' নিয়ে সমালোচনা করেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে হাউস অব কমন্সের ভোটের পর নভেম্বরে বেথনাল গ্রীনের টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার অফিসের বাইরে বিক্ষোভ হয়েছিল। লেবার পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রুশনারা আলী এই বিষয়ে ভোট দিতে ব্যর্থ হওয়ায় মূলত বিক্ষোভ করেন বাসিন্দারা।

আকুঞ্জির বাবা ১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে আসেন। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি উত্তর লন্ডনের হ্যরিঙ্গে তার অন্য দুই ছেলের সঙ্গে একটি জিপি সার্জারি পরিচালনা করেন।

তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী রুশনারা আলী একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। তিনি ২০১০ সাল থেকে বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো-এর সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

যাত্রী নিয়ে ভুল গন্তব্যে উড়োজাহাজ

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ে অসংখ্য ফ্লাইট বাতিল হয়ে যাওয়া ছাড়াও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ এবং কিছু ফ্লাইট কয়েকবারের চেষ্টায় বিমানবন্দরের রানওয়েতে ল্যান্ড করতে সক্ষম হয়।

স্থানীয় সময় গত ২১ জানুয়ারি রোববার রাতে আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য থেকে এবং এই দুটি গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করা ফ্লাইটগুলোকে এক ব্যতিক্রম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কারণ ঘূর্ণিঝড় ইশা আয়ারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের বিমানবন্দরগুলোতে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছিল। বিমানবন্দরগুলোর রানওয়েতে বাতাসের গতিবেগ ছিল গড়ে ৯০ কিলোমিটার।

অবস্থা এমন ছিল যে, বেশ কিছু ফ্লাইট নির্দিষ্ট গন্তব্যে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়ে ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলোর দিকে যাত্রা করেছে। বিশেষ করে, ডাবলিনভিত্তিক আইরিশ বিমান পরিবহন সংস্থা রিয়ানএয়ার-এর বিমানগুলো ঘূর্ণিঝড় দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। গত রোববার এই সংস্থাটির আসা-যাওয়ার অন্তত ১৬৬টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়।

সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে ডাবলিন এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে না পেরে অন্তত ৩৬টি ফ্লাইট ভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে উড়ে যায়। আর কয়েকবারের চেষ্টায় এই বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৩৪টি ফ্লাইট। রাতভর বিমানবন্দরটি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, তা বোঝার জন্য এই পরিসংখ্যানটিই যথেষ্ট।

সিএনএন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্যানারি আইল্যান্ডের ল্যাঁজারোট বিমানবন্দর থেকে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের উদ্দেশে যাত্রা করা রিয়ানএয়ারের একটি ফ্লাইট গন্তব্যের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পরে ওই ফ্লাইটটি ফ্রান্সের বোর্দেক্স বিমানবন্দরে গিয়ে অবতরণ করে।

রিয়ানএয়ারের আরেকটি ফ্লাইট ম্যানচেস্টার থেকে ডাবলিন এসে কয়েকবার চেষ্টা করেও ফিরে যেতে হয়। পরে এটি ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত বিউভাইস বিমানবন্দরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মাত্র আধা ঘণ্টার ওই ফ্লাইটটিকে অন্তত আড়াই ঘণ্টা আকাশে উড়ে বেড়াতে হয়েছে।

ডাবলিন থেকে এভাবে একের পর এক বিমান নিরাপদ গন্তব্যের উদ্দেশে ফিরে যায়। এ ছাড়া আয়ারল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করা বেশ কিছু ফ্লাইটও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। দেশটির শ্যানন এয়ারপোর্ট থেকে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গগামী একটি ফ্লাইট শেষ পর্যন্ত জার্মানির কলোঙ্গ বিমানবন্দরে গিয়ে অবতরণ করে। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে যাত্রা করা এই ফ্লাইটটি জার্মানিতে গিয়ে পৌঁছায় মাঝরাতে। জার্মানির মিউনিখ থেকে ডাবলিনে এসে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়ে আবারও মিউনিখে ফিরে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে একটি ফ্লাইটের।

এদিকে যুক্তরাজ্যের বিমানবন্দরগুলোতে অন্তত ১০০টি ফ্লাইটকে একাধিকবারের চেষ্টায় অবতরণ করতে হয়েছে। স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিমানবন্দর থেকে ৪৪টি ফ্লাইট যাত্রা বাতিল করেছে। আর এই বিমানবন্দর থেকে ৮টি ফ্লাইট ভিন্ন গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছেছে।

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিমানবন্দর থেকে ১৪টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। তবে এই বিমানবন্দর থেকে ফিরে যাওয়া ফ্লাইটের সংখ্যা অন্যান্য বিমানবন্দরের তুলনায় অনেক কম বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। লন্ডনের গেটউইক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়ে ভিন্ন গন্তব্যে যাওয়া ফ্লাইট ছিল ২২টি। তবে অন্য গন্তব্যে অবতরণে ব্যর্থ হয়ে গেটউইকে এসে অবতরণ করেছে এমন ফ্লাইট ছিল ৫টি।

তুরস্ক থেকে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের দিকে আসছিল একটি ফ্লাইট। শেষ পর্যন্ত এটিকে ফ্রান্সের লিওন এয়ারপোর্টে গিয়ে অবতরণ করতে হয়। এমন অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছে ইউরোপের আকাশপথকে।

লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করা একটি বিমানের পাইলট সিএনএনকে জানান, মাটি থেকে ৩ হাজার ফুট ওপরে প্রায় ১০৪ মাইল গতিবেগসম্পন্ন বাতাসের সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। এতে তাঁর বিমানের গতি ঘণ্টায় গড়ে ৩৫ মাইল পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। সূত্র : আজকের পত্রিকা

'ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন'

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি ২০২৪: 'ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন' সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সমাজসেবক জামাল খান। লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী গিলড হলে গত সোমবার (২২ জানুয়ারি) জামাল খানের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এ সময় তাঁর পরিবারের সদস্য ও ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেক নামকরা মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সিটি অব লন্ডন করপোরেশন ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন খেতাব দিয়ে থাকে। ১২৩৭ সালে শুরু হওয়া এই সম্মাননা ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত শুধু ব্রিটিশ ও কমনওয়েলথ নাগরিকদের জন্য ছিল। ১৯৯৬ সালের পর এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, প্রিন্স ফিলিপ, রানিমাতা কুইন এলিজাবেথ, কিং চার্লস, প্রিন্সেস ডায়না, উইনস্টন চার্চিল, ক্লিমেন্ট অ্যাটলি, মার্গারেট থ্যাচার, ফুটবলার হ্যারি কেইন, নেলসন ম্যান্ডেলা, স্টিফেন হকিংসসহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সিটি অব লন্ডন সম্মাননায় ভূষিত হন। সম্মাননা পাওয়ার পর জামাল খান বলেন, এই সম্মান কমিউনিটির জন্য উৎসর্গ করলাম। ব্রিটেনের প্রাচীনতম এই সম্মাননা পেয়ে আমি গর্বিত। আমি কমিউনিটি উন্নয়নে যে কাজ করে গিয়েছি সেটা অব্যাহত রাখবো। সম্মাননা লাভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সুলতান মাহমুদ শরীফ, শাহগীর বখত ফারুক, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আহবাব হোসেন, আনছার আহমদউল্লাহ, আব্দুল বাছির, গোলাব আলী, ফয়জুর রহমান ফয়েজ, রোহেল আহমদ। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ বলেন, 'জামাল খানের এই অর্জন আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের। আমরা অবশ্যই গর্বিত। পাশাপাশি বাঙালি হিসেবে এটি সবার জন্য গর্বের। তাঁর অবস্থান থেকে তিনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন।'

জামাল খান কমিউনিটির নানা সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার পাশাপাশি যুক্তরাজ্য যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আমরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশকের ভূমিকা

। আমার প্রথম ১০০ দিনের কাজ নতুন দৃষ্টিতে এবং গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আমরা বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা ও গতিশীলতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি।'

ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের একজন সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বহু বছর ধরে ইএলএম-এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, এ সংস্থার ভেতরে ঢুকে এর কাজ করার ধরন দেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন।

তিনি মনে করেন, প্রতিটি দিনই অনন্য, বৈচিত্রময় চ্যালেঞ্জ আর সম্ভাবনা নিয়ে সামনে আসে। কমিউনিটিতে মসজিদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে এই চ্যালেঞ্জ আর সম্ভাবনা । এছাড়া ইএলএম-এর প্রাতিষ্ঠানিক মিশনের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য গত ১০০ দিনে বহু স্টেইকহোলডারের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

মসজিদের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের আন্তরিকতা তাঁকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি । সেবা, শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার ব্যাপারে তাদের যে আগ্রহ ও প্রত্যয় তা রীতিমতো উৎসাহব্যঞ্জক। ইএলএম-এর গত কয়েক বছরে নেয়া বিভিন্ন প্রকল্প, সেবা ও সফল পার্টনারশিপের সাফল্যের পিছনে তারাই প্রধান চালিকাশক্তি।

মসজিদের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, ২০ বছর আগে লন্ডন মুসলিম সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ধর্মীয় সেবার পাশাপাশি কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছে। সপ্তাহে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের আসা-যাওয়ার মধ্যদিয়ে এই মসজিদ ও সেন্টার দেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রথম ১০০ দিনের ফোকাস সম্পর্কে তিনি জানান, আমি মসজিদের কাজগুলোকে একত্রিত ও স্থিতিশীল করতে চেয়েছি। ২০২৪ সালে আমাদের মূল কৌশলগত গুরুত্বও হবে এই বিষয়ের ওপরই। এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ফাউন্ডেশনকে আরো শক্তিশালী করা, স্ট্রিমলাইনিং প্রসেস এবং সম্পদের বণ্টনকে আরো সুসংহত করা । গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে পাঁচটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়া এর মধ্যে অন্যতম।

তিনি জানান, ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সব সময়ই চেষ্টা ছিল উন্নয়ন ও সবচেয়ে ভালো কাজের চেষ্টা অব্যাহত রাখা । যেন প্রত্যেক কর্মী নিজেদের সেরাটুকু দেয়ার চেষ্টা করেন।

এরপরও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সংস্থার টেকসই অবস্থা এবং মূল উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে সম্পন্ন করার চেষ্টা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি । জুনায়েদ আহমদ বলেন, এ বছরের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে নারী ও পুরুষের নামাজের হলগুলোকে আরো সম্প্রসারিত করা।

তিনি জানান, কৌশলগত পরিকল্পনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোর দিকেও আমাদের নজর রয়েছে । বিশেষ করে প্যালেস্টাইন ইস্যু নিয়ে কমিউনিটির সবার মধ্যেই উদ্বেগ রয়েছে। গাজায় ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের খাদ্য, ওষুধ আর পানির জন্য এ পর্যন্ত ১৩০ হাজার ডলার তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে । এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমি আমার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ১০০ দিনের কর্মতৎপরতায় শুধু যে শিখেছি বা বুঝেছি তা নয়- এ সময়ের মধ্যে পরিবর্তনশীল ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু দর্শনও তৈরি হয়েছে। আমার মধ্যে ব্যাপক আশাবাদ তৈরি হয়েছে । সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয়ও রয়েছে। আমাদের সামনে যে পথ রয়েছে তা গতিশীলতার, নতুনত্বের এবং কাজের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ের। আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ শুধু বর্তমানের যে সেবাগুলো চালু রয়েছে সেগুলো বৃদ্ধি করার জন্যই নয়, বরং একটি প্রাণবন্ত মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে একটি মসজিদের ভূমিকা কতটা বিস্তৃত হতে পারে তাও নিশ্চিত করে দেবে । 'এ সময় তিনি মদিনাতে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ইসলামের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'আমি আশা করি, ইস্ট লন্ডন মসজিদ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সবার অগ্রভাগে থাকবে এই প্রতিষ্ঠান । ইসলামি মূল্যবোধ, শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষ এবং কমিউনিটির তৎপরতার ব্যাপারে বাতিঘরের ভূমিকা পালন করবে এই মসজিদ।'

তিনি বলেন, আমরা একসঙ্গে এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে চাই, যা শুধু আমাদের কমিউনিটির উপকারই করবে না, বৈশ্বিক স্তরেও সহায়ক হবে । তিনি কমিউনিটি সেবা, আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি এবং অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনে নিজের প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, 'আমরা ইএলএমকে উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চাই। আমরা আমাদের সব স্টেইকহোলডারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চাই। যাদের সঙ্গে আমরা কাজ করছি তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে চাই এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে চাই।'

তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই যাত্রাপথে জীবনে কৌশলগত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে, সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগে রূপ দিলে আকাঙ্খাগুলোর বাস্তবায়নের কাজ সহজ হবে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরিফে বলেছেন, মানবতার উন্নয়নে তোমরাই হচ্ছ সর্বশ্রেষ্ঠ কমিউনিটি-তোমরা ভালো কাজকে উৎসাহিত করবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

তিনি পরিবর্তনের এই যাত্রায় যে কোনও নতুন ভাবনা, পরামর্শ এবং সহযোগিতার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন । তিনি জানান, এর আলোকে তিনি সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা হলো, কমিউনিটি কনভার্সেশন নামে একটি বৈঠক আয়োজন। এতে করে উপস্থিত সবাই তাদের ব্যক্তিগত মতামত দেয়ার সুযোগ পান । এছাড়াও তিনি যে কোনো প্রয়োজনে বা মতামত দেয়ার জন্য ইমেইলে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

সহকারী-স্বজনপ্রীতিতে ডুবেছেন সিলেটের মন্ত্রীরা

সিলেট ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন সিলেট বিভাগের পাঁচজন। এবারের ভোটে একজন হেরে গেলেও বাকি চারজন নির্বাচিত হয়ে সংসদে আছেন। কিন্তু মন্ত্রী থাকতে পারেননি তাঁদের একজনও। এ নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলছে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা।

দলের নেতা-কর্মী আর ভোটারদের পর্যবেক্ষণ-অভিযোগ বলছে, আশপাশের লোকজনের ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি-অনিয়ম ও অপকর্মে নিশ্চুপ ছিলেন মন্ত্রীরা। এর মধ্যে চার মন্ত্রীর সহকারীরাই গড়ে তোলেন দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির সিন্ডিকেট। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর নির্দিষ্ট কিছু লোক ছাড়া দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব তৈরি হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে দলের এমপিদের সঙ্গেও বাধে বিরোধ। এসব কারণেই প্রধানমন্ত্রী এবার আর তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মান্নানের এপিএসের নিয়ন্ত্রণে ছিল সব: ২০০৮ সালে সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-শান্তিগঞ্জ) আসন থেকে প্রথমবার এমপি হন এম এ মান্নান। এরপর ২০14 সালে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ও ২০১৮ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তিনি। শুরু থেকে সাবেক শিবির নেতা মো. হাসনাত হোসেনকে নিয়োগ দেন একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) হিসেবে। এর পর থেকে দুই উপজেলার সবকিছুর

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বৃটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচন ২০২৪

রুশনারার বিরুদ্ধে লড়বেন ব্যারিস্টার তাসনিম আকুঞ্জি

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : যুক্তরাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লেবার পার্টির রুশনারা আলীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বাংলাদেশি ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

‘ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন’ সম্মাননা পেলেন জামাল খান

২৩ নং পৃষ্ঠা ...

১০০দিন পূর্তিতে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ

আমরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে চাই

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : ইসলামি মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রসারে বাতিঘরের ভূমিকা পালন করবে ইস্ট লন্ডন মসজিদ বলে মন্তব্য করেছেন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জুনায়েদ আহমেদ। সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে দেয়া এক লিখিত বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। সিইও হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে সম্মানিত বোধ করছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ইস্ট লন্ডন মস্ক ধর্ম, কমিউনিটি সেবা ও ঐক্যের বাতিঘর ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইসরায়েলের হয়ে গাজায় গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়েছে যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি: দখলদার ইসরায়েলের হয়ে গত ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত-ফিলিস্তিনের গাজা

---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

ঘূর্ণিঝড় ইশার আকস্মিক আঘাত

যাত্রী নিয়ে ভুল গন্তব্যে উড়োজাহাজ

দেশ ডেস্ক, ২৬ জানুয়ারি : ইউরোপজুড়ে কয়েক হাজার বিমানযাত্রী সোমবার (২২ জানুয়ারি) জানুসকালে নিজেদের ভুল গন্তব্য এমনকি ভুল দেশে আবিষ্কার করেছেন। ঘূর্ণিঝড় ইশা আঘাত হানার কারণে এমন দশা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিএনএন। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk